

# বাঙালী

[ শেখ নসরত ]

শ্রীরজেন্দ্রকুমার দে, এম-এ, বি-টি, প্রণীত

কলিকাতার সু-প্রসিদ্ধ

আর্য্য অপেরা ও নবরঞ্জন অপেরার অভিনীত

কলিকাতা টাউন লাইব্রেরী  
১০৫, (ব্র:নং ৩৬৮) ব্রহ্মপুত্র সড়ক, কলিকাতা-৬

## মুলতানা রিজিয়া

ঐব্রজেন্দ্ৰকুমার দে এণীত। ঐতিহাসিক নাটক। নট কোম্পানীর দলে অভিনীত। সম্রাট আলতামাশ খুমিরে রইলেন কবরের তলার। শাহোত্তে বসল তার জ্যেষ্ঠপুত্র রুকমুদ্দিন। রক্তের বজ্রা বয়ে গেল মিনামহলের ধারে। হত্যা, লুণ্ঠন, ছুতিকা, মহা-নারীতে দেশ উজোড় হয়ে গেল। পনেরটি ভাইকে খুন করে একদিন সে ভগ্নী রিজিয়ার দিকে হাত বাড়ালে, ছুটে এল হাবশী বীর জালালউদ্দিন ইয়াকুৎ—সেই মিনামহলের ধারে রুকমুদ্দিন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলে। সহস্র বাধা উপেক্ষা করে উজির ডাক্তার মালিক নানুদ খাঁ দিল্লীর মসনদে বসিয়ে দিলেন শাহাজাদী রিজিয়াকে। শাহাজাদা বাহারামকে কেন্দ্র করে আনীর গুসরাহের দল বিদ্রোহের নিশান ফুললে। অগ্নিতে বৃতাহতি দিলে ভাতিভার মুলতান আলতুনিয়া। জালালউদ্দিন ইয়াকুৎের নামের সঙ্গে দিল্লীধরীর নাম জড়িয়ে ফ্রেদাক্ত কুৎসার বিববান্স দিল্লীর বাতাসে আঙুন ধরিয়ে দিলে। কোন্ অতলে তলিয়ে গেল দিল্লীর মসনদ? কোন্ গুপ্ত বাতকের আঘাতে হাবশী বীর বৃত্ত্য বরণ করলে? দাস বংশের ভাবুর জ্যোতিষ্ক মুলতানা রিজিয়া কোন্ অজানার অন্ধকারে নিশ্চিহ্ন হল? মূল্য ৩.৫০।

## ময়ূর সিংহাসন

(শাহজাহান)

অপরাজেয় নাট্যকার ঐব্রজেন দে'র শতভঙ্গ নাট্য নিবেদন। নট কোম্পানীর বিজয় স্তম্ভ। দিল্লীর সম্রাট শাহজাহানের জীবনসত্যার শোকসাধা, গুরজোবের সাম্রাজ্যলিজার বলি, উম্মার চেতা দারাসিকোর শোচনীয় পরিণাম অক্ষর আখরে লেখা। বর্তমানকালের সর্বাধিক জনপ্রিয় নাটক। মূল্য ৩.০০ টাকা।

—প্রকাশক—

ঐকান্তিকচন্দ্র ধর

কলিকাতা টাউন লাইব্রেরী

৩৬৮ নং (পুরাতন) রবীন্দ্র সরণী,

কলিকাতা—৩

—প্রচ্ছদ—

রঞ্জিত দত্ত

একাদশ মুদ্রণ

—মুদ্রক—

কে, সি, ধর

৫৪ প্রিন্টিং ওয়ার্কস

৩১৯, রবীন্দ্র সরণী,

কলিকাতা—৫



বাঙলার গৌরব, স্বনামধন্য কৰ্ম্মবীর

শ্রীযুক্ত আলামোহন দাস মহাশয়ের

করকমলে

বাঙালীকে

অর্পণ করিলাম

শুগন্ধ—

শ্রীব্রজেনকুমার দে ।

## —প্রসিদ্ধ বাজাদলে অভিনীত নূতন নূতন নাটক—

**কবর-রক্ত কাছা**—ত্রীকানাই শাল নাথ রচিত। ঐতিহাসিক নাটক। আৰ্য্য অপেরার বিজয় বৈজয়ন্তী। কান্নার পরে হাসি, হাসির পরে কান্না। হতভাগা হয়ে বারা মাটির পৃথিবীতে আসে, তারা শুধু বেঁচে থেকেই কাঁদে না; মরবার পরও কাঁদে। ঠিক তেমনিই কেঁদেছিল কবরের মধ্য থেকে শেষ আফগানের অভ্যুত্থান। কিন্তু কি তার অপরাধ? জী মেহের উল্লিসা কত্না লয়লাকে ভালবেসেছিল প্রাণ দিয়ে, সুবাদারের আসনে বসে বাংলার অসংখ্য অনাহারক্লিষ্ট বাঙালীকে বাঁচিয়ে-ছিল উদার মনুষ্য দিয়ে। দিল্লীর সম্রাট জাহাঙ্গীরকে শ্রদ্ধা করত বৃকের রক্তবিন্দু দিয়ে। দিল্লীর অসংখ্য ধোঁকাতে স্তব্ধ করে দিল বীরত্ব দেখিয়ে। তবু কেন এই সরল সুবাদার বীর শেষ আফগানকে একদিন জাহাঙ্গীরের চক্রান্ত, কুতুবউদ্দিন আর মুস্তাক হোসেনের বেইমানিতে কবরে ঘেরেও কাঁদতে হয়েছিল। কে দেবে এর উত্তর? কে দায়ী তার এই কান্নার জন্ম? পড়ুন, প্রশ্নের সমাধান হবে। মূল্য ৩.০০ টাকা।

**ফেরারী পুণী বা জুবান বন্দী**—ত্রীগোবিন্দ ভট্ট প্রণীত। কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ রঞ্জন অপেরার অভিনীত। বাস্তবধর্মী নাটক। বিজয় মুখার্জীকে খুন করে ৬ লক্ষ ৬২ হাজার টাকা নিয়ে ভৃত্য হরেকৃষ্ণ ধাড়া হল ফেরার। ৭ মাসের সজ্জনকে বোনের কোলে দিয়ে পত্নী চলে গেল স্বামীর খোঁজে। মাসীর চেষ্টায় সজ্জন হল সুশিক্ষিত। মাসীর মেয়ে মেনকার প্রতিহিংসায় সজ্জন হল নিরাশ্রয়। ছাত্রী মিতা দিলে স্বপ্নার খুৎকার। নিরস্ত্র সজ্জন কোলকাতার পথে পথে খুঁজে বেড়াতে লাগল ক্ষুধার অন্ন। ভাগ্য সুপ্রসন্ন হল। শক্তি আর সাহস দিয়ে বাবু গুণ্ডার হাত থেকে রক্ষা করল সত্যসুন্দরের মেয়ে সীমাকে। মমতাময়ীর পরশে শীতল হল সজ্জনের ছন্দহারা জীবন। তারপর? ডাঃ কণী গাঙ্গুলীর বিব উদ্‌গিরণ। মেনকার শোচনীয় পরিণাম। সোসাইটি গার্ল মিতার দর্প-চূর্ণ। সত্যসুন্দর ওরফে হরেকৃষ্ণ ধাড়ার ফাঁসীর মধ্যে আরোহণ। বধ্য-ভূমিতে উপেক্ষিত সন্তান বাবুগুণ্ডার সঙ্গে মিলন। দুর্জনের পতন ও সজ্জনের প্রতিষ্ঠা। অত্যন্ত চর্যা নাটক। মূল্য ৩.০০ টাকা।

**ক্যান্ডিডা ক্রয়**—ত্রীকেন দেব বিশ্বকর পৌরাণিক নাটক। ধৃতীত্রী নাট্য শিল্প ও অধিকা নাট্য কোম্পানীর বিজয়-সুভদ্রা। অশ্রু নির্ঝর রামায়ণের এক বিস্তৃত শোকগাথার নাট্যরূপায়ণ। মূল্য ৩.০০ টাকা।



## ভূমিকা

নাট্যমোদীগণের অভাবনীয় আশীর্বাদ বহন করিয়া “বাঙালী” তাঁহাদের দ্বারে একাদশবার মুদ্রিত আকারে উপস্থিত হইল। এই নাটকখানি বিশেষ যত্নে নট্ট কোম্পানীর জন্ত রচিত হইয়াছিল। পাকিস্থানের বিরাগের ভয়ে তাঁহারা ইহা ফেরৎ দিতে বাধ্য হন। দেড় বৎসর পরে খ্যাতনামা অভিনেতা শ্রীযুক্ত শরৎ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীমান পঞ্চ সেন আৰ্য্য অপেরার জন্ত নাটকখানি গ্রহণ করেন। তাঁহাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে “বাঙালী” উভয় বঙ্গে অফুরন্ত বশ অর্জন করিয়াছে।

এই নাটকের অভিনয় দেখিয়া কৰ্ম্মবীর শ্রীযুক্ত আলামোহন দাস আমাকে আশাতীত পুরস্কার দিয়া যাত্রাসাহিত্যের ইতিহাসে রেকর্ড সৃষ্টি করিয়াছেন। আরও আনন্দের কথা, নাটকখানির অসাধারণ জনপ্রিয়তা দেখিয়া এইচ, এম, ভি, গ্রামোফোন কোম্পানী নাটকখানিকে রেকর্ড করিয়া যাত্রাশিল্পকে আরও উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তাঁহাদের নিকট ও আমার অসংখ্য অনুগ্রাহকের নিকট আমি সবিনয়ে ঋণ স্বীকার করিতেছি।

ইতি—

শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার দে।

## —ঐতিহাসিক যাত্রাদলে অভিনীত নূতন নূতন নাটক—

**মাধবী কঙ্কণ**—ঐগোরচন্দ্র ভট্ট প্রণীত । ঐতিহাসিক নাটক । জনতা অপেরার বিজয়-নিশান । দাক্ষিণাত্যের ইতিহাসের অশ্রুধারা কাহিনী । বিদয়ের মহারাণী শুভদিনে ভাবী পুত্রবধু মাধবীর হাতে পরিবেশ দিলেন আলীকাদী মাধবী কঙ্কণ । অলঙ্কারে বিধাতা হাসলেন বক্তৃতাশিল্পী । নিয়তির নিষ্ঠুর আঘাতে স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল । বাহুমণী সুলতান আহমদের তরবারিতে বিদয়ের রাজপ্রাসাদে বয়ে গেল রক্তস্রোত । বন্দী হল মাধবী কঙ্কণ । বেগম হীরাবাসীর তেজস্বিতার মৃত্যুর শৃঙ্খল চূর্ণ হল । কিন্তু মাধবী হারিয়ে গেল দুর্ভাগ্যের পথে । বিজয় নগর রাজকন্যা রত্ন-মালার লোভে আকাশ বাতাস প্রতিধ্বনিত করে বেজে উঠল অসির বান-ঝনা । অনল, অনল ছড়াল, অনন্ত করল বিষ উদ্‌গিরণ, সর্বগ্রাসী বাহু প্রসারিত করল লম্পট বীর প্রতাপ । কঙ্কণের সাধনায় অনল নিভে গেল । হিংসাময়ী পাষাণী হল স্নেহময়ী মানবী । ভাগ্যের পরিহাসে ধূলার স্তরে পড়ল মাধবী । কঙ্কণের সঙ্গে রত্নমালা পেল মাধবী কঙ্কণ । ৩০০

**রাজকন্যা**—ঐব্রজেন্দ্রকুমার দে, এম-এ, বি-টি, প্রণীত । জনতা অপেরার বিজয় কেতন । ঐতিহাসিক নাটক । সম্রাট আলম-গীরের কুশাসনের বলি, মথুরার ছরস্তু ছেলে গোকুলের বিন্দুরকর কাহিনী । জিজিয়ারকের আলামত অভিশাপ । পিতার পরিত্যক্ত কুলদ্বার গোকুলের হাতে নারী নির্যাতনকারী আবদুলনবীর শোচনীয় মৃত্যুর খবর দিল্লীর প্রাসাদকূটে বাদশার চোখের ঘুম কেড়ে নিলে । বিপুল সেনা নিয়ে ছুটে এল বাদশার দৌহিত্র নাদির খাঁ আর ভবরদত্ত সেনানী ওয়াজির খাঁ । মথুরার পথে প্রান্তরে রক্তের প্লাবন বয়ে গেল । আর্ন্তনাদে তরে গেল মথুরার আকাশ-বায়ু । অসম বৃদ্ধের পরিণাম চিরদিন যা হয়, তাই হল । গোকুল হল বন্দী, সঙ্গী সাথির দল কে কোথায় হারিয়ে গেল । মথুরেশ্বরের মন্দিরে আর বাতি জ্বলল না । কোথায় গেল গোকুলের পিতা-মাতা-পত্নী ? কোন জন্মদা এক একটা করে গোকুলের অজচ্ছদ করলে ? মূল্য ৩০০ ।

**মাটির কেজা**—ঐভৈরব নাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত । বর্ধমান নাট্যসংসদ কর্তৃক অভিনীত । নূতন ঐতিহাসিক নাটক । বাংলার এক নিভৃত পল্লীর রক্তাক্ত ইতিহাসের অশ্রু কঙ্কণ আলেখ্য । রক্তের আখরে লেখা । ভাবা এর গান । গান এর মুক্তোর মালা, সংলাপ অভিনব অভুলনীর, এমেচার পাটির অভিনয়ের অপূর্ণ সুযোগ । মূল্য ৩৫০ ।

## পরিচয়

### —পুরুষ—

দায়ুদ খাঁ	...	...	বাঙলার নবাব ।
নাসির খাঁ	}	...	ঐ পুত্রদ্বয় ।
বুলবুল			
বাহাহুর	...	...	ঐ ভ্রাতৃপুত্র ।
বিক্রমাদিত্য	...	...	অমাত্য ।
প্রতাপাদিত্য	...	...	ঐ পুত্র ।
মোবারক	...	...	নাজির । L
গণপতি	...	...	ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ।
সত্যপীর	...	...	মতিচূর্ণ সুবক ।
বান্দা	...	...	আলি মনশুরের ভৃত্য ।
মুনীর খাঁ	...	...	সম্রাটের সেনাপতি । L
আলি মনশুর	...	...	বাদশাহী তহশীলদার ।

ফকির, ভৃত্য ।

### —স্ত্রী—

ফুলবেগম	...	...	নবাব পত্নী ।
আশমান	...	...	ঐ কন্যা ।
ছবি	...	...	গণপতির ভগ্নী ।
বাদী	...	...	আলি মনশুরের দাসী ।

—:~:—

## —প্রসিদ্ধ যাত্রাদলে অভিনীত নূতন নূতন নাটক—

**একটি পরস্যা**—ত্রিভৈরবনাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত। সত্যব্রত অপেরার ১০ বৎসরের ইতিহাসের অবিস্মরণীয় কীর্তি। বাস্তবধর্মী নাটক। ‘একটি পরস্যা’,—সত্যই একটি মাত্র পরস্যা নয়, একটি নাটক। কোটি কোটি কণ্ঠের সোচ্চার জিজ্ঞাসার বলিষ্ঠ উত্তর। আমি যখন আমার মনের কথা আপনাকে বলতে পারলাম না,—আপনিও পারলেন না মিথ্যা হাসির স্বিলিক দিয়ে চোখের জল রোধ করতে, তখন? তখনই সামনে এসে দাঁড়ায়, বিশাল ধনী ভূজঙ্গ নারায়ণ। কৰ্ম সচিব বিবকুন্ড পরোঃমুখ মিঃ কে, কে ঘোবাল! নারীর রূপ অর্থের নিয়গামী আহ্বানে কোথায় গিয়ে শেষ হল কুমার দীপ নারায়ণের জীবন প্রদীপ? কোথায় হারিয়ে গেল দেশশ্রেয়িক শ্রমিক-নেতা অশোক, যাত্রাশিল্পি অলক আর বিকচ কুমুমকলি শবরী? অর্থ দিয়েই কি সব কেনা যায়? পৃথিবীর সব মানুষই কি আজ অমানুষিকতার যুগকাষ্ঠে আত্মবলি দিয়েছে? বদরীপ্রসাদকে খুন করে কে জালনোটের কারখানার সন্ধান দিলে? রূপসী মৌসমী কি সত্যই ডুবেছিল পঙ্কিল আবর্তে? পুলিশ অনুসন্ধান করছে যে অপরাধীর কোথায় সে অপরাধি, যে অকুরন্ত ধনভাণ্ডার থেকে চুরি করেছিল মাত্র একটি পরস্যা? পড়ুন—অভিনয় করুন—বর্তমান যুগের সার্থক সৃষ্টি। অভিনব আঙ্গিকের বলিষ্ঠ প্রয়াস—‘একটি পরস্যা’। মূল্য ৩.৫০ টাকা।

**কাজলদীপির মেয়ে**—ত্রীগৌরচন্দ্র ভট্ট প্রণীত। কাল্পনিক নাটক। অম্বিকা নাট্য কোম্পানীর কোহিনূর মণি। রজনীর নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে গর্জে উঠল বন্দুক। রক্তে লাল হয়ে গেল কাজল দীঘির মাটি। রাজা রাজশেখরের লাগসার আঙুনে পুড়ে ছাই হল দরিত্রের পণ্য কুটীর। ধর্মিতা বালা বিধবা ছায়া পণ্যরূপে বিক্রীত হল কালীর বিখ্যাত বাঁজীজী কুন্সিগী বাঁজীরের কাছে। ভাগ্যের অভিশাপে ছায়া হল সোনালী বাঁজী। বিধবার কোলে এল চাঁদের মত শিশু। প্রতিশোধ নেবার আশায় পালিত হল কালিকিঙ্করের কাছে। সোনালীবাঁজীরের নৃপক নিকশে মুখর হল রাজা জমিদার আর শ্রেষ্ঠির রংমহল। তারপর প্রায় গর্জনে ছুটে এল ভাঙ্গনের ঢেউ। সোনালীবাঁজী হল রূপ সাগরের অধী-খরী। হৃৎকের বজ্র পথে হারিয়ে গেল অরুণ আর সুরমা। কুচক্রী হরলাল পেল লোভের সাজা—বকুল ঝরে গেল—উদয় গেল অন্তাচলে। রক্তজবার রক্তত করল মাতৃপুজা। পূর্ণাহুতি দিলে কাজলদীঘির মেয়ে। মূল্য ৩.০০।

# বাঙালী

—:(\*) :—

## প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য :

রূপমহল ।

[ নেপথ্যে পাঠশালার ছাত্রগণের প্রার্থনা, শুনা যাইতেছিল,—  
“যিনি হিন্দুর ভগবান, মুসলমানের তিনি আল্লা, ক্রেস্তানের তিনিই  
গড্,—” ]

আলি মনসুরের প্রবেশ ।

আলি । কে ? কে ও কাকের ? ভগবানের সঙ্গে আল্লার নাম !

[ নেপথ্যে পুনঃ প্রার্থনা ]

“সকল ধর্মের মূল এক, সকল উপাসনা পদ্ধতির উদ্দেশ্য এক ।  
কোন ধর্ম হের নয়, কোন মানুষ অস্পৃশ্য নয় ।”

আলি । বান্দা,—

বান্দা । [ নেপথ্যে ] যাই হজুর !

[ নেপথ্যে পুনঃ প্রার্থনা ]

“হে পরম পুরুষ, আমরা সকলেই তোমার সন্তান ; যে নামই  
তোমার হউক, আমরা তোমাকে প্রণাম করি ।”

বান্দার প্রবেশ !

আলি । কারা এ হল্লা করছে বান্দা ?

বান্দা । হল্লা নয় হজুর, ঠাকুরবাড়ীর পাঠশালার ছেলেরা প্রার্থনা  
করছে । রোজই পাঠশালা বসবার আগে এমনি প্রার্থনা হয় ।

আলি। ঠাকুরবাড়ী কোথায় ?

বান্দা। ওই যে আপনার আন্তাবলের ধারে।

আলি। ওখানে আবার মাহুয থাকে ?

বান্দা। শুধু মাহুয নয়, দেবতাও থাকে।

আলি। আমার কাণের কাছে ছুঁবেলা এমনি করে প্রার্থনা করবে নাকি ? বন্ধ কর, এখনি বন্ধ কর।

বান্দা। আজ্ঞে,—

আলি। যাও, ঠাকুরকে বল,—প্রার্থনা করতে হয়, মনে মনে করবে, আন্তাতালার সঙ্গে ভগবানের নাম করলে তাকে আমি চাল কেটে তুলে দেব। যাও।

বান্দা। যদি কথা না শোনে ?

আলি। কাণ ধ'রে আমার কাছে নিঃস্বাস আসবে।

বান্দা। বলেন, বাচ্ছি। তবে—

আলি। আবার তবে ? তোমাদের এই বাঙলাদেশের লোক-গুলো খালি ভর্ক করে। আমাদের দিল্লীতে—

বান্দা। দোহাই ছজুর, দিল্লীর কথা থাক। দিল্লীর কথা শুনলেই লাড্ডুর কথা মনে হয়। আপনি ত' দিল্লীকা লাড্ডু চের খেয়েছেন। এখন বসে বসে পস্তান, আমি ঠাকুরকে বলে আসি। কিন্তু—

আলি। ঐ আবার 'কিন্তু'। বাঙালীর স্বভাবই এই। 'বদি', 'কিন্তু', 'সুতরাং'—হুদিনেই কাণ ঝালাপালা করলে। দিল্লীতে ও সব—

বান্দা। থাক মেহেরবান, আমি বাচ্ছি।

[ প্রস্থান। ]

আলি। বড় ছোটলোকের দেশ এই বাঙলা। বৈদিকে চাইবে, খালি কন-জবল। মাহুযগুলো কাক্রীদের মত কালো আর হাড়ে

প্রথম দৃষ্ট।]

বাঙালী

হাড়ে বজাত। একটা কাজ দশবার বুকে নিয়ে তবে করবে।  
জানোরারের দেশ! আমাদের দিল্লীতে—

গীতকণ্ঠে বাঈজীগণের প্রবেশ।

বাঈজীগণ।

গীত।

দিল্লীকা লাডু দেখে নাও, চেয়ো না,  
চোখ দিয়ে চেখে নাও, বুখ দিয়ে খেয়ো না।  
বে খেয়েছে পত্তারে মরেছে সে সজনি,  
হররোজ চোখে তার কাদে অমা-গজনি,  
না খেয়ে বে জালা ভাই,  
তাতে এত হল নাই,  
আশা করে থাকা বেশ, বল খেতে যোয়ো না।

আলি। এ বে সব ডানাকাটা পরী দেখছি। খেঁদী, বুঁচি,  
উঠকপালী, কোদাল-দাঁতী—বাঃ-বাঃ-বাঃ! যেমন ছুরং, তেমনি গান!

[ নেপথ্যে ] অজ্ঞান তিমিরাক্রান্ত জ্ঞানাজননশলাকরা—

আলি। আঃ! এ ত' বড় জালাভন করলে। গর্দান নেব,  
নির্ধাত গর্দান নেব।

১ম বাঈজী। ও বাবা!

[ সত্বরে বাঈজীগণের প্রস্থান।

আলি। প্রার্থনা না শুষ্টির মাথা। বিলি ভগবান, তিনিই জালা,  
এই সব আমার শুনতে হবে? এই, কে জাছিস?

বান্দার প্রবেশ।

বান্দা। হলো না ছতুর!

আলি। কি বললে?

বান্ধা। বলবে আর কি? গ্রাহ্যই করলে না।

আলি। আমার হুকুম জানিয়েছিলে?

বান্ধা। আজ্ঞে—

আলি। তারপর?

বান্ধা। বেশ করে সংস্কৃত আঙড়াতে লাগল।

আলি। কাণ ধরে নিয়ে আসতে পারলে না?

বান্ধা। পারতুম। তবে—

আলি। আবার 'তবে'? বাঙ, চাবুক নিয়ে এস।

বান্ধা। ঠাকুরকে চাবুক মারবেন নাকি?

আলি। নিশ্চয়ই মারবো। এত বড় বেরান্দা, আমার হুকুম মানে না। ভেতো বাঙালীর এত সাহস!

বান্ধা। তাই কি ছ'বেলা ভাত জোটে? এক বেলা খার, আর এক বেলা পেটে কিল মেরে শুয়ে থাকে।

আলি। সে কি জানে না যে আলি মনসুর খান বাদশাহী তহশীলদার, কারও বেরান্দা সে সহ্য করে না?

বান্ধা। জানে না আবার? তবে—

আলি। আবার 'তবে' বললে তোমাকেই আমি চাবুক মারবো। এ দেশে কি মানুষ নেই? সবাই এমনি জানোয়ার?

মোবারকের প্রবেশ।

মোবারক। কে জানোয়ার খাঁ সাহেব?

আলি। কার কথা বলব? বাঙলা দেশের সব লোকগুলোই জানোয়ার।

মোবারক। কেন, তাদের অপরাধ?



আলি । অপরাধ কি একটা ? হাজার হাজার অপরাধ । আজ সাতদিন ধরে আমি দিল্লী থেকে এসেছি, একটা লোক সেলাম করতে এল না । আমারই আন্তাবলের ধারে এক ব্যাটা ঠাকুর ভগবানের সঙ্গে আল্লাতালার নাম করছে ; বন্ধ করতে আদেশ দিলাম, গ্রাহ্যই করলে না ।

মোবারক । আপনি ঠাকুরকে প্রার্থনা করতে নিবেদন করেছেন নাকি ?

আলি । এসব কি প্রার্থনা ? যিনি ভগবান, তিনিই আল্লা ? আমি এসব সহ্য করব ?

মোবারক । আমরা ত চিরকাল সহ্য করে এসেছি ।

আলি । তোমরা করতে পার, কিন্তু আমি করব না ।

মোবারক । তাহলে আপনাকে দিল্লীতে ফিরে যেতে হবে ।

বান্দা । একি একটা কথা হ'ল মিঞা ? প্রার্থনা ঠিক চলবে, আর হজুরকে ল্যাজ গুটিয়ে ফিরে যেতে হবে ।

আলি । তুমি কে ?

মোবারক । রাজকর্মচারী ।

আলি । মুসলমান না বাঙালী ?

মোবারক । হুই-ই ।

আলি । মুসলমান হলে তুমি এসব অনাচারে আশ্চর্য্য দিচ্ছ ?

মোবারক । কারও অধিকার স্বীকার করাকে আশ্চর্য্য দেওয়া বলে না ।

আলি । মুসলমানের রাজত্বে হিন্দুদের কিসের অধিকার ?

মোবারক । সে কথা আপনি সুবেদার সাহেবকেই জিজ্ঞাসা করবেন ।

আলি । কোথায় তোমাদের সুবেদার ?

বান্দা । ডেকে পাঠান না হজুর, আসতে পথ পাবে না । কিন্তু—

আলি। বেরিয়ে যাও উল্লুক। একশোবার কেবল কিন্তু আর তব—  
বান্দা। ঐ যে ঠাকুর আসছে হজুর। একটু সাবধানে বাংচিং  
করবেন। বলা বার না, ওরা গরীব হলেও কেউটে সাপের জাত।

[ প্রস্থান। ]

আলি। তোমার নাম কি ?

মোবারক। মোবারক আলি।

আলি। স্ত্রবেদারের নাজির ? খাজনা এনেছ ?

মোবারক। এনেছি।

আলি। আমার নজর কই ?

মোবারক। আনি নি।

আলি। নজর না নিয়ে আমার সামনে এসেছ কোন সাহসে ?

মোবারক। মাহুব মাহুবের কাছে আসবে, তার আবার নজর কি ?

আলি। সাথে কি আর বলি, বাঙালী জানোয়ার ?

মোবারক। জানোয়ার আপনি।

আলি। কি ?

মোবারক। ভবিষ্যতে মনে রাখবেন, বাঙালীকে যা ভেবেছেন,  
সে তা নয়। ভেতো বাঙালী শুধু কাঁদতেই জানে না, দরকার হলে  
গলা টিপতেও জানে।

আলি। হাঁসিয়ার বেরাদব।

গণপতির প্রবেশ।

গণপতি। আপনিই খাস তহনীলদার ?

আলি। হ্যাঁ।

গণপতি। কল্যাণ হক।

আলি। আলীকাদ থাক ঠাকুর ! আমার হকুম তুমি ওনেছিলে ?

গণপতি । শুনেছি, কিন্তু বিশ্বাস করি নি ।

আলি । কেন ?

গণপতি । কারণ পাগল ছাড়া এমন হুকুম কেউ দেয় না ।

আলি । চোপরাও কমবক্তৃ ।

মোবারক । আস্তে খাঁ সাহেব ! আপনি বাদশাহের তহশীলদার ।

খাজনা নিতে এসেছেন, খাজনাটা শুণে নিন ।

আলি । নজর না পেলে আমি খাজনা নেব না ।

মোবারক । তাহলে নজরও পাবেন না, খাজনাও পাবেন না ।

আলি । পাব না ।

মোবারক । না । খাজনার সঙ্গে আমরা ঘুষ দিই না ।

আলি । এ কি তোমার কথা, না নবাবের কথা ?

মোবারক । কথা আমারই ; তবে—

আলি । ‘কিন্তু’ গেল, ‘তবে’ এল, এরপর আসবে ‘সুতরাং’ ।

যেমন জংলা দেশ, তেমনি এর মাহুষগুলো ।

গণপতি । খাঁ সাহেব,—

আলি । তুমি তাহলে এমনি করেই তোমার পাঠশালা চালাবে আর ওই উল্লুর মত প্রার্থনা করবে !

গণপতি । নিশ্চয়ই । আপনাদের এই রূপমহল মাত্র দশ বছর আগে তৈরী হয়েছে ; আর আমরা ওই কুঁড়ে ঘরে ত্রিশ বছর ধরে পাঠশালা করে আসছি । কেউ কখনো বাধা দেয় নি । কত উজীর, আমীর, সিপাহখানার এই পথ দিয়ে গেছে, কেউ কখনো কাণে আঙুল দিয়ে প্রার্থনার অপমান করে নি ।

আলি । আমি এ হতে দেব না । আমার হুকুম—

মোবারক । হুকুমটা নবাব সাহেবকেই জানাবেন ।

আলি। কেন ?

মোবারক। কারণ এই ঠাকুরের কুঁড়ে ঘর খাস মহলের এলাকার নয়, নবাবের এলাকার।

আলি। আমার একটা কলমের খোঁচায় তোমার নবাবের নবাবী ঘুচে যেতে পারে, তা জান ?

মোবারক। নবাবের একটা তরবারির খোঁচায় আপনার প্রাণটা যে উড়ে যেতে পারে, তা আপনি জানেন ?

আলি। কি, নাজিরের এত স্পর্ধা ?

মোবারক। তহশীলদারের এত দর্প !

গগণভি। ছি ছি, কি করছেন আপনারা ?

আলি। শোন ঠাকুর, আমার হুকুম—হয় তুমি মনে মনে প্রার্থনা করবে, না হয় তুমিও যাবে, তোমার পাঠশালাও যাবে।

মোবারক। মহামান্ন নবাবের নামে আপনাকে আমি হুকুম দিয়ে যাচ্ছি ঠাকুর, আপনার ছাত্রেরা যখন ইচ্ছা, যতবার ইচ্ছা এমনি করেই প্রার্থনা করবে, যে বাধা দেবে, তার মাথাটা ছিঁড়ে দরবারে পাঠিয়ে দেবেন।

[ প্রস্থানোত্তোগ ]

আলি। খাজনা না দিয়েই চলে যাচ্ছ যে ?

মোবারক। খাজনার সঙ্গে নজর নিতে হলে নবাবের কাছে আসতে হবে।

আলি। কি, আমি বাব নবাবের কাছে ?

মোবারক। মান যাবে ? একটা তহশীলদারের এত মান ?

আলি। হুঁসিয়ার বেইমান।

মোবারক। বেইমান ! আর একবার এ কথা বললে তোমার জিভটাই উগড়ে নিয়ে যাব।

আলি । আমি তোমার কোতল করব বেয়াব ।

মোবারক । এস,—গলাটা বাড়িয়ে দিবেছি, কোতল কর ; দেখি তুমিই বা কেমন তহশীলদার আর আমিই বা কেমন নাজির ।

গণপতি । কি কর মোবারক, ক্ষুদ্র একটা তহশীলদার তোমার রাগের পাত্র নয় ।

আলি । ক্ষুদ্র ! আমি সত্ৰাটের আখ্খির, আমি হলাম ক্ষুদ্র ! তোমার গায়ের চামড়া আমি তুলে নেব ।

মোবারক । খবরদার, আমাদের প্রজার উপর যদি কোন অত্যাচার কর, তোমার ধরেই আমি তোমাকে কবর দেব । [ প্রস্থান ।

আলি । ছোটলোক, ইত্তর, অসভ্যের দল ! আমি বাদশাহের আখ্খির, আমাকে অপমান ! আমি এদের ভাল করে শিক্ষা দিবে-  
যাব ।

গণপতি । শিক্ষাটা পেয়েও যেতে পারেন ।

আলি । হুকুম মানবে না তুমি ?

গণপতি । আমি আপনার প্রজা নই মিঞা, আমি নবাবের প্রজা ।

আলি । তোমাদের নবাবকে আমি কলমের খোঁচার উড়িয়ে দেব ।

গণপতি । তার আগে আপনার মাথাটা না উড়ে য়ার ।

আলি । চোপরাও অসভ্য ।

গণপতি । অসভ্য আমি না তুমি ? আমি তোমাকে সাবধান করে দিয়ে বাচ্ছি খাঁ সাহেব, শান্তিপ্রিয় বাঙালীকে কেগিয়ে তুলো না । খোলা প্রাণ নিয়ে এগিয়ে এস, আমরা ভাই বলে আলিঙ্গন দেব । বাদশাহী সন্দ পেরে উচ্চাসনে বসে যদি আমাদের চোখ রাঙাতে চাও, আমরা কাণ ধরে পথের ধুলোর নামিয়ে আনব ।

আলি । বান্দা,—

গণপতি । আর একটা কথা শুনে রেখো আলি মনস্কর, আমাদের চিরাচরিত প্রথা যদি আঘাত দিতে চাও, আমরা হয়ত সরে যাব, কিন্তু নবাব সহ্য করবেন না । [ প্রস্থান ।

আলি । কোতল করব, জংলী বাঙালীদের সব কোতল করব । আমাকে অগ্রাহ্য করা । স্বয়ং বাদশা আমাকে খাতির করেন, আর ভেতো বাঙালী আমার হুকুম মানবে না ? দেখি, কে আমার ঘরের পাশে পাঠশালা করে । এই, কে আছিল ? কোন ব্যাটা নেই । সব সাজী ; বাঙালী জাতটাই হাড়ে হাড়ে বদমায়েস । [ প্রস্থান ।

—:—

দ্বিতীয় দৃশ্য ;

বিক্রমাদিত্যের গৃহ ।

গীতকণ্ঠে প্রতাপের প্রবেশ ।

প্রতাপ ।

গীত ;

ও বাঙালী ভাই ।

হক না এ তোর জংলা মাটি, ভুধনে এর জোড়া নাই ।

কোথায় এমন সমীর গীতল,

মিঠে এত কোন দেশের কল,

কোন দেশেতে সারের বুকে এত ঘেহ বাধে ঠাই ?

কোন দেশেতে মধুর বোলে,

হৃদয় ছয়র আপনি খোলে,

শক্রের কে নিরে কোলে বলেছে—“তুই আমার ভাই” ?

সপ্ত কোটির বা গো তুমি,

বন্দিতা বোর জগতুমি,

বারে বারে তোমার কোলে এসে যেন গ্রাণ জুড়াই ।

বিক্রমাদিত্যের প্রবেশ ।

বিক্রম । প্রতাপ,—

প্রতাপ । শুনেছ বাবা, রাজস্থানের সিবাই মোগল বাদশাহের অধীনতা স্বীকার করেছে, কিন্তু রাণা প্রতাপ করেন নি ।

বিক্রম । মরবেও তেমনি । জলে বাস করে কুমীরের সঙ্গে দাঙ্গা ! এর নাম বীরত্ব নয়, গৌরারতুমি । একটা নাম মাত্র কর দিলে যদি স্তূখে রাজত্ব কর। বার, কোন মূৰ্খ তা না করে ।

প্রতাপ । অমন মূৰ্খ তোমরা কেন হলো না বাবা ?

বিক্রম । কেন, আমাদের অসুবিধাটা কি ? বাদশা থাকেন দিল্লীতে, এখানে তার দৈন্ত-সামন্তও নেই, শাসন করতেও তিনি আসেন না । তবে নাম মাত্র একটা কর দিতে হয় ।

প্রতাপ । কেন দেবে ? বাঙলার উপর দিল্লীর বাদশাহের কি অধিকার ?

বিক্রম । তরবারির অধিকার,—বুঝলে ? বার লাঠি, তার মাটি ।

প্রতাপ । লাঠি কি তোমাদের নেই ?

বিক্রম । না প্রতাপ, আমাদের আছে কঞ্চি ।

প্রতাপ । দশটা কঞ্চি একত্র করলে ত' লাঠি হয় বাবা ।

বিক্রম । এসব রাজনীতির কথা তোমার শেখার কে ?

প্রতাপ । একি শেখাতে হয় বাবা ? রাণা প্রতাপের কথা বতই আমি শুনছি, ততই মনে হয়, রাজপুত যদি মোগলকে কর না দেয়, বাঙালীই বা কেন দেবে ?

বিক্রম । একশোবার দেবে । কোথার কোন গৌরার রাজপুত খাল কেটে কুমীর নিয়ে আসছে, আমাদেরও তার পথে চলতে হবে ? বাদশাহী কোজ যখন তার সৰ্ব্বস্ব কেড়ে নেবে, তখন যাবে কোথায় ?

প্রতাপ । গাছতলার ।

বিক্রম । খাবে কি ?

প্রতাপ । চুলোর ছাই । অধীনতার রাজতোগের চেয়ে ছাই  
খাওয়া অনেক ভাল ।

বিক্রম । বাও না, কথাটা নবাবকে বলে এস ।

প্রতাপ । এখনি বাচ্ছি । দেখি, নবাব কি বলে আমাকে বুঝিয়ে  
দেয় । [ প্রস্থান ।

বিক্রম । এই, এই, ও প্রতাপ, ও প্রতাপ—বাঃ, খেলে আমার  
মাথাটা । কি বলতে কি বলে আসবে তার ঠিক নেই ; হয় ত গাল  
মন্দাই করে বসবে । ওরও পিঠের ছাল তুলে নেবে, আমারও গর্দান  
ধাবে । এত করে বোঝাচ্ছি, কিছুতেই পোষ মানবে না ? কথার কথার  
কেবল দেশ আর দেশ । বাক মরুক গে, আমি আর কি করব ?

গণপতির প্রবেশ ।

গণপতি । রায়মশায়,—

বিক্রম । চলে গেল দেখলে ? ফিরল না ?

গণপতি । কে ?

বিক্রম । প্রতাপ ।

গণপতি । কোথায় গেল ?

বিক্রম । নবাবের কাছে ।

গণপতি । আমিও সেইজন্তই এসেছি ।

বিক্রম । কেন, তোমার কি রাণা প্রতাপের মত পাখা গজিয়েছে  
নাকি ?

গণপতি । পাখা গজিয়েছে মোগলদের ।

বিক্রম । মোগলেরা তোমার কি পাকা ধানে মই দিয়েছে, তনি ।



গণপতি । আমার পাঠশালার প্রবেশ করে ছেলেদের পুঁথিপত্র টেনে কেলে দিচ্ছে, তাদের প্রহার করেছে ।

বিক্রম । করবেই ত । আলি মনসুর তোমাকে না প্রার্থনা করাতে বারণ করেছিল ?

গণপতি । আমি তা শুনব কেন ?

বিক্রম । না শোন, মরবে । একটা আপত্তি যখন উঠেছে, হুদিন মনে মনে পাঠশালা করলেই হত ।

গণপতি । মনে মনে পাঠশালা করে কি করে ?

বিক্রম । পুঁথি খুলে দেখ গে বাঙ । তোমাদের শাস্ত্রে “হাতে কলা নৈবেদ্য নমঃ” আছে, আর মনে মনে অধ্যাপনা নেই ?

গণপতি । আপনি আমাকে এ অপমান সহ করতে বলেন ?

বিক্রম । অপমানকে সম্মান ভেবে নাও না । বোঝ না কেন ? মুসলমানের রাজত্ব, নিরম-কাহুনগুলোকে একটু কেটে কুটে নিতে হবে বই কি ।

গণপতি । আপনি বলেন কি ? বার রাজত্বই হোক, আমাদের চিরা-চরিত নিয়মে সে আঘাত দেবে কেন ?

বিক্রম । দেওয়া উচিত নয় ; কিন্তু দেয়ই যদি, কি করবে তুমি ?

গণপতি । প্রতিশোধ নেব ।

বিক্রম । আরে চেপে যাও ঠাহুর ; ঢাল নেই, তলোয়ার নেই, নিষিরাম সর্দার । বলি নবাব দায়ুদ খাঁ ত আমাদের চিরাচরিত নিয়মে আঘাত দেয় নি । দিচ্ছে বাদশাহের লোক । সে এখানে কদিন আছে ? চলে গেলেই ফুরিয়ে গেল ।

গণপতি । ফুরিয়ে যেতে আমি দেব না রাহমশায় ! নবাবের প্রজা আমি, এর প্রতিশোধ হয় তিনি নেবেন, না হয় আমি নেব ।

বিক্রম। তবে মর গে যাও; আমার কাছে এসেছ কেন ?

গণপতি। নবাবের দর্শন যাতে পাই, সে ব্যবস্থা করে দেবেন ।

বিক্রম। দর্শন আমরাই পাই না, তোমাকে আর—তা ছাড়া, ধর—বাদশা মোগল, দায়ুদ খাঁ পাঠান, তাহলেও মুসলমান ত হুজনেই। তোমার জন্ত তিনি কি তাঁর ধর্মভাইয়ের সঙ্গে লড়াই করবেন ?

গণপতি। করেন কি না, আমি আগে দেখব, তারপর আমার কাজ আমিই করব। .

বিক্রম। তবে যাও। আমি বাপু তোমাকে নিয়ে যেতে পারব না ।

গণপতি। বাঙালী হয়ে আপনি বাঙালীর এইটুকু উপকার করবেন না ? অপমান কি শুধু আমার, না সমস্ত বাঙালী জাতির ? আজ যদি এ অনাচার আমরা সহ্য করি, কাল এর চেয়ে বেশী অনাচার কি আমাদের সহিতে হবে না ? আপনি নবাবের বিশিষ্ট কর্মচারী, নবাবের দরবারে আপনিই ত আমাদের হুঃখের বার্তা বহন করে নিয়ে যাবেন ।

বিক্রম। আর কোন নালিশ থাকে বল, আমি দরবারে বন্ধে নিয়ে যাব। কিন্তু এ আমি পারব না।

প্রতাপের প্রবেশ।

প্রতাপ। কেন বাবা, চাকরী বাবে ?

বিক্রম। চাকরী না গেলেও জাঁহাপনা অসন্তুষ্ট হতে পারেন ।

প্রতাপ। প্রজার হুঃখের কথা শুনে তিনি যদি অসন্তুষ্ট হন, স্বরের ভাত বেশী করে খাবেন।

বিক্রম। মরবে, এই ডেলেটা নির্দ্যত মরবে।

প্রতাপ। মরব, তবু অস্ত্রায় সুখ বুজে সইব না।

বিক্রম। ওহে গণপতি, যাযে ত যাও না।

প্রতাপ । চলুন দাদাঠাকুর, আমি আপনাকে নিয়ে যাব ।

বিক্রম । অ্যা !

গণপতি । তুমি ? তুমি আমার নিয়ে যাবে রাজদরবারে ? দেখি মুখখানা । কত পরিচিত মুখ, কিন্তু কখনও ভাল করে দেখি নি । তুমি পারবে, তোমার অসাধ্য কিছুই নেই । ভাই, তুমি মাছুষ হও ; তুমি রাজা হও, লক্ষ লক্ষ বাঙালীর দুঃখ কষ্টের ভার তুমি মাথায় তুলে নাও ।

বিক্রম । আরে দূর, তুমি যাও না ; খেলে ছেলেটার মাথা । চল প্রতাপ, আমরা কীর্ত্তন গান শুনিগে ।

প্রতাপ । কীর্ত্তন এখন থাক বাবা ; তোমার যখন সাহস হল না, তখন আমিই দাদাঠাকুরকে নিয়ে যাব ।

বিক্রম । আরে হতভাগা—

গণপতি । থাক ভাই, আমি একাই যেতে পারব ।

প্রতাপ । না দাদাঠাকুর, প্রহরীরা তোমার চুকতেই দেবে না । আমি পারের ফাঁক দিয়ে গলে যাব । নবাবকে একবার পেলে হয় ।

গণপতি । তবে চল । চালক হয়েই তুমি জগ্নেছ, আজ তার প্রথম পরিচয় হক ।

বিক্রম । বাসনে, বাসনে প্রতাপ, অমঙ্গল হবে ।

প্রতাপ । মরার বেশী ত আর কিছু হবে না । [ প্রস্থান ।

গণপতি । যদিই হয়, সংকার্য্যে মরাও জ্বাল । [ প্রস্থান ।

বিক্রম । গেল, সব গেল, বাড়ী-ঘর, ধন-দৌলত কিছুই থাকবে না । কত কিকির-কন্দি করে কিছু জমি-জমা করেছিলুম, আর কিছু দিন টিকে থাকতে পারলে ছেলেটাকে লোনার পালকে বলিয়ে যেতে পারতুম । হল না ; থাক, যার ভাল সে যদি না বোঝে, আমি

আর কি করব? দূর দূর, ছেলে-মেরেকে খাওয়ানো আর ভয়ে  
বি চালা এক কথা।

### ভৃত্যের প্রবেশ।

ভৃত্য। কত্কা, পিসীমা বললে চান করতে।

বিক্রম। করব না স্নান, যা দূর হ।

ভৃত্য। অনুধ করেছে বুঝি?

বিক্রম। বেশ করেছে, তোর কি ব্যাটা।

ভৃত্য। তাহলে কি ভাত খাবে?

বিক্রম। ভাত নয়, ছাই খাব, ছাই দিতে বল।

ভৃত্য। ছাই খাবে কি?

বিক্রম। নিশ্চয়ই খাব, একশোবার খাব, যে বাধা দেবে, তার  
মাথাটাও চিবিয়ে খাব।

ভৃত্য। খোকা কোথায়?

বিক্রম। বমের বাড়ী গেছে।

ভৃত্য। আজ অমাবস্ত্যের দিন আগনি ছেলেটাকে বমের বাড়ী  
পাঠাচ্ছ? বাই আমি পিসীমার কাছে।

বিক্রম। অমাবস্তা! ব্যাটা, সে কথা আগে বলতে পারলি নে?

ভৃত্য। ও পিসীমা,—

বিক্রম। চোপরাও হতভাগা।

ভৃত্য। পিসীমা গো—তুনে যাও গো, কত্কা খোকাকে—

বিক্রম। যা যাঃ, পিসীমা আমার মাথা কেটে নেবে। তার আদর  
গেয়েই ত ছেলেটা আরও বিগড়ে গেল। আমার শালনে থাকলে  
কি আর এত বাড়তে পারত? দূর করে দেব সব; ওকেও ত্যাগব,

দ্বিতীয় দৃষ্ট । ]

বাঙালী

ওর পিসীমাকেও তাড়াব। ডাক হতভাগা, ডাক তোয় পিসীমাকে ।  
আজই যদি না তাড়িয়েছি ত' আমার নাম বিক্রমানিত্য নর ।

ভৃত্য। ওই যে পিসীমা আসছে। ও পিসিমা, শোন শোন ।  
বিক্রম। আচ্ছা। আমি ঘুরে আসি, তারপর যা হয় করব  
এখন। অমাবস্তার কথা ওকে বলিস নি যেন। বুঝলি? খবরদার ।  
[ প্রস্থান ।

ভৃত্য। বলব না আবার? হ' ।

[ প্রস্থান ।

—:—

ভৃত্যের দৃষ্ট ।

তাণ্ডা—রাজপ্রাসাদ ।

দায়ুদ খাঁ ও মোবারকের প্রবেশ ।

দায়ুদ। তাহলে তুমি খাজনা দাও নি ?

মোবারক। না জাঁহাপনা ।

দায়ুদ। কি বলে এসেছ ?

মোবারক। বলেছি, খাজনার সঙ্গে নজর দিতে হলে আপনাকে  
দরবারে বেতে হবে। আর গণপতি ঠাকুরকে আপনার নাম নিয়ে  
বলে এসেছি, যতবার ইচ্ছা তাঁর ছাত্তেরা তারদ্বারে প্রার্থনা করবে;  
কেউ যদি বাধা দেয়, তার মাথাটা ছিঁড়ে যেম দরবারে পাঠিয়ে  
দেন ।

দায়ুদ। হ',—তুমি নাজিরের পদের যোগ্য নও। না, তোমাকে  
অন্ত কোন পদে বাহাল করতে হবে ।

মোবারক। আমি কি অন্তার করেছি জাঁহাপনা ?

[ ১৭ ]

দায়ুদ। যদি বলি অস্ত্রার করেছ ?

মোবারক। তাহলে এখনি গিয়ে আমার কথা প্রত্যাহার করে আসব, তারপর চাকরিতে ইস্তফা দেব।

বাহাহুন্নর প্রবেশ।

বাহাহুন্নর। তাই দাও মোবারক ! তোমার মত নিকোঁধের দোকানদারী করাই সাজে, রাজকার্য্য সাজে না।

মোবারক। কোথায় আমার নিক্কুজ্জিতা দেখলে বাহাহুন্নর ?

বাহাহুন্নর। শুধু নিক্কুজ্জিতা নয়, —বাচালতা। তুমি একটা তুচ্ছ নাজির, তোমার অত রাজনীতি নিয়ে মাথা ঝামানোর কি দরকার ছিল ? বাদশাহী তহশীলদারকে তুমি অপমান করতে যাও কোন অধিকারে ?

মোবারক। মাহুন্নর অধিকারে।

বাহাহুন্নর। তোমার ঘরের পাশে যদি কেউ আল্লা আর ভগবানকে একসঙ্গে টেনে এনে প্রার্থনা করে, তুমি সহিতে পার ?

মোবারক। নিশ্চয়ই পারি। আমি নিজেও তাদের সঙ্গে কতদিন প্রার্থনা করেছি।

বাহাহুন্নর। তাহলে তুমি কাকের।

মোবারক। কাকের সে, যে অপরের ভ্রাতৃধর্ম্মে আঘাত দেয়।

বাহাহুন্নর। ওদের আবার ধর্ম্ম।

মোবারক। নিজের ধর্ম্মকে যে ভালবাসে না, অপরের ধর্ম্মকে সেই বেশী ঘৃণা করে।

বাহাহুন্নর। তুমি মুসলমান হয়ে হিন্দু-মুসলমানের এ সম্মিলিত প্রার্থনার উৎসাহ দিতে চাও ?

মোবারক। একবার নয়, সহস্রবার।

বাহাহুন্নর। মুসলমানের রাজত্বে এ ঔদ্ধত্য চলবে না।

মোবারক । এতদিন ত' চলেছে ; আজ যদি না চলে, বাঙালীর  
হুঁচুপ্য । আমি তাহলে জাঁহাপনাকে সেলাম করে আজই চলে যাব ।

দায়ুদ । চলে যাবে ?

মোবারক । হ্যাঁ জনাব, ধর্ম্মযোদ্ধার গোলামি আমি করব না ।

বাহাহুর । রসনা সংযত কর বেয়াদব্ !

মোবারক । বেয়াদব্ !

বাহাহুর । যাও, ঘেরিয়ে যাও ।

মোবারক । আমি নবাবের গোলাম, নবাবের আত্মপুত্রের নই ।

বাহাহুর । মোবারক,—

মোবারক । তুমি বিদেশ থেকে নূতন আমদানী হয়েছ । বাঙালীকে  
তুমি জান না, জানতে চেরো না, মরবে !

বাহাহুর । জাঁহাপনা এই কুকুরটাকে আপনি এর পরেও নাজিরের  
পদে বাহাল রাখতে চান ?

দায়ুদ । না বাহাহুর, এই যুবক নাজিরের পদের সম্পূর্ণ অযোগ্য ।  
আজ হতে তুমিই নাজির ।

বাহাহুর । আমি ! আপনি বলেন কি ? আমি দশহাজারী  
মনসবদার—

দায়ুদ । তুমি নও ; দশহাজারী মনসবদার আজ হতে এই মোবারক ।

বাহাহুর ।

মোবারক ।

} জাঁহাপনা,—

দায়ুদ । দায়ুদ খাঁ কারও অঙ্গের দাবী স্বীকার করে না বাহাহুর !  
আম্রীর বলে কেউ তার কাছে বিশেষ অধিকার পাবে না । সে যখন  
মরবে, তার সব কিছুই পড়ে থাকবে চাটুকার আম্রীরের জন্ত নয়,  
দীন দরিদ্র দেশবাসীর জন্ত । তুমি যদি মনে করে থাক যে নবাবের

আত্মীয় বলে তোমার সবারই উপর প্রভুত্ব করবার অধিকার আছে, যদি ভেবে থাক যে মুসলমান বলে মুসলমানের রাজত্ব তুমি সবই করতে পার, তাহলে তুমি নিজের ঘরেই কিরে বাও বাহাছর, এখানে তোমার স্থান নেই।

বাহাছর। কিন্তু দশহাজারী মনসবদারের পদে একটা বাঙালী!

দায়ুদ। বাঙলা দেশে বাঙালীর স্থান আগে।

বাহাছর। কিন্তু আপনি—

দায়ুদ। আমি? আমার পিতা বিহারের শাসনকর্তা ছিলেন সত্য, কিন্তু আমি বাঙলার জন্মেছি, আমি মনে প্রাণে বাঙালী, বাঙালী আমার ভাই।

মোবারক। আমার অপরাধ কমা করুন জাঁহাপনা।

দায়ুদ। কোন অপরাধ তুমি করনি বুঝ! নাজিরের পদে যে অযোগ্যতা তুমি দেখিয়েছ, মনসবদারের পদেও আমি তেমনি অযোগ্যতা দেখতে চাই।

মোবারক। এই ক্ষুদ্র নৈনিক জাঁহাপনার জন্ত প্রাণ দিতেও কুণ্ঠিত হবে না।

দায়ুদ। আমার জন্ত নয় মোবারক, বাঙলার জন্ত। একটা ঝড় আসছে, প্রস্তুত হয়ে থাক।

মোবারক। এস বাহাছর কাজ বুঝে নেবে। [ প্রস্থান।

বাহাছর। আপনার এই হুকুমই বজায় থাকবে?

দায়ুদ। হাকিম নড়বে, তবু হুকুম নড়বে না।

বাহাছর। মোবারক অস্ত্র ধরতে জানে?

দায়ুদ। কার্যক্ষেত্রেই পরিচয় পাওয়া বাবে।

বাহাছর। আপনার একটা শত্রুর মাথাও কি সে নিতে পারবে?



দায়ুদ । শত্রুর মাথা হরত' বজার থাকবে, কিন্তু ওর হাতে  
মিজের মাথা বাবে না ।

বাহাহুর । বেশ ; দেখি, কোথাকার পানি কোথায় গিয়ে দাঁড়ায় ।

[ প্রস্থান ।

দায়ুদ । ধর্ম ! ধর্ম ! কোথায় ধর্ম ? ধর্ম আছে এই অন্তরের  
মধ্যে । অন্তরকে হিংসার কলুষিত রেখে জীবনভোর নমাজ পড়লেও  
খোদার দোরা মিলবে না, শত জন্ম নাম জপ করলেও ভগবান  
দেখা দেবেন না । খোদা আর ভগবানে কোন বিরোধ নেই ; বত  
বিরোধ এই মাটির মানুষ রাম আর রহিমের মধ্যে ।

আশমানের প্রবেশ ।

আশমান । বাপ্‌জান,—

দায়ুদ । কি আশমান ?

আশমান । তুমি বাহাহুরকে অপমান করেছ ?

দায়ুদ । কই, না ।

আশমান । তবে তাকে মনসবদারের পদ থেকে নাজিরের পদে  
নামিয়ে দিচ্ছে কেন ?

দায়ুদ । কারণ তার হাতে তরবারি মানার জা ।

আশমান । কেন, সে তরবারি ধরতে জানে না ?

দায়ুদ । জানে ; কিন্তু সে হিন্দুবিষেয়ী ।

আশমান । এইমাত্র তার অপরাধ ?

দায়ুদ । এ অপরাধ সামান্য নয় । হিন্দু-মুসলমান উভয়েই আমার  
প্রজা । আমার একজন প্রজার মুখ চেয়ে যে আর একজনকে  
নির্যাতন করতে চায়, সে আমার সৈনিক হবার যোগ্য নয় ।

আশমান। তোমার নিজেৰ ধৰ্ম্মটো কি বাপুজান ?

দায়ুদ। আমাৰ ধৰ্ম্ম ইসলাম; কিন্তু আৰ একটা ধৰ্ম্মও আমাৰ আছে আশমান, তাৰ নাম ৰাজধৰ্ম্ম।

আশমান। তোমাৰ ৰাজধৰ্ম্ম - কি তোমাৰ মুসলমানকে অবহেলা কৰতে শিখিৱেছে ?

দায়ুদ। অবহেলা আমি কৰিনি বা; কিন্তু নিজে মুসলমান নবাব বলে আমি মুসলমান প্ৰজাকে কোন বিশেষ অধিকাৰ দেব না।

আশমান। তাক 'ত' এতদিন আমাদেৱ উপৰ অত্যাচাৰ কৰেছে।

দায়ুদ। আমাৰ ৰাজহে কোন হিন্দু মুসলমানৰ উপৰ অত্যাচাৰ কৰে রেহাই পায় নি, কোন মুসলমানও হিন্দুৰ উপৰ নিৰ্যাতন কৰে রেহাই পাবে না।

আশমান। সেদিনেৰ কথা; কালাপাহাড় মুসলমান হৱেছিল বলে হিন্দুৱা তাৰ উপৰ কত নিৰ্যাতন কৰেছে।

দায়ুদ। তাৰ প্ৰতিশোধ কালাপাহাড় নিজেই নিৱে গেছে, আমাৰ জন্তে আৰ কিছু ৰেখে বাৰ নি।

আশমান। তাহলে বাহাদুৰকে তুমি মনসবদাৱেৰ পদে ৰাখবে না ?

দায়ুদ। না।

আশমান। তাৰ চেৰে মোবাৰক তোমাৰ বেনী আত্মীয় হ'লো ?

দায়ুদ। আমাৰ আত্মীয় আমাৰ প্ৰজাৱা, আৰ কেউ নয়।

আশমান। বাহাদুৰ না তোমাৰ ভ্ৰাতৃপুত্ৰ ?

দায়ুদ। দায়ুদ খাঁ জগেৰ দাবী মানে না, মানে কৰ্ম্মেৰ দাবী। আত্মীয় বলে সে যদি আমাৰ কাছে বেনী কিছু আশা কৰে, এসে থাকে, তাকে বৰে কিলে বেতে ব'ল। আমাৰ একটা নগণ্য প্ৰজাৱ চোখেৰ জলে অমন শত শত আত্মীয় তুণেৰ মত ভেসে বাৰ।

প্রতাপের প্রবেশ।

প্রতাপ। আপনিই কি আমাদের নবাব?

আশমান। হ্যাঁ। কি চাও তুমি?

প্রতাপ। দেখতে এলাম; নবাব ঘুমিয়ে আছেন, না জেগে রয়েছেন।

আশমান। চোপ্তাও বাচাল।

প্রতাপ। মেয়েছেলের কথাই আমি শুনে পাই না।

আশমান। কে তোকে এখানে আসতে দিলে?

প্রতাপ। কেউ দেয় নি।

আশমান। তবে এলি কি করে?

প্রতাপ। উড়ে এলাম।

দায়ুদ। কি বলতে এসেছ ব'ল।

প্রতাপ। জাঁহাপনা! আপনার রাজ্যে হিন্দুরা কি প্রার্থনা করতে পারে না?

দায়ুদ। নিশ্চয়ই পারে।

প্রতাপ। তবে গণপতি ঠাকুরের পুঁথিপত্র কেলে দিয়েছে কেন? কেন ছাত্রদের মেয়ে প্রার্থনা বন্ধ করে দিয়েছে?

দায়ুদ। কে?

প্রতাপ। আলি মনসুর।

দায়ুদ। বাদশাহী তলশীলদার? এ কথা সত্য? কই, গণপতি ত কিছু বলছে না?

প্রতাপ। কি করে বলবে জনাব? একটা আরজী পাঠাতে হলে আপনার কাছে তা পৌঁছয় না, আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাইলে দারোগারদের ঘুব দিতে প্রাণ তেরিয়ে যায়।

আশমান। সব মিথ্যা কথা।

প্রতাপ । গরীবেরা বা বলে সবই মিথ্যে, আর আগনারা বা বলেন সব খাঁটি সত্যি কথা ।

আশমান । হুঁসিয়ার বেরাদব্ ।

প্রতাপ । বেরাদবি করছেন আপনি । রাজা-প্রজার কথাই মধ্যে মেরেছেলে আসবে কেন ? তারা শুধু অন্দরে বসে কাঁদবে ।

আশমান । হতভাগার কথা শুনেছ বাপ্জান ?

দায়ুদ । কথাটা নিশ্চয় হলও সত্য ।

আশমান । নবাবের কাছে শাহাজাদীর এই সম্মান ।

দায়ুদ । সম্মান কেউ দিতে পারে না শাহাজাদী, সম্মান অর্জন করে নিতে হয় ।……বালক ! তুমি গণপতি ঠাকুরকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিতে পার ?

প্রতাপ । আমি তাকে সঙ্গে করেই এনেছি ।

দায়ুদ । বিনা অহুমতিতে আমার কাছে আসতে তোমার সাহস হল ?

প্রতাপ । কেন হবে না ? আপনিও মানুষ, আমিও মানুষ ।

দায়ুদ । কিন্তু আমি বাঙলার নবাব ।

প্রতাপ । নবাবের ত' দশটা মাথা নেই, আমারই মত একটা ।

দায়ুদ । তাহলেও আমার প্রহরী আছে, সৈন্তসামন্ত আছে ।

প্রতাপ । সৈন্তসামন্ত আমারও আছে ।

দায়ুদ । কোথায় ?

প্রতাপ । [ তরবারি বাহির করিয়া দেখাইল ]

আশমান । কে আছ এখানে ।

প্রহরীর প্রবেশ ।

আশমান । এই উদ্ধত বালককে—

দায়ুদ । নির্বিঘ্নে কটকের বাইরে বেধে এস ।

আশমান । বাপ্‌জান,—

দায়ুদ । তুমি কার ছেলে বাবা ?

প্রতাপ । আমার পিতা রায় বিক্রমাদিত্য ।

দায়ুদ । বিক্রমাদিত্যের পুত্র তুমি ? কি নাম তোমার মানিক ?

প্রতাপ । রায় প্রতাপাদিত্য ।

দায়ুদ । আদিত্যের মত উজ্জল হয়ে তুমি বাঙলার আকাশে  
বিরাজ কর । বাঙলার মান, বাঙলার সম্পদ, বাঙলার সুমন্ত  
শক্তি তোমার স্পর্শে সজীব সার্থক হয়ে উঠুক । বাও বাবা,  
গণপতিকে পাঠিয়ে দাও ।

প্রতাপ । [ কুণ্ঠিত করিয়া প্রহরি সহ প্রস্থান । ]

আশমান । বাপ্‌জান,—

দায়ুদ । বল আশমান !

আশমান । আমি জিজ্ঞাসা করছি, এ রাজত্ব কি মুসলমানের,  
না হিন্দুর ?

দায়ুদ । মুসলমানেরও নয়, হিন্দুরও নয়, এ রাজত্ব বাঙালীর । হিন্দু-  
মুসলমান উভয়েরই দেশ এই সোনার বাঙলা ; এর প্রতি মুক্তিকাকণার  
উভয়েরই সমান অধিকার । এ অধিকার থেকে কাউকে বঞ্চিত করার  
সাধ্য নবাবেরও নেই, বাদশাহেরও নেই । আর এই দায়ুদ খাঁ—তার  
আর যে পরিচর্যই থাক—তার স্বধর্মী, স্বজাতি, আত্মীয়-বন্ধু সবাই  
যেন মনে রাখে যে সে আগে বাঙালী তারপর মুসলমান ।

আশমান । তাহলে খোদার দরবারে আমার এই আরজ, দায়ুদ  
খাঁর রাজত্বের অবসান হোক, হিন্দুর অত্যাচার থেকে গরীব  
মুসলমানেরা নিঃশাস কেলে বাঁচুক ।

## গীতকণ্ঠে ফকিরের প্রবেশ ।

ফকির ।

গীত ।

বিহে কেন ভেদাভেদ, হিন্দু-মুসলমান ।

একই মালিক খোদা আৰ ভগবান ।

একই মাটি দিহে গড়া দু'জনেৰি দেহধৰ,

একই মাটিতে লয় দু'জনে ময়্যৰ পৰ,

দু'জনেৰি দেহভলে,

একই লাল পুন চলে,

ভাই ভাই তোঁৱা দুই বাঙলাৰ সন্তান—হিন্দু-মুসলমান ।

আশ্ৰমান । একে মনসা তায় ধুনোৱ গন্ধ ! উচ্ছন্ন বাও ।

[ প্রস্থান ।

দায়ুদ । এতদিন কোখায় ছিলেন হজরৎ ?

ফকির । সারা বাঙলা ঘূরে এলাম দায়ুদ খাঁ ।

দায়ুদ । কি দেখলেন ?

ফকির । দেখলুম, বাঙলায় আগল পরিচয় প্রাসাদে নর, বস্তীতে ।

শহরে নর, পল্লীতে ; চাৰা-ভূ-বা, তাঁতী জোলাৰ মধ্যে হিন্দু মুসলমানের  
কোন প্রভেদ নাই ; প্রভেদ শুধু এইখানে নবাবে আর রাজার,  
পণ্ডিতে আর মৌলবীতে । আমি তোমাকে সেইখানে নিয়ে বাব  
দায়ুদ খাঁ, যেখানে মুসলমানের আজানধ্বনির সঙ্গে হিন্দুর কাঁসর  
বণ্টাধ্বনি মিশে এক স্বর্গীয় সঙ্গীতের সৃষ্টি করেছে ।

দায়ুদ । বলতে পারেন হজরৎ, কোন মুসলমান যদি হিন্দুর  
চিন্নাচরিত প্রথার অপমান করে, কি তার শাস্তি ?

ফকির । মুসলমানের মসজিদ যদি কোন হিন্দু অপবিত্র করে,  
তার যে শাস্তি ।

[ প্রস্থান ।

দায়ুদ । বড় উঠবে । উঠুক,—দায়ুদ খাঁ মগনদ দেবে, তবু  
শ্রমজাৰ উপৰ অবিচাৰ সহ কৰবে না ।

গণপতিৰ প্ৰবেশ ।

গণপতি । জাঁহাপনাৰ জয় হোক ।

দায়ুদ । তুমি নিতান্ত অপদাৰ্থ ।

গণপতি । কেন জাঁহাপনা ?

দায়ুদ । কতদিন ধৰে তুমি পাঠশালাৰ ভগবানের প্ৰাৰ্থনা চালিয়েছ ?

গণপতি । ত্ৰিশ বছৰ ।

দায়ুদ । ত্ৰিশ বছৰ প্ৰাৰ্থনা কৰেও তুমি ভগবানের অনুগ্ৰহ  
লাভ কৰতে পাবনি ? দিনেৰ পৰ দিন এত স্তবস্ততি শুনেও তোমাৰ  
ভগবান পাখৰেৰ পুতুলই রয়ে গেল ?

গণপতি । পাখৰেৰ পুতুল নৱ জাঁহাপনা, আমাৰ ভগবান সজীব ?

দায়ুদ । সজীব ভগবানের এমন জমকালো প্ৰাৰ্থনা ছৰমন এসে ভেঙ্গে  
দেয় কি কৰে ? ভগবান তাৰ হাতখানা মুচড়ে ভেঙ্গে দিতে পাৰলে না ?

গণপতি । ভগবান্ বহুতে কিছু কৰেন না জনাব, কৰে তাঁৰ  
সেবক ।

দায়ুদ । আমি ত' তোমাৰ ভগবানের সেবক নই ; আমাৰ কাছে  
এসেছ কেন ?

গণপতি । আপনি দেশেৰ মালিক—

দায়ুদ । মালিক আমি ৰাজনীতি ক্ষেত্ৰে, ধৰ্ম্মেৰ ক্ষেত্ৰে তোমাৰ  
মালিক তুমি নিজে ।

গণপতি । আমি তা জানি বদেখৰ ! আমি মনুৱেৰ হাতখানা  
আমিই মুচড়ে ভেঙ্গে দিতে পাৰতুম, কিন্তু তাতে অশান্তিৰ আগুন  
অলে উঠত । আপনি তাঁৰ মাথা নিলেও কেউ কিছু বলবে না, কিন্তু—

দায়ুদ। হঁ, কে আছ ? মোবারক আলি।

মোবারকের প্রবেশ।

মোবারক। বান্দার সেলাম পৌছে জাঁহাপনা।

দায়ুদ। আলি মনসুর এই ব্রাহ্মণের প্রার্থনার বাধা দিয়েছে  
মোবারক। পুঁথিপত্র ফেলে দিয়েছে, ছাত্রদের প্রহার করেছে।

মোবারক। এখনও তার মাথাটা আছে ?

দায়ুদ। মাথা ত' আছেই, হাতখানাও অক্ষত আছে।

মোবারক। আপনি আদেশ দিন জাঁহাপনা, আমি আলি  
মনসুরকে বেঁধে আপনার কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

দায়ুদ। বেশী শক্ত করে বেঁধো না মোবারক ! শাহানশার আশীর্বাদ।

মোবারক। আমরা শাহানশাকে কর দেব না।

দায়ুদ। কর দেবে না ? সবাই মিলে মরব নাকি ?

মোবারক। অধীনতার চেয়ে মরাও ভাল। [ প্রস্থান। ]

দায়ুদ। অধীনতার চেয়ে মরাও ভাল। ভাববার কথা ! তুমি  
কি বল ঠাকুর।

গগপতি। আজ্ঞে,—

দায়ুদ। দূর ঠাকুর, 'আজ্ঞে' বলবে দরবারে। এখানে আমরা  
একই বাঙালার সম্মান—তু'টি ভাই। এস, এগিয়ে এস।

গগপতি। জাঁহাপনা,—

দায়ুদ। ভাবচো, কি ? মুসলমানের ঘরে ঢুকেছ, না ছুঁলেও স্নান  
ত করতেই হবে।

গগপতি। অবিচার করবেন না জনাব ! আমার কাছে বাতুল  
শুধু বাতুল, আপনি তার চেয়েও বেশী, আপনি দেবতা।



কৃতীর দৃষ্ট। ].

বাঙালী

দায়ুদ। গেল ত' জাতটা? মূৰ্খ ব্রাহ্মণ,—দেবতা অনেক দূরে,  
তোমাদের কাছে আমি দেবতা হয়ে দূরে থাকতে চাই না, তাই  
হয়ে কাছে থাকতে চাই।

গণপতি। কিন্তু আলি মনহরের লম্বুপাশে গুরুদণ্ড হচ্ছে জাঁহাপনা!

দায়ুদ। আমি কি করব বল। মোবারককে ধরে আনতে  
বললে বেঁধে আনে।

গণপতি। কিন্তু আমার জন্ত—

দায়ুদ। তোমার জন্ত নয়। আমার প্রজার অপমানে আমারই  
অপমান। তোমার ভগবানকে আমি ডাকব না সত্য, কিন্তু তার  
অপমানও আমি সহিব না।

গণপতি। এরই নাম মুসলমান। যদি এরা সবাই এমনি হ'ত,  
শুধু বাঙলা নয়, সমগ্র ভারত এদের পদানত হলেও হুঃখ কিছু  
ছিল না। [ প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

মন্দির অলিঙ্গ।

সত্যপীরের প্রবেশ।

সত্যপীর। হিন্দুধর্ম বল আর ইসলাম ধর্ম বল, সব বাজে।  
আমি বাঙালী জাতটাকে হিন্দুলাম ধর্মে দীক্ষা দেব। হিন্দু কেউ  
থাকবে না, মুসলমান কেউ থাকবে না,—সব হিন্দুমান হয়ে যাবে।  
ভগবানও নয় খোদাও নয়, ডাক্তে হবে একজনকে—তার নাম  
খোদাবান। আমি মন্দির আর মসজিদ ভেঙ্গে কেলে মন্জিদ তৈরী  
করব; তার ভেতর পুজোও হবে না, নমাজও হবে না, হবে শুধু

পুন্ড্র। নইলে বাঙালীর উদ্ধারের আর আশা নেই। কে আছ-  
পাপীভাগী হিন্দু-মুসলমান, আমার কাছে ছুটে এস; আমি অবতার,  
আমি পরগন্ধর, জীবের উদ্ধার আমারই হাতে।

ছবির প্রবেশ।

ছবি। কে এখানে? ওমা, এ কে গো? দাড়িও আছে, টিকিও  
আছে; লুজিও পরেছ, আবার নামাবলীও গারে দিয়েছ। কে তুমি?

সত্যপীর। বিরক্ত করো না, আমি এখন পুন্ড্র পড়ব। হে  
খোদাবান্! হিন্দুরা ধ্বংস হক, মুসলমানেরা উচ্চর বাক, হিন্দুমানের  
ধনে-পুত্রে লক্ষ্মীলাভ হ'ক। বারা মানুষকে ঘৃণা করে, তাদের দক্ষা-রক্ষা কর।

ছবি। আ-মর, এসব কি বলছো তুমি?

সত্যপীর। পুন্ড্র পড়ছি।

ছবি। পুন্ড্র কি?

সত্যপীর। পূজা আর নমাজ একসঙ্গে।

ছবি। নমাজ পড়বার আর জায়গা ছিল না?

সত্যপীর। কেন, এ জায়গাটা ভালই ত'।

ছবি। ভালই ত'? এটা মন্দির দেখতে পাচ্ছ না?

সত্যপীর। পাচ্ছি ত'। তার আর হয়েছে কি?

ছবি। জান না, এটা দায়ুদ খাঁর রাজত্ব! প্রার্থনার বাধা দিচ্ছেলি  
বলে বাদশার কর্মচারীকে বেঁধে নিয়ে গেছে। তুমিও কি তাই চাও?

সত্যপীর। না, আমার সে ইচ্ছা নেই?

ছবি। তবে মন্দির অপবিত্র করলে কেন?

সত্যপীর। অপবিত্র কিসে হল? তোমাদের ঠাকুর রয়েছে-  
তেতরে, আমি পুন্ড্র পড়ছি বারান্দার, এতেই ঠাকুরের জাত গেল।

ছবি। নিশ্চয়ই গেছে।

সত্যপীর। গেছে ত' গেছে; তরী ত ঠাকুর।

ছবি। কি বললে?

সত্যপীর। বলছি তোমার মাথা। যে ঠাকুরের এত সহজে জাত  
বার, তার মধ্যে কোন পদার্থ নেই। কেন আর ওকে পূজা  
করছো? তার চেয়ে হিন্দুলাম ধর্ম নিয়ে খোদাবানের পূজা পড়।

ছবি। চোপরাও অসত্য।

সত্যপীর। বেশী বাড়াবাড়ি করিস্ নি ছুঁড়ি, আমি একজন  
পরগণ্ডর তা জানিস্?

ছবি। নবাবের হুকুম জান তুমি?

সত্যপীর। কি হুকুম শুনি?

ছবি। মন্দির বা মসজিদ্ যে কেউ অপবিত্র করবে, তার মাথা  
কেটে দরবারে পাঠিয়ে দিতে হবে।

সত্যপীর। নবাবের মাথা খারাপ। মন্দির আর মসজিদ্ ছুই-ই  
অসার; বত খুন-খারাপির আড্ডা। মন্দির আর মসজিদ্ ভেঙ্গে আমি  
মসজিদ্ বানাবো।

ছবি। সাবধান পরগণ্ডর! এ ভগবান্ বিষ্ণুর মন্দির—

সত্যপীর। ভগবানকে তুমি দেখেছ?

ছবি। আমি দেখি নি; কিন্তু—

সত্যপীর। কোন মিঞা দেখেছে? কেউ দেখে নি। কত ব্যাটা  
সাধুকে জিজ্ঞেস করলুম, কেউ জানে না ভগবানের ক' হাত টিকি।

ছবি। বেরিয়ে যাও নাস্তিক।

সত্যপীর। নাস্তিক কাকে বলে জান? বার অস্তিত্ব নেই, তাকে কে  
বিশ্বাস করে, তাকেই বলে নাস্তিক। কাজেই নাস্তিক আমি নই, তোমরা।

ছবি। তার অর্থ?

সত্যপীর। অর্থ? ভগবান নেই।

ছবি। কি ভগবান নেই? তবে দিনরাত্রি হচ্ছে কার হুঁমে?

নাসিরের প্রবেশ।

নাসির। খোদার হুকুমে।

[ ছবির প্রস্থান।

সত্যপীর। খোদাকে আপনি দেখেছেন?

নাসির। দেখব কি মূর্থ? তিনি নিরাকার।

সত্যপীর। তাঁর কথা শুনেছেন?

নাসির। না।

সত্যপীর। বাক জিজ্ঞেস করি, সেই বলে “না”; অতএব ভগবানও নেই, খোদাও নেই। আছে শুধু খোদাবান্, খোদা আর ভগবানের ঘণ্ট।

নাসির। চোপ্‌রাও কাকের?

সত্যপীর। বা নেই, হতভাগারা তাই নিয়ে মারামারি করছে।

নাসির। আরে মূর্থ, খোদাতালা না থাকলে এই সব জীব সৃষ্টি করছে কে?

সত্যপীর। জীবেরই জীব সৃষ্টি করছে।

নাসির। তাদের আহার জোগাচ্ছে কে?

সত্যপীর। তোমার আহার আমি জোগাচ্ছি, আমার আহার তুমি জোগাচ্ছ; এর মধ্যে খোদাও নেই, ভগবানও নেই। সুতরাং পূজাও ছাড়, নমাজও ছাড়, সবাই মিলে পূমাজ পাড় এস।

নাসির। কি পড়ব?

সত্যপীর। পূমাজ। পূজা চ নমাজ—বন্দসমাস। এই যে এমনি করে। খোদাবান! হিন্দুরা ধর্ম হক, মুসলমানেরা উচ্ছন্ন বাক।

নাসির। চোপ্‌রাও বেরাদব্! [ কর্ণ মর্দন ]

সত্যপীর। কি? আমি একজন ধর্ম প্রচারক, আমার কাণে হাত?

নাসির। পরশে লুজি, গায়ে নামাবলি ; দাড়িও আছে, টিকিও আছে। তুমি হিন্দু না মুসলমান ?

সত্যপীর। আমি হিন্দুমান।

নাসির। হিন্দুমান !

সত্যপীর। হ্যাঁ, আমার মা ছিল হিন্দু ; সে মারা বাবার পর আমাকে পালন করে এক মুসলমান। আমি সেই মুসলমানের সঙ্গে নমাজও পড়েছি, আবার মার সঙ্গে পূজাও করেছি। দেখলুম, সব বাজে ; হিন্দুরা বাবে নরকে, মুসলমানেরা বাবে দোজাকে। কাজেই আমি হিন্দুমান,—হিন্দু আর মুসলমানের আরক।

নাসির। তোমার বাড়ী কোথায় ?

সত্যপীর। গাছতলার।

নাসির। নাম কি তোমার ?

সত্যপীর। সত্যপীর।

নাসির। এমন অদ্ভুত নাম কে রেখেছে তোমার ?

সত্যপীর। একজন নাম রেখেছিল সত্যপাল, আর একজন রেখেছিল পীর মহম্মদ ; আমি ছটোকে সমাস করে নিয়েছি।

নাসির। তুমি উচ্ছন্ন বাও ; কিন্তু লোকের মাথা খাচ্ কেন ?

সত্যপীর। মাথা খাচ্ তোমরা।

নাসির। আমি তোমাকে বেঁধে নবাবের দরবারে পাঠিয়ে দেব।

সত্যপীর। পাঠাতে হবে না, আমি নিজেই বাচ্ছি। আমার এই নুতন ধর্মে আমি নবাবকেই আগে দীক্ষা দেব। তারপর দেখব তোমাদের আটকার কোন ব্যাটা।

নাসির। আমরাও তোমার শিষ্য হব ?

সত্যপীর। হবে কি? হয়ে বসে আছি। এই আমি চক্ষু।  
খোদা নেই, ভগবান নেই, আছে শুধু খোদাবান। হিন্দু ধর্ম বুটা,  
ইসলাম ধর্ম বাজে; সার শুধু হিন্দুমান ধর্ম।

নাসির। [ গলাধাক্কা দিয়া ] দূর হও অপদার্থ।

সত্যপীর। আজ বাড়ি ধরো, কাল পা ধরবে। [ প্রস্থান। ]

নাসির। বাড়ীতে কে আছে? এ ঠাকুর, এ গণপতি ঠাকুর,—

ছবির প্রবেশ।

ছবি। দাদা ত বাড়ী নেই।

নাসির। আমি শাহাজাদা নাসির খাঁ।

ছবি। ও—[ নমস্কার করিল ] আপনি মন্দিরের বারান্দার দাঁড়িয়ে  
আছেন। দরী করে জুতো নীচে রেখে আসুন।

নাসির। কেন?

ছবি। এ আমাদের সংস্কার।

নাসির। তোমাদের সংস্কার উচ্ছন্ন থাক। আলি মনসুরকে বেঁধে  
নিরে গেছে?

ছবি। হ্যাঁ।

নাসির। তার বিকছে নালিশটা কি?

ছবি। সে পাঠশালার ছাত্রদের প্রহার করেছে। প্রাণনাশ  
ব্যাপার ঘটরেছে।

নাসির। বেশ করেছে। মুসলমানের রাজত্ব বাস করবে, আর  
এইটুকু সহ্যে পারবে না?

ছবি। কথাটা আপনি আপনার পিতাকেই বলবেন।

নাসির। পিতার মস্তিষ্ক বিকৃত হয়েছে। আমার রাজ্যের স্বার্থ  
আমাকেই দেখে নিতে হবে। শোন,—

ছবি। আগে মসনদে বসুন, তারপর শুনব।

নাসির। না, এখন থেকেই শুনতে হবে। বিশ্বাসীর হাতে আমি মুসলমানের লাঞ্ছনা হতে দেব না।

ছবি। বেশ ত শাহজাদা, আপনি যখন নবাব হবেন, তখন আমাদের মাথাগুলো কেটে নেবেন।

নাসির। ততদিন আমি অপেক্ষা করব না।

ছবি। আজই মাথা চাই? কিন্তু আমার ত এখন মাথা দেবার অবসর নেই।

নাসির। তুমি আমার সঙ্গে রহস্ত করছ?

ছবি। না শাহজাদা, আপনি রহস্তের অপাত্র। অহুগ্রহ করে জুতো খুলে আসুন; না হর, নেমে যান।

নাসির। তুমি ভুলে বাচ্ছ, আমি বাঙলার ভাবী নবাব।

ছবি। ভাবী কেন শাহজাদা? স্বয়ং নবাব দায়ুদ খাঁ ওখানে দাঁড়ালেও তাঁকে জুতো খুলতে হত। দেবী করবেন না; আমাদের চাকর কৈলাস এসে পড়লে আপনার জুতোও বাবে, আপনিও যাবেন।

নাসির। খবরদার কসবি।

মোবারকের প্রবেশ।

মোবারক। নেমে আসুন শাহজাদা! জুতো পরে ওখানে দাঁড়াতে নই।

নাসির। আমি এ কুসংস্কার মানি না।

মোবারক। আপনার মানা না মানার কিছুই বার আসে না। ঠাা মানে, তাদের মনে আঘাত আপনি দিতে পারেন না। বিশেষতঃ আপনি বাংলার ভাবী অধীশ্বর।

নাসির। বাঙলার ভাবী অধীশ্বরকে উপদেশ দিতে তোমার মত কুকুরকে ভাষা হয় নি।

মোবারক। আপনি জানেন না, জাঁহাপনা একমাস এই ঠাকুরবাড়ী পাহারা দিতে আমাকেই নিয়োজিত করেছেন।

নাসির। স্তূতরাং তুমি শাহাজাদাকে চোখ রাঙাতে পার ?

মোবারক। চোখ রাঙাইনি শাহাজাদা ! আমি আপনাকে অহুরোধ করছি—

নাসির। তুমিই আলি মনসুরকে বেঁধে দরবারে পাঠিয়ে দিয়েছ ?

মোবারক। বেঁধে নয়, উপযুক্ত প্রহরাধীনে পাঠিয়ে দিয়েছি।

নাসির। এত সাহস তোমার, তুমি হিন্দুর পক্ষ হয়ে মুসলমানকে নির্ব্যাতন কর ?

মোবারক। সে বিচার জাঁহাপনাই করবেন। আপনি দয়া করে—

নাসির। বেরিয়ে যাও বাচাল।

ছবি। তার আগে আপনাকে বেরিয়ে যেতে হবে।

নাসির। চোপরাও কসবি।

ছবি। বেরিয়ে যাও অসভ্য।

নাসির। মাথাটা উড়িয়ে দেব। [ তরবারি নিক্ষেপন ]

মোবারক। [ তরবারির আঘাতে নাসিরের তরবারি ভূপাতিত করিলেন ]

নাসির। মোবারক,—

মোবারক। [ নাসিরের হাত ধরিয়া টানিয়া আনিয়া ] এই বুকুর্ভে এ স্থান ত্যাগ করুন। এই বালিকাকে যদি আর একটি অঙ্গহানির কথা বলেন, খোদার কসম আপনার শিরশ্ছেদ করব।



নাসির। বেইমান, দশহাজারী মনসবদার হয়ে তুমি শাহাজাদাকে  
অপমান করতে সাহস কর ? গিতা এ কথা শুনলে তোমার কেটে টুকরো  
টুকরো করে নদীতে তালিয়ে দেবেন। তাঁর হাতে তোমার মাথা বদিও  
বেঁচে বার, আমিই তোমার মাথা নেবো, নইলে আমি মুসলমান নই।

গীতকণ্ঠে ফকিরের প্রবেশ।

ফকির।

গীত ;

কেন উণ্টো বুঝি রান ?

জানিস নে তুই ওরে পাগল “মুসলমান” কার নাম ?

নাসির। ফকির,—

ফকির।

পূর্বগীতাংশ ;

পান থেকে চূপ খসলে পরে,

মুসলমান কি গোঁসা করে ?

তাঁর হাতে কেউ খায় না রে বা ঈশা মুসা সাধাজান।

নাসির। বেরিয়ে যাও।

ফকির।

পূর্বগীতাংশ ;

তবু বুঝল, তখুই মানে,

গড়ে না তাই মুসলমানে,

মানের গোড়ার ছাই দে আগে, ভরবে মনে বিশ্বাস।

নাসির। নাসির খাঁ তোমার মত ফকিরের উপদেশ গ্রাহ্য করে  
না। [ প্রস্থান।

ফকির। মহাছুত্তব দারুদ খাঁর এই পুত্র।

মোবারক। প্রদীপের নীচেই ত অন্ধকার হজরৎ।

ফকির। খোদা! ছুনিয়ার অন্ধকার দূর কর।

মোবারক। বহিন্,—

ছবি। আমাকে বলছেন ?

মোবারক। হ্যাঁ বহিন্, আমি এখন আসি। এই বাঁশীটা রাখুন, আপনি একটু সাবধানে থাকবেন। অবশ্য নবাব দায়ুল খাঁর রাজস্বের ভরের কিছু নেই; তাহলেও আপনার যে বরস,—কমা করবেন—যদি কখনো কোন অল্পবিধায় পড়েন, এই গরীব ভাইকে স্মরণ করবেন। আমি কাছেই আছি, বাঁশী বাজালেই ছুটে আসব। আচ্ছা, আদাব।

[ কুর্পিশ করিয়া প্রস্থান ।

ককির। তোমার এ বেশ কেন দেখছি মা ?

ছবি। কি করব বাবা ? বিধবার বেশ দাদার সহ্য হয় না।

ককির। মাহ মাংসও খাও নাকি ? [ ছবি মাথা হেঁট করিল ]

ছি মা,—এ অনাচার তোমার সাজে না।

ছবি। আপনিও বলছেন অনাচার ! আপনার যদি মেয়ে থাকত আর সে যদি বিধবা হ'ত ?

ককির। আমি আবার তার বিয়ে দিতুম।

ছবি। বিয়ে দিতেন ?

ককির। নিশ্চয়ই। আমার ধর্মের যে এই বিধান। কিন্তু তোমার ধর্ম ত তা নয়।

ছবি। তাহলে আমি কি করব হজরৎ ?

ককির। মন যদি টলে থাকে, বিবাহ কর। আধখানা বিধবা হলে ধর্মের অপমান করে না। বম তোমার স্বামীকে কেড়ে নিয়েছে, কিন্তু তোমার ধর্ম তোমার আর একটা স্বামী দিয়েছে, তিনি ঐ মন্দিরের মধ্যে।

ছবি। আপনি আমার ঠাকুরকে মানেন ?

ককির। আমি মানি না, কিন্তু তোমার মানতে হবে মা। আমার কাছে যে পাখরের পুতুল, তোমার কাছে সে দেবতা।

ছবি। ককির সাহেব! আমি যে আপনার কাছে কোরাণ  
চেরেছিলুম, এনেছেন?

ককির। এই যে মা পবিত্র কোরাণ; ভাল করে পড়ে দেখো।  
[ ঝুলি হইতে একখানা গীতা বাহির করিয়া দিলেন। ]

ছবি। এ যে গীতা।

ককির। ওর মধ্যে কোরাণও আছে, বাইবেলও আছে।

[ প্রস্থান।

ভবি। এরই নাম অস্পৃশ্য মুসলমান।

প্রস্থান।

—:—

### শব্দভাষ্য

দরবার।

বিক্রমাদিত্য ও বাহাহুরের প্রবেশ।

বাহাহুর। আমি বিদ্রোহ করব।

বিক্রম। বিদ্রোহ!

বাহাহুর। হ্যা, এ হীনতা আমি সহ্য করব না।

বিক্রম। আরে চেপে বাও মিঞা! মনসবদারও গোলাম,  
নাজিরও গোলাম। মনসবদারের একটি পরস্কা উপরি পাওনা নেই,  
উপরন্তু পদে পদে প্রাণের ভয়; আর নাজিরের প্রাপ্তি কত, অথচ  
কোন ঝুঁকি নেই। বেদিকে চাইবে, কেবল টাকা আর টাকা।

বাহাহুর। টাকাটাই সংসারে সব নয়।

বিক্রম। আমি ত দেখছি টাকাই সব। টাকা যার নেই, তার  
ছেলেও তাকে বাবা বলে ডাকে না।

বাহাহুর। আপনারা এর প্রতিবাদ করবেন না?

বিক্রম । আরে দূর মিঞা, তোমার মাথার কিছু নেই । ছদিন পরে তুমি হবে নবাবের জামাই, তারপর চাই কি নবাবও হতে পার । এখন যদি বিব্রোহ কর, মনসবদারিও পাবে না, নবাবের মেরেকেও পাবে না ; লাভের মধ্যে প্রাণটা যেতে পারে ।

বাহাহুর । আপনি ত সোজা কথা বললেন । আমি নাজির করলে শাহাজাদী আমার সাদী করবে কেন ?

বিক্রম । কারণ, সাদী করলে আর তুমি নাজির থাকবে না, একেবারে উজির হয়ে যাবে ।

বাহাহুর । উজির হয়ে যাব ?

বিক্রম । চাই কি, নবাবও হতে পার ।

বাহাহুর । আপনার কোন বুদ্ধি নেই ।

বিক্রম । কথাটা মানতেই হবে, কারণ তুমি নবাবের হবু জামাই ।

বাহাহুর । আপনি তাহলে প্রতিবাদ করবেন না ?

বিক্রম । কেপেছ ? মনিবের কথার প্রতিবাদ যে করে, তার গোলামি সাজে না । মনিবের মন যুগিয়ে ছ'দশ বিঘে জমি করেছি, আরও কিছু আশা রাখি । বশোর পরগণাটা যদি পেয়ে যাই, তাহলে আর—আম্বন শাহাজাদা,—

নাসিরের প্রবেশ ।

নাসির । পিতা এখনো দরবারে আসেন নি ? বাহাহুর, আলি মনসুরকে বন্দী করে আনা হয়েছে ? অস্ত্রার, নিতান্ত অস্ত্রার । তুমি তাহলে মনসবদারি ছেড়ে নাজির করছো ?

বাহাহুর । কি করি বল ? নিরুপার ।

নাসির । নবাবের তাইপো তুমি, তুমি একটা বুচ্ছ নাজির, আর কোথাকার কে মোবারক, সে হল দশহাজারী মনসবদার !

বাহাদুর। আমার অপরাধ কি জান ? আলি মনস্থরের পক্ষে কথা বলেছিলাম ।

নাসির। এ হল কি বাহাদুর ? মুসলমান মুসলমানের হক্কে ছোটো কথা বলতে পারে না, তাহলেই তার হবে অপমান ?

বিক্রম। মনে হচ্ছে, শাহাজাদাকে যেন কেউ অপমান করেছে ।

নাসির। আমি এর প্রতিশোধ নেব। এতবড় স্পর্ধা এই মোবারকের যে আমার হাত ধরে টানে, আমার শির নিতে তরবারি তোলে !

বাহাদুর। বল কি নাসির ? তোমাকে অপমান ! তুমি বাঙলার ভাবী নবাব, তোমার গারে হাত তোলে এই শত্রুতানের বাচ্চা !

নাসির। আহ্নন পিতা, আমি এই কুকুরটাকে জ্যান্ত কবর দেব ।

বিক্রম। সে সময় পরেও পাবেন শাহাজাদা ! এখন দিন কতক সরে যান না ।

নাসির। এ অপমান আপনি সহ্য করতে বলেন ?

বিক্রম। নবাবীর কাছে এ অপমান কিছুই নয়। ভালর ভালর বাঙলার সিংহাসনটা হাতে আশ্রুক, তারপর ব্যয় খুলী হাতে মাথা নেবেন ।

নাসির। আপনার উপদেশ আমি চেয়েছি ?

বিক্রম। উপদেশ নয় শাহাজাদা। হিঠেবীর অহুরোধ ছোটো দিন মুখ বুজে থাকলে নবাবীটা যদি পাওয়া যায়, কেন অনর্থক বাপ্কে চটাবেন ? মান বলুন, সম্মান বলুন—সব নবাবের জন্তেই ত। আজ যদি তিনি আপনার উপর বিরূপ হন,—আপনার দাম কাণা কড়িও থাকবে না। আর অপমান ত তারি—হাত ধরে টেনে নামিয়েছে ! আপনি মনে করুন না পারে ধরে নামিয়েছে ।

নাসির। ইচ্ছে করলেই মনে করা যায় ?

বিক্রম। টাকা, শাহাজাদা, টাকার জন্তে সব পারা যায়।

নাসির। আপনি যেমন টাকা চিনেছেন, সবাই তা নয়। এ  
অবিচারের মূলোচ্ছেদ না করলে—

দায়ুদ খাঁর প্রবেশ।

দায়ুদ। ইসলাম ধর্ম রসাতলে যাবে, কেমন ? তুচ্ছ একটা দায়ুদ  
খাঁর জন্তে যে ধর্ম রসাতলে যায়, তার বাওয়াই ভাল।

বাহাদুর। জাঁহাপনা,—

দায়ুদ। নাজিরের কাজ ধর্ম্মালোচনা নয়, নাজির সাহেব যদি এ  
কথা না বুঝে থাকেন, এর পরে তাকে চৌকিদারি করতে হবে।

নাসির। আপনি বুধাই বাহাদুরকে অপমান করছেন পিতা !

দায়ুদ। বাহাদুরের কথা থাক শাহাজাদা, তোমার নিজের যদি  
কোন কথা থাকে, অপেক্ষা কর।

বিক্রম। আমার একটা কথা ছিল জাঁহাপনা !

দায়ুদ। আপনার কথা আপনার ছেলেই ত বলে গেছে রায়  
বিক্রমাদিত্য।

বিক্রম। প্রতাপ এসেছিল ? নিশ্চয়ই আপনার সঙ্গে উদ্ধত  
ব্যবহার করে গেছে।

দায়ুদ। তা করেছে বই কি ?

বিক্রম। আপনি তাকে শাসন করলেন না কেন ?

দায়ুদ। আমি শাসন করব কি ? সেই আমাকে শাসন করতে  
এসেছিল।

নাসির। আপনি তার মাথা নিতে পারলেন না ?

দায়ুদ । তোমার জন্ত রেখে দিয়েছি পুত্র ! আমি মরে গেলে তোমার হাতে অনেকের মাথাই থাকবে না, জানি । ততদিন অন্ততঃ এরা একটু শান্তিতে থাক ।

বাহাছর । হিন্দুর উপর আপনার এই—

দায়ুদ । পক্ষপাতিত্ব—

বাহাছর । আমাদের এসব—

দায়ুদ । সহ্য হচ্ছে না ! নাজির সাহেব বা শাহাজাদা কি সহিতে পারেন আর কি পারেন না, দায়ুদ খাঁ তাই নিয়ে মাথা ঘামার না ।

বিক্রম । জাঁহাপনা ! আমার পুত্রের ব্যবহারের জন্ত আমি নতজাহু হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করছি ।

দায়ুদ । কথার কথার বে নতজাহু হয়, তার ঘরে প্রতাপ এল কি করে, আমি তাই ভাবছি । রায় বিক্রমাদিত্য ! আপনার এ বৈষ্ণব বিনয়ের চেয়ে আপনার ছেলের চোখরাঙানি আমার অনেক ভাল লেগেছে ।

বিক্রম । জাঁহাপনা মহাহুতব ।

দায়ুদ । মহাহুতব জাঁহাপনা আপনাকে কাজের লোক বলেই ভালবাসে, তোবামোদের জন্ত নয় ।...শাহাজাদা কি অসন্তুষ্ট হলেন ? বাহাছর খাঁ ! তোমার হিসাবের খাতার বাদশাহী খাজনার ঘরটা কেটে রেখে দিও ।

বিক্রম । সে কি জাঁহাপনা ? আপনি—

দায়ুদ । কৈ হার, আলি মনসুর । [ আলি মনসুরকে লইয়া রক্ষীর প্রবেশ । ] বাইরে অপেক্ষা কর । [ রক্ষীর প্রস্থান ।

আলি । আপনিই বাঙলার নবাব ?

দায়ুদ । হ্যাঁ ।

আলি । এর অর্থ কি ?

দায়ুদ। আমিও জিজ্ঞাসা করছি, এর অর্থ কি? আপনি রাজস্ব আদায় করতে এসেছেন, আমার রাজ্যে কোথায় কে তগবানের নামে প্রার্থনা করছে, তাতে আপনার কি?

আলি। আমার ঘরের পাশে আমি কাউকে এমনি করে প্রার্থনা করতে দিতে পারি না।

দায়ুদ। তাহলে আপনাদের রূপমহল নিয়ে আপনারা যেখানে গারেন চলে যান। রূপমহলের অনেক আগে ওই ঠাকুরবাড়ী তৈরি হয়েছে, জিশ বছর ধরে সেখানে এমনি করেই প্রার্থনা করা হয়। আর সে বাঙলার নিজস্ব এলাকায়।

নাসির। তা হলেও আমার নমাজের সময়,—

দায়ুদ। আপনি বড় নমাজী দেখছি। তাদের পূজোর সময় আপনার বাইজীরা যখন নাচগান করে, তখন তাদের পূজোর ব্যাঘাত হয় না?

বাহাজুর। পুতুল পূজোর আবার ব্যাঘাত!

দায়ুদ। তুমি চুপ কর নাসির!

নাসির। আপনি মুসলমান হয়ে মুসলমানের স্বার্থে আঘাত দিতে চান?

দায়ুদ। পাঠশালার প্রার্থনা বন্ধ করলেই মুসলমানের স্বার্থ রক্ষা হবে, এ কথা মনে করে তোমার মত পাগল আর বাহাজুরের মত মূখ!

বিক্রম। আমি বলি খাঁ সাহেব যে কদিন থাকেন, সে ক’টা দিন প্রার্থনাটা না হয় নাই করলে।

দায়ুদ। নিশ্চয় করবে, বেশী করে করবে। অসুবিধে হয় বাদশাকে উঠে যেতে হবে, পাঠশালা উঠবে না।

বিক্রম। নাসির। জাঁহাপনা!

আলি। বাদশাকে এতবড় কথা বলতে আপনার সাহস হয়?



দায়ুদ । আমার সাহসের কথা থাক আলি মনস্থর ! আমার প্রজাকে  
অপমান করবার সাহস তোমার কি করে হ'ল, তাই আমি জানতে চাই ।

আলি । নবাব বোধ হয় ভুলে যান নি যে আমি তার ভৃত্য নই ?

দায়ুদ । না ভুলি নি, তুমি বাদশাহের পরজারের নোকর ।

আলি । এবং তাঁর আত্মীয় ।

দায়ুদ । আত্মীয় কেন, অরং বাদশা হলেও আমি এর কৈফিয়ৎ চাইতুম ।

আলি । কি ?

বিক্রম । চুপ করুন খাঁ সাহেব, জাঁহাপনা অস্থির ।

বাহাহুর । তা হলেও মুসলমান হয়ে মুসলমানকে এই অপমান—

দায়ুদ । আমি তা বলেছি, আমি আগে বাঙালী, তারপর মুসলমান ।

নাসির । এক গুরুত্বের বাঙালী আপনি, বাঙালী বলে পরিচয় দিতে  
আপনার লজ্জা করে না ?

দায়ুদ । না পুত্র ! আমার পিতা পিতামহের পরিচয় বাই  
হোক, আমি জন্মেছি এই বাঙলার মাটিতে । বাঙলা আবার জননী,  
বাঙালী আমার ভাই ।

বিক্রম । যেতে দিন জাঁহাপনা । যা হয়ে গেছে, হয়ে গেছে ।  
খাঁ সাহেব, আপনি আমার সঙ্গে আসুন ।

দায়ুদ । না, কৈফিয়ৎ দিয়ে যেতে হবে ।

আলি । কৈফিয়ৎ দেব তখন, যখন স্তোমাকে মসনদ থেকে  
নামিয়ে দিয়ে এই নাসির খাঁকে বসানো হবে ।

দায়ুদ । আলি মনস্থর !

আলি । থাকনা আন, নজর আন ।

দায়ুদ । থাকনা আমি দেব না । আর নজর ? নজর দেব পাঁচ কুতি ।

বিক্রম । বাহাহুর । নাসির । জাঁহাপনা !

দায়ুদ। কৈ হার? [ রক্ষীর প্রবেশ। ] পরাও শৃঙ্খল।

আলি। দায়ুদ খাঁ!

দায়ুদ। মোবারকের কাছে নিরে যাও। তাকে বলবে, নবাবের হুকুম, এই কাকেরকে কাণ ধরে রাজধানীর বাইরে রেখে আসিতে হবে।

নাসির। এ আপনি কি করছেন পিতা?

বাহাদুর। এবে বাদশাহের কন্সচারী।

আলি। তার উপর আত্মীয়, এ কথাটা যেন মনে থাকে দায়ুদ খাঁ। এর পরে রণক্ষেত্রে আমাদের সাক্ষাৎ হবে। [ রক্ষীসহ প্রস্থান। ]

বিক্রম। কাজটা ভাল হল না জাঁহাপনা!

দায়ুদ। রায় বিক্রমাদিত্য, সিপাহশালারকে আমার আদেশ জানিয়ে দিন, আজ সূর্যাস্তের পূর্বেই রূপমহল স্থগিত করা চাই।

বিক্রম। তা বাচ্ছি, কিন্তু আপনি আর একবার ভেবে দেখুন।

দায়ুদ। ভেবেছি। আপনি প্রতাপকে একবার পাঠিয়ে দেবেন, তার সঙ্গে আমি একটু পরামর্শ করব।

বিক্রম। [ স্বগতঃ ] আর কি? হরে গেল। বশোর পরগণার আর কোন আশা রইল না। [ প্রস্থান। ]

দায়ুদ। শাহজাদা নাসির খাঁ,—

নাসির। এখনো সময় আছে পিতা। হুকুম দিন, আলি মনসুরকে কিরিয়ে আনি। বাহাদুর তুমি নজর আর খাজনা নিরে এস।

দায়ুদ। সে কথা নয় নাসির খাঁ! আমি তোমার জিজ্ঞাসা করছি, মোবারক তোমার কতখানি অপমান করেছে।

নাসির। পিতা, সেই উদ্ধৃত নেমকহারাম শরতান—

দায়ুদ। বিশেষণ থাক। সে তোমার মন্দিরের বারান্দা থেকে টেনে নামিয়েছে, কেমন?

বাহাছর। শুধু কি তাই? শিরচ্ছেদ করবে বলে শাসিয়েছে।

দায়ুদ। মোবারক শাসিয়েছে?

নাসির। হ্যাঁ পিতা। আমি এর প্রতিশোধ নেবো।

বাহাছর। এমন প্রতিশোধ, যেন সে আর মাথা তুলতে না পারে।

দায়ুদ। তোমাকে আবার যেতে হবে নাসির খাঁ!

নাসির। কোথায়?

দায়ুদ। সেইখানে। মোবারককে বলবে—

নাসির। শুধু বলব? আমি তার হাত ছুটো কেটে—

দায়ুদ। বলবে যে আমি তার উপর অসন্তুষ্ট হয়েছি।

বাহাছর। অত্যন্ত অসন্তুষ্ট। বুঝলে?

দায়ুদ। কারণ, সে গুরু অপরাধে লঘু দণ্ড দিয়েছে, তার উচিত ছিল, জুতোগুদ্র শাহাজাদার পা-ছুটো কেটে গো-ভাগাড়ে ফেলে দেওয়া।

নাসির। পিতা!

দায়ুদ। আর একটা কাজ করতে হবে। গণপতির ভগ্নীর কাছে যতজাহু হয়ে কমা ভিক্ষা করবে। সে যদি তোমাকে কমা করে, খাঁচবে; নইলে মরবে।

নাসির। এ আপনার কি বিচার পিতা?

দায়ুদ। বাঙালীর বিচার।

নাসির। অপরাধ করলে তারা আর শাস্তি হবে আমার?

দায়ুদ। তাই ত' হয় পুত্র; অস্ত্রার কর তুমি, আর মাথা হেঁট হয় আমার। [ প্রস্থান। ]

বাহাছর। নবাবের মতিভ্রম হয়েছে; তুমি বিজ্ঞোহ কর নাসির! এস, আমি পথ দেখিয়ে দিচ্ছি। [ উভয়ের প্রস্থান। ]

—:—

## দ্বিতীয় অঙ্ক

### প্রথম দৃশ্য :

আশমানের কক্ষের অলিন্দ ।

আশমানের প্রবেশ ।

আশমান । আমি এই মোবারককে একবার দেখব । এত  
সাহস তার শাহাজাদাকে অপমান করে, আমি তার পিঠে চাবুক  
স্নায়ব, তবে আমার নাম আশমান ।

গীতকণ্ঠে সহচরীগণের প্রবেশ ।

সহচরীগণ ।

গীত ।

ও ভাই গাওয়া দি ।

রাগের বশে আগুন পানে পড়িয়ে তুই মরিস নি ।

রেগে বধন ধরবি হুঁটি, দেখবি তুই আর নাই,

ধাকবে না তোর গতর পুড়ে এক কণাও ছাই,

মনের গোঁসা মনেই থাক,

তুলিস নে জল ঘেঁটে পাক,

কাটা কাণ তুই চুলে ঢাক, লোক দেখিয়ে কলটা কি ?

আশমান । বা বা, আমার ভাল লাগে না, রাগে আমার গা  
জ্বলে বাচ্ছে ।

১ম সহচরী । বাহাছর খাঁকে ডেকে দিচ্ছি, গা জল করে দেবে  
এখন ।

[ সহচরীগণের প্রস্থান ।

আশমান। শরতান ভেবেছে কি? পিতাকে কুপরাশর্ষ দিয়ে বাহাহুরকে মনসবদারি থেকে সরিয়েছে, তার উপর নাসিরকে অপমান! আচ্ছা, আমিও দেখে নেবো। [ নেপথ্যে জয়ধ্বনি—“জয় নবাব দারুদ খাঁর জয়, জয় স্বাধীন বাঙলার জয়” ] কি হ’ল?

ফুলবেগমের প্রবেশ।

ফুলবেগম। বাঙলা স্বাধীন হ’ল।

আশমান। তাহলে সম্রাটকে সত্য সত্যই কর দেওয়া হবে না?

ফুলবেগম। না আশমান, দরবারের চূড়ায় স্বাধীন বাঙলার নিশান তুলে দিয়েছে।

আশমান। কেউ বাধা দিলে না?

ফুলবেগম। দিয়েছিল নাসির আর বাহাহুর, কিন্তু তাদের কথা নবাব গ্রাহ্য করেন নি।

আশমান। তোমার মত নিয়েছিলেন?

ফুলবেগম। না।

আশমান। মোবারককে দেখলে?

ফুলবেগম। দেখলুম বইকি? সেই ত আগে পতাকা সেলাম করলে; তারপর এল প্রতাপ বলে একটা ছেলে, তারপর নবাব। শুনলুম, মোবারকই নবাবকে পরামর্শ দিয়েছে।

আশমান। আমরা কি নবাবের কেউ মই? যত আত্মীয়তা কেবল মোবারকের সঙ্গে?

ফুলবেগম। মোবারকের উপর তোমার এত রাগ কেন? তার কি অপরাধ?

আশমান। সব তার অপরাধ, পিতাকে সে শত্রু করেছে, নইলে শাহাজাদাকে অপমান করেও তার কোন শাস্তি হ’ল না?

ফুলবেগম। শাহাজাদাও ত কাজটা ভাল করেনি মা!

আশমান। তোমার মাথাটাও খেয়েছে ত? বেশ করেছে।

আমি এই শয়তানকে একবার মুখোমুখি দেখব।

ফুলবেগম। দেখে কি করবি শুনি?

আশমান। চাবুক মারব।

ফুলবেগম। চোখ দুটো আগে বেঁধে নিও।

আশমান। কেন?

ফুলবেগম। তুমি তাকে দেখেছ আশমান?

আশমান। না।

ফুলবেগম। তাহলে আর দেখো না, দেখলে চাবুক মারতে পারবে না। চোখ দুটো যদি খুলেই রাখ, কাণ দুটোকে বন্ধ করে নিও।

আশমান। কেন, তার কথায় কি বাহু আছে?

ফুলবেগম। কি জানি মা! তোমার বাবাকে যখন বাহু করেছে, তোমাকেও করতে পারে। সাবধানের মার নেই।

আশমান। একটা সহিসের বাচ্চা বাহু করবে শাহাজাদীকে? তোমার মুখ বড় আল্গা। তুমি আমার চেনো না। হাসছো যে? রহস্য মনে করছো? আচ্ছা, আমি তাকে ডেকে পাঠিয়েছি, এলেই দেখতে পাবে। [ বাঁদীর প্রবেশ ] কি, আসছে?

বাঁদী। না, শাহাজাদি!

আশমান। না?

ফুলবেগম। কি বললে?

বাঁদী। বললে, জাঁহাণনার হুকুম না পেলে আমি হারামে প্রবেশ করব না। শাহাজাদীকে বলো তাঁর অমরোখ যেন তাঁর পিতার মারকতে আসে।

আশমান । একথা বললে সেই সহিসের বাজা ? আমি তাকে ‘অহুরোধ’ করেছি হারমে পারের ধুলো দিতে ? তুই বলেছিলি, আমার অহুরোধ নয়, তলব ?

বাদী । বলেছিলুম শাহাজাদী !

ফুলবেগম । বড় কঠিন জবাব দিয়েছে, কেমন ?

বাদী । তা—তা—

আশমান । কি বলেছে, বল ।

বাদী । বল্লে, আমি শাহাজাদীর গোলাম নই ।

আশমান । কোতল করব, চামড়া তুলে নেব । যা, দূর হ হারামজাদি । [ গলাধাক্কা দিয়া বাদীকে বাহির করিয়া দিল ]

ফুলবেগম । মেরেটাকে শুধু শুধু মারলে কেন ?

আশমান । বেশ করব, একশোবার মারব । বাও, বেরিয়ে বাও । আমার সামনে যে আসবে তাকেই চাবুক মারব ।

বাহাজুরের প্রবেশ ।

বাহাজুর । কি হয়েছে আশমান ?

আশমান । বেরিয়ে বাও, অপদার্থ অকর্ণণ্য । এখনো তুমি মোবারকের উপর প্রতিশোধ নিতে পারলে না ?

বাহাজুর । আমাকে আর নিতে হবে না । বাদশাহী কোজের হাতেই সে মরবে ।

ফুলবেগম । সে কি একাই মরবে ? তোমরা মরবে না ?

বাহাজুর । আমাদের কি অপরাধ বেগমদাহবা ? আমরা ত কেউ নবাবকে স্বাধীনতা ঘোষণা করতে বলি নি ?

ফুলবেগম । তোমরা মানে তুমি আর নাসির ত ? বাদশাহী সৈন্ত এলে তোমরা বুঝি বোরখা পরে হারমে বসে থাকবে ?

বাহাহুর। একটা নয়, দশটা উঠবে।

আশমান। বিহারে তোমার কে আছে?

বাহাহুর। শুধু মা, আর কেউ নয়।

আশমান। তোমার মা যদি আমার ঘরে না নেয়?

বাহাহুর। তাড়িয়ে দেব।

আশমান। তাড়িয়ে দেবে!

বাহাহুর। তোমাকে নয়, মাকে।

আশমান। আচ্ছা, তুমি যাও, আমি ভেবে দেখি।

বাহাহুর। ভাববে আর 'কি? তৈরী হয়ে নাও। ভেবে দেখ, বাদশাহী কোজ এল বলে। তারা বাঙলা দেশ দলে চবে দিয়ে যাবে। পুরুষগুলোকে হত্যা করবে, আর মেয়েদের বেঁধে নিয়ে গিয়ে দিল্লীতে সঙগাত দেবে। তোমাকে হয় ত' ক্রীতদাসীর মত বাজারে বিক্রী করবে। হয় ত একটা মুচী—

আশমান। চুপ কর বাহাহুর, চুপ কর।

বাহাহুর। স্ততরাং আর দেরী করা ঠিক হবে না। আমার জী হল কেউ আর তোমার দিকে ফিরেও চাইবে না।

আশমান। কেন, তুমি পীর নাকি?

বাহাহুর। পরে দেখতে পাবে। আচ্ছা, তুমি ঠিক হয়ে থাক, সাতদিন পরে আমরা বাঙলা ছেড়ে চলে যাব। আর দেখ বাদশাহী কোজের হাতে কিছুই বখন থাকছে না, তখন সোনা-দানা, হীরে অহরং বতটা পার—বয়েছ?

আশমান। আচ্ছা, এঁদের একবার বলেই দেখি না।

বাহাহুর। বলতে পার, তবে ফল হবে না। যাই হোক, মনে থাকে বেন, সাতদিন পরে।



আশমান । তাহলে ছাত্ত বা ছোলা খেতে হবে না ত ?

বাহাদুর । না না, বললুম ত আমি তোমাকে রাজভোগ খাওয়াব ।

আচ্ছা, আমি আসি ।

[ প্রস্থান ।

আশমান । বাবই যখন, বাবার আগে এই সহিসের বাচ্ছাটাকে একবার দেখে যাই । ওকে চাবুক না মারলে মরেও আমার শান্তি নেই ।

বুলবুলের প্রবেশ ।

বুলবুল । দিদি ! শীগগির আর, সৰ্ব্বনাশ হ'ল ।

আশমান । কিরে বুলবুল ?

বুলবুল । দাদা ফুলে ঢোল !

আশমান । কেন ?

বুলবুল । রাগে ।

আশমান । কার উপর রাগ ?

বুলবুল । বাবার উপর ।

আশমান । কেন, কি বলেছেন বাবা ?

বুলবুল । বলেছেন, তোর বিয়ে হবে ।

আশমান । আমার বিয়ে ? সত্যি ? কার সঙ্গে ভাই ?

বুলবুল । সে ভাই আমি বলব না, দাদা বারণ করে দিয়েছে ।

আশমান । বল ভাই, সোনা, বাছ মানিক,—কার সঙ্গে বিয়ে ?

বুলবুল । ঐ বাঃ ! নামটা ভুলে গেছি ।

আশমান । আমি মনে করিয়ে দিচ্ছি । বাহাদুর—না ?

বুলবুল । উহ ।

আশমান । তবে ?

বুলবুল । মো—মো—

আশমান। যো কি ? মোরাজ্জম ? মোরাবিয়া ? মোসলেম ?

বুলবুল। হয়েছে দিদি হয়েছে,—মোবারক।

আশমান। সেই সহিসের বাচ্চা ? এই কথা বাবা বললেন ?

ওঃ ! কি করব আমি ? কার মাথাটা চিবিয়ে খাব ? বুলবুল !

তুই বাহাদুরকে ডেকে দে ত ; আমি বাইরে যাব।

বুলবুল। কোথায় যাবি দিদি ?

আশমান। মোবারককে ত কখনো চোখে দেখিনি, একবার দেখে আসব। কাউকে বলিস নি ভাই !

বুলবুল। না দিদি, বলব না ; কিন্তু তোর মুখটা অত লাল হয়ে উঠল কেন দিদি ? তুই ভারী খুশী হয়েছিল, না ?

আশমান। নিশ্চয়ই হয়েছে ; এর চেয়ে খুশী হবার আর কথা আছে কি ? আমি কি ভাবছি জানিস ?

বুলবুল। জানি,—শুনবি ?

## গীত :

সখি, কেবা শুনাইল শ্রামনাম।

কাণের ভিতর দিয়া সরসে পশিল গো,

আকুল করিল মোর প্রাণ।

না জানি কতক ধু শ্রামনামে আছে গো,

বদন ছাড়িতে নাহি পারে ;

অপিতে অপিতে নাম অবশ করিল গো,

কেমনে পাইব সই তারে।

নাম পরতাপে বার, ঐহন করিল গো,

অঙ্গের পরশে কিবা হয় ;

বেখানে বলতি তার নগনে দেখিয়া গো,

বুভূতী-ধরম কৈছে রয় ?

প্রথম দৃশ্য । ]

বাগ্‌দাদী

আশমান । হতভাগা বলে কি ?

বুলবুল । তুই শীগগির আর দিদি, নইলে দাদা কেটে যাবে ।

[ প্রস্থান ।

আশমান । ওঃ । বাপ-মা এমন শত্রু হয় ? আচ্ছা, আমার বাবুহা আমিই করব ।

[ প্রস্থান ।

-- ::--

দ্বিতীয় দৃশ্য ।

গগপতির গৃহ-সম্মুখ ।

গগপতির প্রবেশ ।

গগপতি । ছবি, ছবি—কোথাও নেই । কোথায় গেল ? কুলে কালি দিয়ে পালিয়ে গেল ! না, তা হতে পারে না । সূর্য্য পশ্চিমে উঠবে তবু ছবি কলঙ্কিনী হবে না । কেউ আমার তার মৃত্যু সংবাদটা এনে দিতে পার ? আমি আর কিছুই চাই না, শুধু শুনতে চাই যে ছবি মরেছে ।

বিক্রমাদিত্যের প্রবেশ ।

বিক্রম । কিহে গগপতি, সন্ধান পেলে ?

গগপতি । না ।

বিক্রম । আর পেলোই বা কি হবে ? সে আর তোমার নয় ।

গগপতি । আমার নয় ?

বিক্রম । না বাবাজি, বা হয়েছ, বুঝতেই পারছি ।

গগপতি । কি বুঝতে পারছেন ?

[ ৫৭ ]

বিক্রম । ভেঙ্গে নাই-ই-বা বললুম । তোমাকে সেদিন পই পই করে বারণ করলুম, জলে বাস করে কুমীরের সঙ্গে বাদ সেখো না ।  
সুনলে না, গরীবের কথা বাসি হলে মিষ্টি লাগে ।

গণপতি । আপনি কি বলতে চান আলি মনসুর আমার বোনকে সরিয়েছে ?

বিক্রম । এ আর কে না বোঝে বল ? দায়ুদ খাঁর রাজ্যে কোন বাঙালী তাকে লুকিয়ে রাখবে, এতবড় বুকের পাটা কারও নেই বাবাজী ! এ নিশ্চয় বাদশাহী কর্মচারীর কাজ ।

গণপতি । আলি মনসুর কোথায় আপনি বলতে পারেন ? আমি তার মাথাটা ছিঁড়ে কেলব ।

বিক্রম । সে কি আর এখানে আছে ? রূপমহল ত ধূলপাট করে দিয়েছে । আলি মনসুর বোধ হয় দিল্লীর পথে ।

গণপতি । কোন পথে দিল্লী যেতে হয় ? আমি বাব । যদি পথে তার দেখা পাই, তাকে টুকরো টুকরো করে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেব, না হয় দিল্লীতে গিয়ে সম্রাট আকবরের কাছে অভিযোগ করব । তিনি মহান, নিশ্চয়ই এর প্রতিকার করবেন ।

বিক্রম । এর কি কোন প্রতিকার আছে বাবাজি ? হিন্দুর বিধবাকে স্বয়ের বার করে নিরে গেছে,—বোঝ ত সবই । কেন আর খুঁচিরে যা করতে যাবে ? তার চেয়ে এস, সবাই মিলে তার মৃত্যু সংবাদ রটিয়ে দিই ।

গণপতি । না রায়মশায়, এতবড় অন্তার আমি ধামাচাপা দিয়ে রাখব না ।

বিক্রম । না রেখে করবে কি ? পরিবারের কলঙ্কের কথা চাক পিটিয়ে প্রচার করলে সে ত আর কিরবে না । বলি, সমাজের মুখটা ত রক্ষা করতে হবে ।

গণপতি । সমাজের মুখ চেয়ে আমরা এমনি করেই সহস্র পাপ ধামা চাপা দিয়ে রাখি, তাই সমাজের রক্তে, রক্তে, মূণ ধরেছে । আমার বোনকে হয় ত আর পাব না ; আমার মুখে হয় ত সবাই খুংকার দেবে ; তবু অপরাধীকে আমি খুঁজে বার করব, আর তাকে এমন শিক্ষা দেব যেন এই অস্ত্রার দ্বিতীয়বার না করে ।

বিক্রম । যা ভাল বোঝ কর । কারো কথা ত তুমি শুনবে না । সব তাঁর ইচ্ছা ।

[ প্রস্থান ।

গণপতি । ব'ল, ব'ল হে ঠাকুর, কি অপরাধ করেছি আমরা ? কেন আমাদের মুখে এ কলঙ্কের কালি মাখিয়ে দিলে ? বার বছর বয়সে বিধবা হয়ে সে আমার ঘরে এসেছে, তারপর থেকে একদিনও তোমার পূজো না করে জলগ্রহণ করেনি, তোমার ভোগের জুটি হলে সে আমাদের কত বকেছে, কত মেরেছে, তার কি এই ফল ? এর পরেও তুমি আমার ঘরে রাজভোগ খেতে চাও ? তা হবে না, আমার বোন যে পথে গেছে, তুমিও সে পথে বাও ।

[ প্রস্থান ।

### গীতকণ্ঠে প্রতাপের প্রবেশ ।

প্রতাপ ।

গীতা ।

“সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই যেনে ।

সার্থক জনম যাপো তোমার ভালবেসে ।

জানিনে তোর বিস্তব রতন আছে কিনা রাগীর মতন,

তুখু জানি আমার অঙ্গ জুড়ায় তোমার হারায় এসে ।

কোন বনেতে ফুটে না ফুল গন্ধে এমন করে আকুল ?

কোন আকাশে ওঠে রে চাঁদ এমন হাসি হেসে ?”

মোবারকের প্রবেশ।

মোবারক। বহিন্, বহিন্,—

প্রতাপ। কাকে ডাকছেন? চবি দ্বিদিকে? সে ত নেই।

মোবারক। কোথায় গেছে?

প্রতাপ। কেউ জানে না চারিদিকে খোঁজাখুঁজি করলুম, কোথাও পাওয়া গেল না।

মোবারক। কবে থেকে পাওয়া যাচ্ছে না, বলতে পার ভাই?

প্রতাপ। আজ তিন দিন।

মোবারক। বুঝছি, আমার অসুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে কেউ তাকে—কিন্তু এতবড় হুঃসাহস কার? দায়ুদ খাঁর রাজত্বে এই অন্যায়? কার মববার পালক উঠেছে? গণপতি কোথায়?

প্রতাপ। বোধ হয় বাড়ীর ভিতরেই আছেন।

মোবারক। তাকে ডাক ত প্রতাপ।

বিগ্রহ লইয়া গণপতির প্রবেশ।

গণপতি। পঞ্চাশ বছর আগে আমার প্র-পিতামহ তোমাকে এনে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আমাদের ঘরে এসে কত মাথা তুমি চিবিয়ে খেয়েছ, তবু কেউ তোমার ত্যাগ করেনি, কিন্তু আমি আর তোমার সে সুযোগ দেব না। তুমি পাথরের পুতুল, পথের পাথরের সঙ্গেই মিশে থাক।

[ বিগ্রহ নিক্ষেপ করিবার উদ্ভোগ ]

মোবারক। [ বাধা দিয়া ] করছো কি গণপতি? ছিঃ! তিন পুরুষের ঠাকুর তুমি কেলে দিতে চাও?

গণপতি। কি করব বল? এ আমাদের সর্ব্বদা খেয়েছে।

একটা বোন ছিল, তার মাথাটাও চিবিয়ে খেয়েছে। আর আমি এর পায়ে ফুল-জল দেব না। [ বিগ্রহ নিক্ষেপের উত্তোগ ]

মোবারক। বিগ্রহ কেড়ে নাও ত প্রতাপ। [ প্রতাপ বিগ্রহ কাড়িয়া লইল ] কি আশ্চর্য্য। দোষ করলে মানুষ, আর শাস্তি হবে ঠাকুর দেবতার! অসহায় ঠাকুরের পক্ষে ওকালতি করবার কেউ নেই, মুখ ফুটে সে কিছু বলতে পারে না, তাই বড় নির্যাতন তারই উপরে! ঠাকুর কেলে দেবে! ঠাকুর তোমার নিজের রোজগারের সম্পত্তি কিনা, কেলে দিলেই হ'ল?

গণপতি। আমার নয় ত কার?

মোবারক। সমস্ত হিন্দু জাতির। তুমি ভোগ দেবার মালিক, ভোগ দেবে, কেলে দেবার তুমি কে?

গণপতি। পঞ্চাশ বছর ধরে আমরা শুধু ভোগই দিয়েছি, পাই নি কিছুই। আর আমি এ বিগ্রহের পূজা করব না।

মোবারক। তোমার বাবা এসে করবেন; তুমি তোমার পুঁথিপত্র নিয়ে বেরিয়ে যাও।

প্রতাপ। আমি বিগ্রহ মন্দিরের ভেতর রেখে যাচ্ছি। আবার যদি কেলে দেবার মৎলব কর, ভাল হবে না। [ প্রস্থান। ]

মোবারক। কদিন ঠাকুরকে জোগ দাও নি?

গণপতি। ছুদিন।

মোবারক। তুমি মানুষ না কি? ছুদিন ঠাকুরকে অনাহারী রেখেছ? শীগ্গিরি যাও, জ্ঞান করে পূজা কর গে।

গণপতি। আমার বিগ্রহের জন্ত তোমার এত মাথা ব্যথা কেন?

মোবারক। নিজের ধর্মকে ভালবেসে আমি সব ধর্মকেই ভাল-বাসতে শিখেছি।

গণপতি । তুমি কি মনে কর, ওই বিগ্রহের মধ্যে দেবত্ব আছে ?  
মোবারক । এক ভিলও বিশ্বাস করি না, কিন্তু তুমি অবিশ্বাস  
করবে কেন ঠাকুর ? হিন্দু হয়ে যে ঠাকুর দেবতা মানে না, সে  
যেমন সমাজের শত্রু, মুসলমান হয়ে যে পুতুল পূজা করে, সেও  
তেমনি সমাজের শত্রু । আমি চাই হিন্দু হিন্দুই থাকবে, মুসলমান  
মুসলমানই থাকবে, তবেই হবে দেশের মঙ্গল ।

গণপতি । মোবারক,—

মোবারক । ছিঃ গণপতি ! তুমি পণ্ডিত, তুমি আদর্শ ব্রাহ্মণ ।  
আঘাত পেয়েছ বলে তোমার দেবতাকে তুমি ভুলে বাবে ?

গণপতি । তুমি জান না, এ কতবড় আঘাত । আমার সব  
গেছে তবু আমি টলি নি, কিন্তু আমার বোন, আমার ছবি—

মোবারক । তোমার বোনকে ফিরিয়ে আনবার জন্য বাঙলার  
সমস্ত রাজশক্তি নিয়োজিত হবে ।

গণপতি । ফিরে এলেও ত ঘরে আর নিতে পারব না ।

মোবারক । একশোবার নেবে ; এক ফোঁটা গজাজলও যদি মাথার  
দাও, তোমার মাথাটাই আমি উড়িয়ে দেব ।

গণপতি । মোবারক, ভাই,—

মোবারক । কোন ভয় নেই ভাই । তোমার ছবি আমারও বোন ।  
তার জন্য শুধু আমাকেই ভাবতে দাও । তুমি গিরে তক্তিতরে পূজা  
কর । আমি ডাকি খোদাকে, তুমি ডাক তোমার তগবানকে । এস  
হ'জনে সমস্বরে প্রার্থনা করি, ধর্মের জয় হক, অধর্মের ধ্বংস হক ।

গণপতি । ধর্মের জয় হক, অধর্মের ধ্বংস হক ।

মোবারক । গণপতি ! যদি অনুমতি কর, আমি একবার তোমার  
বাড়ীর ভেতরটা দেখব ।



গণপতি । কোন আপত্তি নেই মোবারক ; কিন্তু সবই নিষ্ফল, বোধহয় তাকে দিল্লী নিয়ে গেছে ।

মোবারক । যেখানেই নিয়ে যাক, আমি তাকে কিরিয়ে আনবই ।

গণপতি । তোমার জয় হক । তোমার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক ।

[ প্রস্থান ।

মোবারক । আমি এমনি আশঙ্কাই করেছিলাম । হয় ত সে কতবার বাণী বাজিয়েছে, কোন উত্তর পায় নি । আমারই ভুল ; কেন আমি সাতদিন অনুপস্থিত ছিলাম ? খোদা, আমার শক্তি দাও, এ ভুল আমি সংশোধন করব ।

[ প্রস্থান ।

বাঁদীর বেশে আশমানের প্রবেশ ।

আশমান । কোথাও ত লোকটার দেখা পেলুম না । ব্যাট! সহিসের বাচ্চা গেল কোথায় ? সন্ধ্যাও হল ; বাহাদুর কাছে কাছেই আছে ত ? এই ত গণপতির বাড়ী । এখানে বোধ হয় দেখা পাওয়া যাবে ।

গুণ্ডার প্রবেশ ।

গুণ্ডা । ঠিক ধরেছি, একটু আলাগা পেয়ে পালিয়ে এসেছে । আচ্ছা—

আশমান । কে তুমি ?

গুণ্ডা । চেনো না ? সেদিন স্বাক্ষরে অতক্ষণ ধরে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেলুম, আর আজই চেনো ঞ্জা পিয়ারি ?

আশমান । কি বলছ তুমি ?

গুণ্ডা । পালিয়ে এলে কেন চাঁদ ? হেঁচুর বিধবা তুমি, কত কটে দিন কাটে । বেশ ত তোমার স্নেহের পথ দেখিয়ে দিয়েছিলাম, কত খাবে, কত পরবে, ভাবনা কি ?

আশমান । বেরিয়ে যাও অসভ্য ।

গুণ্ডা । পরতানীর বড় তেজ । চলে আর ।

আশমান । কোথায় যাব ?

গুণ্ডা । যেখানে গিয়েছিলি । বললুম ত তোর ভাইয়ের অনুখ ।  
বিশ্বাস হল না বুঝি ? আমি একটু তুঁড়ির দোকানে ঢুকেছি, আর  
অমনি ছোঁড়াটার চোখে ধুলো দিয়ে মন্দির থেকে পালিয়ে এইছিল ?  
নে, চলে আর !

আশমান । খবরদার ।

গুণ্ডা । পালিয়ে ভাইয়ের বাড়ীতে ফিরে আশা হয়েছে ? দশবার  
পালালে দশবারই ধরে নিয়ে যাব । আমাকে কণ্ঠে কোন্ শালা ?  
আমি দিন-রুপরে কত ব্যাটার ঘর জালিয়েছি ; কত হুস্মনের মাথা  
কেটে নিয়েছি ; দরকার হলে তোর ভাইয়ের মাথাটাও নেব ।

আশমান । তুমি কি জাত ?

গুণ্ডা । আমি গুণ্ডাজাত ?

আশমান । হিন্দু না মুসলমান ?

গুণ্ডা । তা কি জানি ? সে আমার বাপ-মা জানতো । তাদের  
আমি চোখেও দেখি নি । নর্দমার ধারে পড়েছিলাম, গুস্তাদজী এনে  
মাছুষ করলে । সেও মরে গেছে ; আমিই এখন সর্দার । ভাল ভাল  
মাল গেলেন নবাব বাদশাকে দিয়ে ছপয়সা পাই । বাস্, চলে আর ।

আশমান । জানিস্ আমি কে ?

গুণ্ডা । তুই গণপতির বোন, আবার কে ? চলে আর,—[ অগ্রসর ]

আশমান । বাহাছর,—বাহাছর,—

গুণ্ডা । ধুক্কোর বাহাছরের নিকুচি করেছে । [ অগ্রসর হইয়া  
আশমানকে ধরিতে গেল ]

সহসা মোবারকের প্রবেশ ।

মোবারক । [ নিঃশব্দে গুণ্ডার বাড়ি ধরিল ]

শুভা। এই—এই—কোন শালারে ?

মোবারক। আমার চেন না ? চিনিরে দেব ? সুখের দিকে  
চেরে দেখত । [ বাড় ছাড়িয়া কাণ ধরিল ]

শুভা। ও বাবা, তু—আপনি ! সেলাম খাঁ সাহেব, আমি মানে  
—এই হারামজাদী আমাকে ফুসলে এনেছে খাঁ সাহেব !

আশমান। মিথ্যা কথা ।

শুভা। মিথ্যে ? আচ্ছা, তাই সই । দেখুন খাঁ সাহেব, আপনি  
ত ভদ্রলোক, খোদার কসম, আমার এসব বদখেয়াল বখখনো  
নেই, কাণটা ছাড়ুন, সব খুলে বলছি ।

মোবারক। [ কাণ ছাড়িয়া ] বল ।

শুভা। কথাটা হচ্ছে—[ মোবারককে ছুরিকাঘাত করিয়া পলায়ন ]

মোবারক। [ ক্ষিপ্ৰহস্তে আঘাত প্রতিরোধ করিল ; কিন্তু তাহার  
হাতখানা আহত হইল ; দরদর ধারে রক্ত পড়িতে লাগিল ]

আশমান। সর্বনাশ, মেরে কেমনে বে । ' ছুটিয়া গেল ]

মোবারক। মারে নি, হাতে একটু লেগেছে মাত্র ।

আশমান। একটু লেগেছে, এবে কেবলই রক্ত পড়ছে । [ শাড়ী  
ছিঁড়িয়া বাধিয়া দিল ] ভাগ্যিস আপনি এসে পড়েছিলেন, নইলে কি  
হ'ত ?

মোবারক।, সে বুদ্ধি আপনার আছে ? থাকলে এমন সময়  
একা এই নির্জন পথে গা বাড়াতেন না ।

আশমান। একা আসিনি, সঙ্গে একজন ছিল ।

মোবারক। শুভা দেখে তিনি বোধহয় গাছে চড়ে বসেছেন ।  
স্তায় ভরসা করে আর কাজ নেই । চলুন, আমিই আপনাকে এগিয়ে  
দিই । কোথায় যাবেন ?

আশমান । আমি—আমি হারেমে বাব !

মোবারক । হারেমে । আপনি—

আশমান । আমি শাহজাদীর বাদী ।

মোবারক । আর কখনো শাহজাদীর হুকুমে অন্ধকারে বাইরে আসবেন না ।

আশমান । আমাকে আপনি বলছেন কেন ? আমি ত বাদী ।

মোবারক । বাদীও ত মানুষ, তার উপর নারীমাজই সম্মানের পাত্রী । পেটের দায়ে মানুষকে কত নীচ কাজ করতে হয়, তাতে তার মনুষ্যত্ব যায় না । আমি নিজেও একজন সহিসের ছেলে, বাবার সঙ্গে কতদিন সহিসের কাজ করেছি ।

আশমান । আপনার—তোমার নাম কি ?

মোবারক । আমার নাম মোবারক আলি ।

আশমান । মোবারক আলি ?

মোবারক । চম্কে উঠলেন যে ?

আশমান । আমি তোমার কাছেই এসেছিলাম ।

মোবারক । কারণ ?

আশমান । শাহজাদী কৈফিয়ৎ চেয়েছেন, কোন্ সাহসে তুমি শাহজাদাকে অপমান কর ।

মোবারক । সে কৈফিয়ৎ জাহাপনাকেই দিয়েছি ।

আশমান । শাহজাদীকে তোমার কিছুই বলবার নেই ?

মোবারক । আছে । তাঁকে বলবেন, এই সহিসের বাজা তাঁর রক্তচক্ষু আর বিলোল কটাক্ষকে সমানই তুচ্ছ জ্ঞান করে ।

আশমান । শাহজাদী বলেছেন, কৈফিয়ৎ না পেলে তোমার পিঠে বিশ বা চাবুক মারতে । [ চাবুক বাহির করিল ]

মোবারক । চাবুক খেতে আমার আগন্তি নেই, তবে তাঁকেও আমার একটা অল্পরোধ, তিনি যেন মনে রাখেন তিনি নবাব দায়ুদ খাঁর কস্তা । তাঁর একটু সম্মমবোধ থাকা উচিত ।

আশমান । বাও, আমি একাই বেতে পারব । [ চাবুক কেলিয়া দিল । ]

মোবারক । চাবুক না মেয়েই চলে যাবেন ? আচ্ছা আনুন । যদি কোন বিপদ হয়, এই সহিসের বাচ্ছাকে ডাক দেবেন ।

[ প্রস্থানোত্তোগ ।

আশমান । শোন, তুমি আমার উপকার করেছ, আমি তোমার একটা উপকার করব । তোমার ছবিকে ওই গুণ্ডাটাই চুরি করেছে ।

[ প্রস্থান ।

মোবারক । অ্যা—ছবিকে ওই গুণ্ডা—ওঃ—এ কথাটা যদি আর একটু আগে জানতে পারতুম ! কিন্তু ‘আমার ছবি’ কেন বললে ? হ্যা, ঠিকই বলেছে, ছবি শুধু গণপতির বোন নয়, আমারও বোন ।

[ প্রস্থান ।

—:~:—

## তৃতীয় দৃশ্য :

বাঙলার উপকণ্ঠ—শিবির ।

আলি মনসুর ও বান্দার প্রবেশ ।

আলি । দিল্লী থেকে খুসীম খাঁ আসছেন ? সঙ্গে সৈন্য কত ?  
বান্দা । বিশ পঞ্চাশ হাজার হবে ।

আলি । কই, আমাকে ত কোন সংবাদ দেয় নি ।

বান্ধা। সংবাদ দিবে আসবে না হজুর! একেবারে হঠাৎ এসে  
বাড়ে চাপবে। সৈন্তগুলো সব হস্তবশে ভাগে ভাগে আসছে।

আলি। মুনীর খাঁ আসছে সেনাপতি হয়ে! এই মুনীর খাঁকে  
আমি হাতে ধরে যুদ্ধ শিখিয়েছি।

বান্ধা। আজ্ঞে, হাতে ধরে ত আপনি কত লোককেই যুদ্ধ  
শিখিয়েছেন; তবে লোকে বলে আপনি নিজে হাতিয়ার ধরতে জানেন  
না।

আলি। কে বলেছে?

বান্ধা। বাঙলা দেশের সবাই বলে।

আলি। অসভ্য ছোটলোকের দেশ। আমি এই বাঙলাকে ফুঁরে  
উড়িয়ে দেব।

বান্ধা। অমন কাজ করবেন না হজুর! দেশটা যদি উড়েই যায়,  
আপনি সুবেদার হবেন কোথায় বসে?

আলি। সুবেদার!

বান্ধা। তবে আর বলছি কি? আমি যে শুনে এলাম, আপনিই  
হবেন বাঙলার প্রথম সুবেদার।

আলি। নাসির খাঁ তাহলে সিপাহশালারকে হিন্দু ঔরং সওগাত  
দিয়ে গেল কেন?

বান্ধা। উজিরার আশায়।

আলি। উজিরী! তা আমি দেব। কিন্তু এই দায়ুদ খাঁকে আমি  
কোত্তল করুব, আর ওই মোবারককে ভালকুস্তা দিয়ে খাওয়াব।

বান্ধা। নিশ্চয়ই। এতবড় শত্রুতান—আপনাকে অপমান করে?

আলি। অপমান ঠিক নয়।

বান্দা। আবার অপমান কাকে বলে ? সত্যার মাথখানে মোবারক নাকি আপনাকে জুতিয়ে দিয়েছে ?

আলি। চোপরাও বেয়াদব্। এসব বুট বাত কে বলেছে ?

বান্দা। বাঙালীরা সবাই বলে।

আলি। জংলী বাঙালীদের মুখে কেবল ‘কিন্ত’ ‘তবু’ আর ‘বুড়ি’ বুড়ি মিথ্যে কথা। আমাদের দিল্লীতে—

বান্দা। সবাই সত্যি কথা বলে, কেবল আপনি ছাড়া।

আলি। চোপরাও বেতমিজ, তোকে আমি কোতল করব।

বান্দা। আমাকে ত রোজই কোতল করেন, তবে—

আলি। আবার ‘তবে’ বললে ভাল হবে না উল্লেখ।

বান্দা। বাজীজীদের ডাকব হজুর ? মাথার খানিকটা মধ্যম নারায়ণ তেল মাশিশ করে দিয়ে থাক।

আলি। তেল কেন ?

বান্দা। চাঁদি কেটে ধোঁয়া বেরুচ্ছে বে। মোবারক কি মাথার জুতো মেরেছিল ?

আলি। কৈ হার, শির লাও।

বান্দা। হজুর, দফা সেয়েছে।

আলি। কি হয়েছে ?

বান্দা। ওই দেখুন, ঘোড়া ঝুটিয়ে কারা বেন আসছে। গোটা মাঠ গুলোর ধোঁরাকার হয়ে গেছে। পালান হজুর, পালান; বোধ হয় মোবারক আসছে।

আলি। মোবারক উত্তর দিক থেকে আসবে কেন ? এ নিশ্চয়ই মুনীর খাঁ।

বান্দা। কিন্ত যদি মোবারক হয় ?

আলি। কোতল করব।

বান্ধা। তার আগেই যদি আপনার উপর কুকুর লেলিয়ে দেয়।

আলি। কুকুর লেলিয়ে দেবে?

বান্ধা। তাই ত সে বলেছে। আপনাকে খাঁটি বাঙলা কুকুর দিয়ে খাওয়াবে। বাঙলা কুকুর কি খায় জানেন? নরবর—অর্থাৎ মানুষের গোবর। পালান হুজুর, পালান।

আলি। বাও—বাও, মোবারককে কি আমি ভয় করি, না জানের পরোয়া করি।

বান্ধা। জানের জন্ত নর হুজুর! কিন্তু বাঙলা কুকুরে বা তা খেয়ে এসে আপনার গারে মুখ দেবে, আপনার মুখে হরত জিত পুরে দেবে—এ হুঃখ যে সহিতে নারি।

আলি। চুপ, আমার বর্শা নিয়ে আর।

বান্ধা। দেখবেন, লজ্জা যেন ঠিক থাকে। চুকেছে কি মেরেছেন। শরতান ভেবেছে কি? বাঙলা কুকুর দিয়ে বাবশার আত্মীয়কে খাওয়াতে চায়! আশুক না একবার—হঁ!

প্রস্থান।

আলি। বাঙলা যে এমন বেয়াড়া দেশ, তা আমি কখনও ভাবি নি।

বাঁদীর প্রবেশ।

বাঁদী। হুজুর,—

আলি। কি বাঁদী, মোবারককে দেখলি?

বাঁদী। কই না, কেউ আসে নি ত!

আলি। তবে তুই কি চাস?



বাঁদী । মেয়েটা কিছুই খেতে চায় না ।

আলি । কেন ?

বাঁদী । বলে, ঠাকুর পূজো না করে আমি কিছুই খাই না ।

আলি । জোর করে খাইয়ে দে ।

বাঁদী । দিচ্ছেলুম ; বমি করে ফেললে ।

আলি । প্রথম প্রথম অমন অনেকেই করে, শেষে ঠিক পোষ মানবে ।

বাঁদী । এ পোষ মানবার মেয়ে নয় । তিন দিন এক ফোঁটা জলও মুখে দেয় নি ।

আলি । সে কি ? মরে যাবে যে ।

বাঁদী । তাই ত দেখছি ।

আলি । আমাকে বলিস নি কেন ?

বাঁদী । বলেছিলুম হজুর ! আপনি আমাকে কোতল করতে চাইলেন :

আলি । আজ যদি না খাওয়ার্তে পারিস, তোকে ঠিক কোতল করব ।

বাঁদী । তা ত করবেন, কিন্তু—

আলি । তুইও বলহিস, কিন্তু ? তোর বাড়ী কোথায় ?

বাঁদী । বাড়ী ? বাড়ী এই বাঙলার ।

আলি । তবে দিল্লীতে গিয়েছিলি কেন ?

বাঁদী । মরতে ।

আলি । বাঙলার মরবার জায়গা ছিল না ?

বাঁদী । না হজুর, বাঙলার বম দিল্লীতেই বসে থাকে ।

আলি । কি রকম ?

## বাঙালী

[ দ্বিতীয় অঙ্ক ।

বাঁদী । এ ত সোজা কথা হজুর ! দিল্লীর বখন মরজি হবে, আমরা বাঁচব, বখন মেহেরবাগী হবে, আমরা মরব । আপনি দিলেন গগনপতির পুঁথিপত্র কেলে, নবাব করলেন বিচার । দিল্লীতে খবর গেল । বাদশা পরের মুখে বাল খেয়ে হকুম দিলেন,—বাঙলা রসাতলে দাও । কত দেশে কত অনাচার হচ্ছে, তাতে দিল্লীর টনক নড়ে না, দোষ কেবল এই বাঙলার ।

আলি । বাঙালী জাতটাই কি এমনি ? সবার মুখেই “কিন্তু” আর সবারই মুখে রাজনীতি ! একটা বাঁদী, সেও রাজা-বাদশার টিকি ধরে কথা কর ? এইজন্তই বাঙলাকে বিজ্রোহের দেশ বলে ।

বাঁদী । বাঙলার সমস্তার যে শেষ নেই, তাই সে বিজ্রোহের দেশ ।

আলি । বাঙলার ক’মুঠো ভাত খেয়েছিল তুই ?

বাঁদী । খুব কম ।

আলি । তবে তোর এত দরদ কিসের ?

বাঁদী । আপনি শু হিন্দু ধাতীর ছুধ খেয়ে বড় হয়েছেন, তবে আপনি কেন মুসলমান হজুর ?

আলি । কসবী বলে কি ? ছুধ বারই খেয়ে থাকি, আমার বাগও মুসলমান, মাও মুসলমান ।

বাঁদী । হজুর, আমি দিল্লীর দানাপানি খেলেও আমার মা কে বাঙলা ।

আলি । বাঁদী !

বাঁদী ।

শীত !

বাঙলা আমার জননী গো, বাঙালী বোর তাই,

বাঙলা খাটির চেয়ে আমার খির কিছু নাই ।

বাঙলা দেশের অলৌ চাষী,  
তাতে ই আমি ভালবাসি,  
আবার বৃকে বাঙলা ভাষা সবার আগে বাজার বানী ।  
বাঙলা গেলে জাহাঙ্গীরে,  
কাজ নাষ্ট মোর স্বর্গখানে,  
সবার পরে জাহাঙ্গীরে আমিও বেন বাই ।

আলি। বা বা ; বাঙলা, বাঙলা, বাঙলা ; ছোটলোকের দেশ ।  
আগে স্ত্রবেদারীটা পাঠ, উচ্চতর কবর এই বাঙলা দেশ । বা হিন্দু  
স্নেহেরটাকে পাঠিয়ে দে ।

বর্শা লইয়া বান্দার প্রবেশ ।

বান্দা। দাঁড়িয়ে রইলি যে ? বা, দূর হ' । [ আলি মনসুরকে  
বর্শা দান ]

বাদী। তুই পোড়ারমুখো তব্বী ক'চ্ছস কেন ?

বান্দা। বাঙলা, বাঙলা ! বাঙলার নাম শুনে হজুরের কাণ  
টনটন করে, জানিস নে ? বাঙলা গোলায় থাক ।

বাদী। তুই গোলায় বা ।

[ প্রস্থান ।

আলি। বান্দা ! এই বাদীটাকে কাণ ধরে তাড়িয়ে দে ।

বান্দা। না হজুর, তাহলে লোকে ভাববে, আপনি ভয় পেয়েছেন,  
তাই বাঙালী বাদীটাও রাখতে চান না ! থাক কিছুদিন, আপনি  
বখন স্ত্রবেদার হবেন, তখন তাড়িয়ে দিলেই হবে ।

আলি। এ ত বড় মুন্সিফ ! রাখলেও বিপদ, তাড়ালেও বিপদ ?

হৃদয়েশে মুনীর খাঁর প্রবেশ ।

মুনীর। আলি মনসুর,—

[ আলি মনসুর ছুটিয়া গিয়া তাঁহাকে বর্ষার আঘাত করিল, সুনীম খাঁ কিংবদন্তে বর্ষা ধরিল। ফেলিলেন এবং কৃষ্ণ অঙ্গাবরণ কেলিয়া দিলেন। ]

আলি। সিপাহশাগার।

সুনীম। এর অর্থ কি আলি মনসুর? তোমারই নালিশ শুনে সম্রাট আমাকে বিজ্রোহ দমন করতে পাঠিয়েছেন, আর তুমি আমাকেই হত্যা করতে চাও?

আলি। আজ্ঞে, আপনাকে নয়। আমি মনে করেছিলুম মোবারক।

সুনীম। মোবারক কে?

আলি। দায়ুদ খাঁর দশহাজারী মনসবদার। ঐ ব্যাটাই বত অনর্থের গোড়া। রূপমহল সে-ই মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছে।

সুনীম। হঁ; [ একথানা কাগজ বাহির করিয়া ] এই আরজ তোমার?

আলি। হ্যাঁ।

সুনীম। এসব কথা সত্য?

আলি। সত্য।

সুনীম। দায়ুদ খাঁ স্বাধীনতা ঘোষণা করেছে? রাজস্ব সে দেবে না?

আলি। না।

সুনীম। ছাউনী তোল; এখনি আমরা রাজমহলে রাজা করব। রাজমহলের বিস্তীর্ণ প্রান্তরে দায়ুদ খাঁর সঙ্গে সম্রাট আকবর শার শক্তি পরীক্ষা হবে। চিরদিন বিজ্রোহের দেশ এই বাঙলা, আমি একে এমন শিক্ষা দিয়ে বাব যেন ভবিষ্যতে আর বিজ্রোহের স্বপ্ন না দেখে।

আলি। আপনি পরিত্রাণ, বিদ্রাম করুন।

মুনীম । আমার বিপ্রাসের জন্য অসহ্যতার স্বাক্ষর অপেক্ষা করবে না । সাতদিনের মধ্যেই রাজসহলে পৌঁছানো চাই । বাংলার আমাদের সহায় কেউ আছে ।

আলি । স্বয়ং শাহাজাদা নাসির খাঁ আমাদের সাহায্য করবেন ।

মুনীম । শাহাজাদা !

আলি । হ্যাঁ ; তাঁর পিতার ব্যবহারের জন্য তিনি লজ্জিত । শাহাজাদা আপনাদের সঙ্গগাত পাঠিয়েছেন ।

মুনীম । কি সঙ্গগাত ?

আলি । হিন্দু ঔরং । [ ছবির প্রবেশ । ] ঐ যে ।

ছবি । আমাকে এখানে ডেকেছে কেন ?

আলি । তুমি তিন দিন খাও নি কেন ?

ছবি । ঠাকুর পূজো না করে আমি খাই না ।

আলি । এ জীবনে আর ঠাকুর পূজো করতে পাবে না ।

ছবি । তাহলে জীবনেও আমার প্রয়োজন নেই ।

মুনীম । এ কে আলি মনসুর ?

আলি । গণপতির বোন ।

মুনীম । তোমরাই তাই-বোনে দায়ুদ খাঁকে কেন্দ্র করে তুলেছ ?

ছবি । দায়ুদ খাঁ এত ছোট কন যে আমরা তাঁকে কেন্দ্র করে তুলব ।

মুনীম । তুমি না খেয়ে মরতে চাও কেন ? তোমার উপর কেউ অত্যাচার করেছে ?

ছবি । অত্যাচার আর কাকে বলে খাঁ সাহেব ? আমি হিন্দুর বিধবা ; আমাকে বেদিন ঘর থেকে তাড়িয়ে নাম করে তুলিয়ে এনেছে, সেইদিনই আমার সব গেছে ।

মুনীম। না, তোমার কিছুই বার নি। হিন্দু-সমাজ তোমার কাছে-  
তু ধু বাধীর মত সেবাই নিয়েছে, দেয় নি ত কিছু। বাঙরা-পর্য  
পোষাক-পরিচ্ছদ কোন দিক দিয়েই তারা তোমার উপর সুবিচার-  
করে নি। ইচ্ছা করলে তোমার জীবনটাকে তুমি মধুময় করে তুলতে পার।

ছবি। এ কথা শোনাও আমার মহাপাপ। আমরা নিজেদের  
বঞ্চনা করে সংসারকে সেবা করি, এতেই আমাদের সুখ। এ সুখ  
আমরা ছাড়া আর কেউ বুঝবে না।

মুনীম। কিন্তু তুমি কিরে গেলেও ত তোমাকে কেউ নেবে না।

ছবি। নিশ্চয়ই নেবে। আমার দাদা জানেন, আমার কোন-  
দোষ নেই।

মুনীম। তোমার দাদা ত সমাজে বাস করে।

ছবি। সমাজ তিনি ভ্যাগ করতে পারেন, তবু আমাকে ভ্যাগ-  
করতে পারেন না।

মুনীম। তুমি তাহলে কি করতে চাও?

ছবি। ঘরে কিরে যেতে চাই।

আলি। তারপর?

ছবি। তারপর বাঙলার তরুণ সমাজকে তোমাদের পেছনে  
লেগিয়ে দিয়ে একটা একটা করে তোমাদের জীবন্ত সমাধি দেখতে চাই।

আলি। খবরদার কসবি!

ছবি। চুপ। তেবেহে আমি অসহ্যার? না আলি মনশুর! আমার  
নিঃশ্বাসে বিষ আছে, আমার এই কেশপাশ লাগ হয়ে দংশন করতে জানে।

আলি। ছবি—

ছবি। রামায়ণ পড় নি ত? শুনেবে রামায়ণের কাহিনী? রাবণ  
সীতাকে হরণ করেছিল, তার নিঃশ্বাসে অন্তবদ্ধ রাবণ বংশটা পুড়ে-

ছাই হয়ে গেল। তোমাদেরও তাই হবে। আমাকে কিরিয়ে দাও  
আর না দাও, বা করেছ তোমরা, তার শাস্তি যুত্ব।

আলি। তোমার শাস্তি আগে এই লাধি— [ পদাঘাতে উত্তোপ ]

মুনীম। আলি মনসুর! [ আলি মনসুর সংঘত হইয়া উপবেশন  
করিল ] এত হাল্কা মেজাজ নিরে রাজকার্য্য চলে না। শোন  
বালিকা, যে ভাবে তুমি এখানে এসেছ, তাতে আমরা তোমাকে  
কিরিয়ে দিতে পারি না। তুমি বিশ্বাস কর, যদি সম্ভব হত, আমি  
এই মুহূর্ত্তে তোমাকে মুক্তি দিতাম।

আলি। মুক্তি কি জনাব? আপনাকে ত বলেছি, এ উপহার  
আপনারই জন্ত।

মুনীম। আমার কাজের জন্ত আমি ত বেতন পাই আলি মনসুর।  
প্রজারা যদি আমাকে উপহার দেয়, সে উপহার আমার নয়,  
সম্রাটের। যুদ্ধের পর এ উপহার আমি সম্রাটের কাছে নিয়ে যাব।  
তিনি যদি গ্রহণ করেন, ভাল; না করেন, আমি বেখান থেকে  
নিয়ে যাচ্ছি, সেইখানেই রেখে যাব। তোমার কোন ভয় নেই না!  
তুমি আহাৰ্য্য গ্রহণ কর। সম্রাট মহাশুভব; আর তাঁর গোলামের  
গোলাম এই মুনীম ঝাঁর কাছে নারীমাত্রই সেলামের পাত্রী।

ছবি। আপনিই কি সম্রাটের সেনাপতি? আপনারই নাম  
মুনীম ঝাঁ?

মুনীম। হ্যাঁ মা!

ছবি। নমস্কার।—

মুনীম। খোদা তোমার মঙ্গল করুন।

ছবি। কিন্তু আলি মনসুর! তুমি সাবধান। [ প্রস্থান।

আলি। আপনি শাহজাদার সঙ্গীত উপেক্ষা করলেন?

মুনীম। উপেক্ষা করতে পারি না বলেই মুক্তি দেওয়া হল না।  
আলি। আপনি ওকে গ্রহণ করবেন না?

মুনীম। কি করে করব বল? হিন্দুরা আমাদের ছোঁয় না,  
আমিই বা কেন হিন্দুর মেরেকে স্পর্শ করব?

আলি। আহা-হা? অমন খপন্থরত মেরে—

মুনীম। আলি মন্থুর, যুদ্ধ আর প্রেম একসঙ্গে হয় না। এই  
জন্তই জীবনে আমার সাদী করা হল না।...আচ্ছা, তোমরা বাক্স  
কর, আমি কাল সন্ধ্যায় রাজমহলে তোমাদের দেখতে চাই।  
সাবধান, মনে রাখবে, নারী নারী, তার কোন জাত নেই।

আলি। কোথায় যাবেন?

মুনীম। জাহান্নামে। [ প্রস্থান ]

আলি। বা ব্যাটা বা! তুই না নিস, আমি নেব।

গীতকণ্ঠে বাইজীগণের প্রবেশ।

বাইজীগণ। গীত ;

পীরিতের এ নর ধারা।

হালোপনা করবে বড়, সরবে তত নরনতারা।

বধু যদি বায়ে হাঁটে, চলবে তুমি ভাইনে,

মন যদি চায়, বলবে মুখে,—দূর হয়ে বা চাইনে,

বেশী করে হুতো হাড়ে,

ধেলিয়ে এনে জানে মারো

হাতের মূঠোর এলে করো যেমন খুশী লাড়াচাড়া।

আলি। বা বা, এখন নাচগান শোনবার সময় নেই ; এখন  
হাটনি তুলতে হবে। [ বাইজীগণের প্রস্থান। ] মুক্তিলা হয়েছি এই  
হুঁড়ি আমার হুঁড়কে দেখতে পারে না।



বেদিনীর বেধে মোবারকের প্রবেশ।

বেদিনী। সেলাম জনাবানি!

আলি। এখানে ভিক্সে মিলবে না।

বেদিনী। ভিক্সে নয় হজুর! আমার কাছে বহুৎ দাওয়ারাই আছে।  
চাই?

আলি। দাওয়ারাই?

বেদিনী। হ্যাঁ। পেট ভুঁটভাট করে, গলা বুক জালা করে, ঘুম হয় না, ক্রিদে হয় না,—আমার কাছে তার-তাল ওবুধ আছে। শক্তর ভয়ে চোখ বুজলেই স্বপ্ন দেখেন, কিছুতেই শক্ত জব্ব হচ্ছে না, তারও ওবুধ আমার কাছে আছে। শক্ত-মোহিনী হুন্দী চোখে লাগিয়ে শক্তর সামনে বান, আপনাকে দেখতে পাবে না, কোন মেরেকে আপনি ভালবাসেন, সে আপনাকে পেরায় করে না, আমি সাত দিন ঝাড় ফুক করে তাকে আপনার পা-চাটা কুকুর করে দেব।

আলি। তুই বশীকরণ বিত্তে জানিস?

বেদিনী। আমি জানে না ত জানে কে? আমার বাবা ছিল—

আলি। তোর বাবা উচ্ছন্ন থাক। সাত দিনের মধ্যে তুই একটা মেরেমাছুবকে আমার—

বেদিনী। বুঝছি। যদি ঝুঁ পারি, আমার মাথাটা এখানে রেখে চলে যাব।

আলি। ঠিক হয়েছে। হুঁড়ীর বড় ভেজ! এখনি আমার ছাউনি ভেঙ্গে রাজমহলে যাক্ছি। তুই ছবির বজরার থাক্বি। রাজমহলে পৌছে যেন দেখতে পাই, সে আমার নামে আত্মহার।

বেদিনী। সে আর আপনাকে দেখতে হবে না। দেখুন না, আমি কি করি। তাহলে চলুন হজুর, মেরেটাকে একবার দুই থেকে

স্বাভাৱী

[ দ্বিতীয় অঙ্ক ।

আগে দেখে নিই; পৰীৱ নজৰ থাকিলে তেলপড়া দিৱে ছাড়াতে হবে। তারপর তিকিছে আৱন্ত হবে।

আলি। তোকে কি দিতে হবে?

বেদিনী। ছশো টাকা।

আলি। তাই সই, চল।

[ উভয়েৰ প্ৰস্থান ।

—:—

উৰ্ব্বশ্বৰ্য্যদুশ্ৰী ।

ৰাজপ্ৰাসাদ ।

দায়ুদ খাঁৰ প্ৰবেশ ।

দায়ুদ। দায়ুদ খাঁৰ ৰাজ্যে এক নাৱীকে তাৰ ঘৰ থেকে চুৰি কৰে নিৱে বাৰ, এতবড় বুকেৰ পাটা কাৰ? সাধাৰণ লোকেৰ পক্ষে এ সম্ভব নয়। এ নিশ্চয়ই কোন উচ্চপদস্থ ৰাজকৰ্ত্তাৰী অথবা বাদশাহী তহনীলদাৱেৰ কাজ। দুৰ্ভাগ্য জানে না যে একটা নগণ্য প্ৰজাৰ সম্বন্ধেৰ বিনিময়ে দায়ুদ খাঁ তাৰ সৰ্বস্ব বিসৰ্জন দিতে পাৰে।

নাসিৰ খাঁ ও সত্যপীৰেৰ প্ৰবেশ ।

নাসিৰ। পিতা, এই লোকটা ৰাজপথেৰ ধাৱে একটা অদ্ভুত ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰছিল, আমি ওকে ধৰে এনেছি।

সত্যপীৰ। আজ ধৰেহ হাতে, কাল ধৰে পাৰে।

দায়ুদ। কি ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰছিলে?

সত্যপীৰ। হিন্দুলাম ধৰ্ম।

নাসিৰ। হিন্দু ধৰ্ম আৰু ইসলাম ধৰ্মেৰ অপূৰ্ণ মিশ্ৰণ।

[ ৮০ ]

দায়ুদ । পোষাক পরিচ্ছদেও অপূৰ্ণ দেখছি । কি নাম তোমার ?  
সত্যপীর । সত্যপীর ।

দায়ুদ । বাঃ, নামেও কোন কীকি নেই । তুমি হিন্দু না মুসলমান ?  
সত্যপীর । আমার মা ছিল হিন্দু, সে মারা বাবার পর আমাকে  
পালন করে এক মুসলমান । আমি হিন্দুও নই, মুসলমানও নই ; আমি  
হিন্দুমান ।

নাসির । হতভাগ্য কাকের একসঙ্গে গুলোও করে, নমাজও করে ।  
সত্যপীর । নমাজ নমাজ করো না, পূমাজ ।

দায়ুদ । সে আবার কি রকম ?

সত্যপীর । দেখবেন ? [ পূমাজ পাঠ ] হে খোদাবান ! হিন্দুরা  
ধ্বংস হক, মুসলমানেরা উদ্ধার থাক ।

নাসির । থাম ।

দায়ুদ । তোমার আরাধ্য তাহলে খোদাবান ? খোদা আর  
ভগবানকে একসঙ্গে গুলে নিয়েছ ?

সত্যপীর । হ্যাঁ জনাব, বড় চমৎকার ধর্ম ! বার বছর দিন-রাত  
ভেবে ভেবে আমি এই ধর্মটি আধিকার করেছি । বড় চমৎকার ধর্ম,  
কারও গোঁসা করবার উপার নেই । আর সত্যই ত খোদা আর  
ভগবান বলে কেউ নেই ।

নাসির । চূপ কর মূর্খ ।

সত্যপীর । চট কেন খাঁয়ের গো ? তোমার যা বিত্তে, সে বোঝা  
গেছে ; তোমার যারা রাজস্বও হবে না, ককিরিও হবে না । তুমি  
আমার হাত ধরেছ, বাড় ধরেছ, পায়ে বেদিন ধরবে. সেদিন আমি  
মারব এক—

নাসির । চোপরাও কাকের ।

সত্যপীৰ। ওই দেখুন বুদ্ধিৰ দোঁড়। আমি একজন পীৰ,  
আমাকে বলে কাকের।

দায়ুদ। পীৰ সাহেবের কতগুলো শিষ্য হয়েছে?

সত্যপীৰ। এখনও কেউ হয় নি; প্রথমে আমি আপনাকেই  
শিষ্য করব ভাবছি।

নাসির। পিতা শিষ্য হবেন তোমার?

সত্যপীৰ। নিশ্চয়ই হবেন। এমন ধৰ্ম্ম আর পাবেন কোথায়?

দায়ুদ। কিন্তু আমি যে খোদাকে বিশ্বাস করে ফেলেছি।

সত্যপীৰ। এবার থেকে অবিশ্বাস করুন!

দায়ুদ। অবিশ্বাস করব কেন?

সত্যপীৰ। না করলে ত আমার শিষ্য হতে পাচ্ছেন না।

দায়ুদ। সেও ত বিপদের কথা। তাহলে তুমি এক কাজ কর,  
তুমি এই নাসির খাঁকে শিষ্য করে নাও। এই ভক্তলোক ভগবানকেও  
কানড়ীতে পারবে, খোদাকেও পথে বসাতে পারবে। এর চেয়েও  
একজন ভাল শিষ্য আছে, তার নাম বাহাজুর। ডাইনে বাঁয়ে এমন  
ছ'জন চেলা থাকলে তোমাকে টেনে বেহেস্তে তুলে নেবে।

সত্যপীৰ। না নবাব সাহেব, এ সব বাজে শিষ্য আমি করব  
না। ধৰ্ম্মটা নষ্ট করে ফেলবে।

নাসির। অজুযতি করুন পিতা, এই গর্দভটাকে গাংলাগাংদে  
পাঠিয়ে দিই। [ হস্তধারণ ]

দায়ুদ। নাসির খাঁ! [ নাসির নিবৃত্ত হইল ] ধৰ্ম্ম বাহাজুর  
ব্যক্তিগত সম্পদ; যে যে ধৰ্ম্মই আচরণ করুক, তাতে বাধা দেবার  
অধিকার কারও নেই।

নাসির। আপনি এই উম্মাদের বাচালতা যুগ বুঝে সহ্য করবেন?

দায়ুদ। খোদা যাকে এতকাল সহ করেছেন, আমরা তাকে এক মুহূর্ত সইতে পারব না? বাও, বাইরে অপেক্ষা কর।

[ নাসিরের প্রস্থান।

সত্যপীঠ। তাহলে আপনি আর দেয়ী করবেন না। স্থান করে আনুন, আমি সব শিখিয়ে দিয়ে বাই।

দায়ুদ। তুমি ত বলছ, তুমি আধা হিন্দু, আর আধা মুসলমান। আচ্ছা, ভগবানকে তুমি বিশ্বাস কর না কেন?

সত্যপীঠ। কখনও তাঁকে দেখি নি বলে।

দায়ুদ। তবে ভগবানকে বাদ দিয়ে খোদার শরণ নিলে না কেন?

সত্যপীঠ। খোদা নাকি নিরাকার, কেউ তাঁকে দেখে নি।

দায়ুদ। দোষ তাহলে না দেখার?

সত্যপীঠ। এই ত আপনার বুদ্ধি খুলে আসছে। দেখুন, আমার মা বলে গেছে,—না দেখে কিছু খাসনে, না বুঝে কিছু নিসনে। ভগবানই বলুন, আর খোদাই বলুন,—আমি আগে দেখব, তারপর বিবেচনা করব তাঁকে আরাধনা করা যায় কি না?

দায়ুদ। লোকে আরাধনা করে তাঁকে পার, আর তুমি পেরে আরাধনা করবে?

সত্যপীঠ। যদি ভক্তি হয়।

দায়ুদ। আচ্ছা, তোমার খোদাবানকে তুমি দেখেছ?

সত্যপীঠ। না।

দায়ুদ। তবে তাঁর আরাধনা করছ কেন?

সত্যপীঠ। তাও ত বটে। তাহলে—? এ যে আপনি বড় গোলমাল করে দিলেন। আমি এখন কি করি? এত করে একটা ধর্ম আবিষ্কার করলুম, আর আপনি নবাব বলে হুঁরে উড়িয়ে দিতে চান? ধ্যেং, নবাব বাদশার কাছে আসাই আমার জুল হয়েছে।

দাহুদ। না বহু, তুমি ঠিক কারগারই এসেছ। যে কারণে খোদা আর ডগবানকে তুমি উড়িয়ে দিয়েছ, সেই কারণেই তোমার খোদা-বানকেও উড়িয়ে দাও।

সত্যপীর। তাহ'ল আমি করব কি ঘোড়ার ডিম? হিন্দুরা দেয় না জল, মুসলমানেরা দেয় না পানি, আমি কি তবে মাথা খুঁড়ে মরব?

দাহুদ। না, তুমি বাঁচবে।

সত্যপীর। কি করে বাঁচব? আমি হিন্দু না মুসলমান?

দাহুদ। তুমি বাঙালী।

সত্যপীর। আমার ধর্মটা কি?

দাহুদ। মাহুভের ধর্ম।

সত্যপীর। মাহুভের ধর্ম।

দাহুদ। হ্যাঁ সত্যপীর। তুমি হিন্দু বা মুসলমান হতে ঘেরো না। তুমি হবে মাহুভ। তোমার দেবতাকে তুমি আরাধনা না করেই পেয়েছ।

সত্যপীর। কে? কে সে দেবতা, বাকে চাঙরার আগেই পাঙরা যায়?

দাহুদ। তোমার অন্তর্ভূমি।...এই স্তম্ভলা স্তম্ভলা বনজননী, তোমার সে আরাধনার ধন। এর মধ্যে খোদাও আছেন, ডগবানও আছেন। তোমার নমাজও পড়তে হবে না, পুজোও করতে হবে না; তুমি বাঙ'লা নারের সেবা কর।

গীতকণ্ঠে ককিরের প্রবেশ।

ককির।

প্রীতি ;

পাখল ঘেনে আর।

ভূব দিয়ে বা বাঙ'লা নারের রূপের দরিদ্রার।

কলে মূলে ধৰে ভৰা,  
 রূপটি মূলেৰ পাখল করা,  
 বগটি তোর আকাশে নর, বৰেৰ আদিত্য।  
 আমাৰ খোদা তোর মায়াময়,  
 এই মাটিতেই পাতল আনন,  
 একেৰ মাঝেই দু'জন আছে, যে বাবে চাহ,—পায়।

দায়ুদ। হজৰং। এই হতভাগা মায়ের কোলে বসেও মায়ের  
 রূপ দেখে নি, মায়াজীবন ধরে খোদা আর ভগবানের মধ্যে দোল  
 খেয়ে মরেছে। একে আপনি মায়ের রূপ দেখিয়ে আছন।

ককির। এস।

সত্যপীঠ। আমি বাঙালী? আমি মাহু? খোদা আর ভগবান  
 দু'জনকেই পাওয়া বাবে একজনের মধ্যে। কই, চল ত দেখি,  
 কেমন তার রূপ! | ককিরসহ প্রস্থান।

নাসির খাঁর প্রবেশ।

দায়ুদ। নাসির খাঁ!

নাসির। পিতা, বার তার মূলে আপনাত এই বাক্যলাপ আমাৰ  
 অসহ।

দায়ুদ। তুমি যদি নবাব হও, কটকের দু'ধারে দুটো অস্ত্র  
 রেখে দিও, যে আসবে তাকে শিরশ্ছেদ করবে। কিন্তু আমি  
 তাবহি শাহজাদা, আমাৰ রাষ্ট্র নারীহরণও সম্ভব হল।

নাসির। হরণ এ নর পিতা। গণপতির তরী খেজাৰ গৃহত্যাগ  
 করেছে।

দায়ুদ। কি করে জানলে?

নাসির। শুনেছি মেনেটোর চরিত্র খাৰাপ।

দায়ুদ। শাহাঙ্গাদা দেখছি রাজ্যের ঘেরেঘের চরিত্রের খবরও রাখেন।

নাসির। খবর আমি রাখি না; লোকে বলে, তাই—

দায়ুদ। লোকে শাহাঙ্গাদার সম্বন্ধেও অনেক কথা বলে।

নাসির। কি বলে?

দায়ুদ। বলে যে শাহাঙ্গাদা পিট্রোহী।

নাসির। এ আপনি কি বলছেন?

দায়ুদ। নাসির খাঁ, গণপতির তরী অপহৃত্য—হ্যাঁ। অপহৃত্য, আমি তাকে চাই। এর জন্য যদি আমার বাঙলার মসনদ বজাপসাগরের জলে বিসর্জন দিতে হয়, তাও দেব।

নাসির। যদি বলেন, আমি খুঁজে দেখতে পারি।

দায়ুদ। আমি বলব, তবে তুমি খুঁজবে! রাজকাৰ্য্য রাসাতলে থাক, হাট-বাজার, নাচ-গান, খানাপিনা সব বন্ধ হক। তোমার লজ্জা করে না? আমার রাজ্যে নারী অপহৃত্য, আর আমারই হায়েমে বসে আমারই পুত্র সরাব আর বাইলী নিয়ে মসগুল? মোবারককে ডেকে একটা রাজকাৰ্য্যের তার দিচ্ছেলাম; সে আমার কথা অগ্রাহ্য করে চলে গেল। বললে,—“রাজকাৰ্য্য অপেক্ষা করতে পারে, কিন্তু নারীর সম্মান অপেক্ষা নইবে না।”

নাসির। মোবারক তার সন্ধানে গেছে?

দায়ুদ। হ্যাঁ, মাত্র দশদিন সে সময় নিয়েছে। আমি জানি সে ছবিকে ছিরিয়ে আনবেই।

নাসির। আনবে।

দায়ুদ। নিশ্চয়। কিন্তু এ পৌরব তুমি কি নিতে পার না?

নাসির। বেশ, আমি বাচ্ছি। কিন্তু সন্ধান-পেলেও সে যদি না আসে?



দায়ুদ। সন্ধানটাই তুমি দাও; তার পরের ব্যবস্থা আপাততঃ আমার কল্পনাতেই থাক।

নাসির। এই সামান্য ব্যাপারের জন্ত এত অস্থিরতার কোন প্রয়োজন ছিল না।

দায়ুদ। সামান্য ব্যাপার! অপদার্থ।

ফুলবেগমের প্রবেশ।

ফুলবেগম। কি জাঁহাণনা? সাতবার ডেকে পাঠিয়েছি, তবু তোমার খেতে বারার অবসর হল না?

দায়ুদ। এই যে বাজি ফুলবেগম।

ফুলবেগম। বাবে কখন? বেলা যে গেল।

দায়ুদ। অপেক্ষা করতে বল; এত তাড়াতাড়ি গেলে চলবে কেন?

ফুলবেগম। কি তোমার এত রাজকাৰ্য্য? সকাল থেকে কিছুই ত করনি। যে কেউ এসেছে, সখাইকেই জিজ্ঞাসা করেছে, “ছবিকে কে নিয়ে গেছে বলতে পার?” একটী মেয়ের জন্ত কি পাগল হবে নাকি?

দায়ুদ। মেয়েটা যদি আমার হত, তাহলে বোধহয় পাগল হতে আগন্তি ছিল না?

ফুলবেগম। আমি কি জুই বলছি?

দায়ুদ। রাসরাজস্বের কথা শুনেছ? গোটা রাজ্যে একটামাত্র অকাল-মৃত্যু হয়েছিল, তারই কপে রাজ্যে নেমে এল দ্বিভিক্ষা, অনাবৃষ্টি আর অগ্নিবর্ষণ। অকাল-মৃত্যুর চেয়ে নারীহরণের কলঙ্ক সহনশূন্য বেশী। বার রাজ্যে একটা নারীহরণ হয়, তার তুবানলে প্রাণ দেওয়া উচিত।

কুলবেগম। তুমি ভাবছো কেন প্রভু? মোবারক যখন গেছে, তখন কিরিরে আনবেই।

দায়ুদ। আনবে, কিন্তু—

কুলবেগম। জানি—তুমি কি বলছো। যদি তাই হয়, তার ত কোন দোষ নেই। তবু কি সমাজে সে ঠাই পাবে না? না পার, তাকে একখানা কুটির বেঁধে দিও, আমি তাকে নিয়ে সেইখানেই থাকব। সে করবে পূজা, আমি পড়ব নমাজ। আমি তার সঙ্গে গীতা পড়ব, সেও আমার সঙ্গে কোরাণশরীফ পড়বে।

দায়ুদ। বড় অসময়ে এসেছ বেগম! আর দশ বছর আগে যদি আসতে, দায়ুদ খাঁর বৌবনে আর তাঁটা পড়তো না। রাজত্ব হাতে নিয়ে খোলা আর ভগবানের দরবারে কেবলি ছুটোছুটি করেছি। হুজুনকে নাকখানে এনে মুখোমুখী দাঁড় করাতে পারি নি। মাহমুদ মানুষকে শ্রুণু করে, এ হুংম বললে বোঝাবার ঠাই আমার ছিল না।

কুলবেগম। এখন ত ঠাই পেরেছ, এখন বোঝাও।

দায়ুদ। আর বোধহয় সময় নেই।

কুলবেগম। ওমা, আবার জুতোর শব্দ হচ্ছে! কোন্ পোড়ামুখো আবার ঘ্যানঘ্যান করতে এল? এরা আমার পাগল করবে।

[ প্রস্থান ]

দায়ুদ। কে?

দূতবেশে মুনীম খাঁর প্রবেশ।

মুনীম। বন্ধে গি নবাব সাহেব।

দায়ুদ। বন্ধে গি।

মুনীম। আমি সত্ৰাটের দূত হয়ে এসেছি জনাব।

দায়ুদ। আপনার বক্তব্য?

মুনীম । আপনি সম্রাটের রাজস্ব বন্ধ করেছেন কেন ?

দায়ুদ । আর দেব না বলে ।

মুনীম । কেন দেবেন না ? বাঙলার সবই ত আপনি ভোগ করছেন ; নাম যাত্রা একটা কর, তাও আপনি দিতে চান না ?

দায়ুদ । না । কর সামান্য হলেও কর দিতে যারা আসেন, তাঁদের প্রভু সামান্য নয় । তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে হলে নজর দিতে হয়, যতদিন তাঁরা এখানে থাকেন, তাঁদের জন্ত আশে পাশের বাঙালীরা সহজে নিঃশ্বাস কেলেতে পারে না ।

মুনীম । এইজন্যই কি আমাদের তহশীলদারকে আপনি অপমান করেছেন ?

দায়ুদ । হত্যা করলেই ভাল হত ।

মুনীম । আমাদের রূপমহল ধ্বংসাৎ করেছেন কেন ?

দায়ুদ । আমার জমির উপর আমি অপরের প্রাসাদ থাকতে দেব না ।

মুনীম । আপনার জমি !

দায়ুদ । হ্যাঁ ।

মুনীম । তাহলে আপনার এই সঙ্কল্পই স্থির ? কর আপনি দেবেন না ?

দায়ুদ । না, বাঙলা স্বাধীন রাজ্য, আমি তার একটা কাণাকড়িও সম্রাটকে দেব না । অবশ্য বাঙলার বদান্ততার কথা আপনারা শুনেছেন । আপনারদের রাজকোষে যদি অর্থের অভাব হয়, বছরে বছরে তাঁদার খাতা নিয়ে আসবেন, কর বা দিফুস, তার দিগুণ টাকা আমি দেব, কিন্তু কর দেব না ।

মুনীম । আপনি যে কর দেন, তাতে সম্রাটের জুতোর দামও হয় না । আর ককিরের তাঁদার উপরে তাঁর উৎসবও নির্ভর করে না ।

দায়ুদ । তাহলে আপনি এখন আসুন সিপাহশালার ।

মুনীম । সিপাহশালার ।

দায়ুদ । হ্যাঁ মুনীম খাঁ ।

মুনীম । বুঝলাম দায়ুদ খাঁ বুদ্ধিমান । কিন্তু তিনি জলে বাস করে কুমীরের সঙ্গে লড়াই করছেন কেন, তাই আমি বুঝতে পারছি না ।

দায়ুদ । জলে আমি বাস করছি না মুনীম খাঁ, আমি বাস করি আমারই অধিকৃত ডাকার ; আপনিই জল থেকে রোদ পোহাতে উঠে এসেছেন । কিন্তু আর আপনি অপেক্ষা করবেন না, এখানে বড় বাঘের ডর ।

মুনীম । বাঘের ডরে মুনীম খাঁ টলে না । সজ্ঞাট আপনার কাছে ছুটি জিনিষ পাঠিয়েছেন, এর একটি রেখে আর একটি কিরিয়ে দিন । [ তরবারি ও ফুলের মালা বাহির করিয়া দিলেন ]

দায়ুদ । ও—তরবারি আর ফুলের মালা ! বেশ, তরবারিই আমি গ্রহণ করলাম । ফুলের মালা আপনি কিরিয়ে নিরে বান ।

মুনীম । তাহলে আবার আমাদের সাক্ষাৎ হবে ।

দায়ুদ । কোথায় ?

মুনীম । রাজমহলে ।

দায়ুদ । সেলাম ।

মুনীম । সেলাম ।

[ প্রস্থান ।

দায়ুদ । বুদ্ধ, বুদ্ধ । বিশাল বাদশাহী কোঁজের সঙ্গে কুমীরের বাড়ালী সেনার বুদ্ধ ।

গীতকণ্ঠে প্রতাপের প্রবেশ ।

প্রতাপ ।

পীত ;

চল পথে দুর্বার শকারে করি জয় ।  
নাহি ভয় বীরবর, নাহি ভয়, নাহি ভয় ।  
পাষাণের কারাগার হুকারে ফেটে থাক্ ;  
বৃহিভ হক অগ্নি স্মৃৎল খুলে থাক্ ;  
বাহিরের বত কালো,  
হুঃখের দীপে আলো,  
অড়তা ভীকতা হক কর ।  
নাহি ভয় ।

দায়ুদ । বাদশাহী কোজের সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারবে প্রতাপ ?  
প্রতাপ । নিশ্চয়ই পারব ।

দায়ুদ । কল কি হবে, অসুমান করতে পারো ?

প্রতাপ । পারি,—হয় মারব, না হয় মরব ।

দায়ুদ । যদি বন্দী করে নিঃশেষ বার ?

প্রতাপ । নিঃশেষ গেলেই হ'ল ? আমরা সজ্জিত করব না, বন্দীও  
হব না ।

দায়ুদ । ঠিক বলেছ বাক্স । আমরা সজ্জিত করব না বন্দীও  
হব না । দায়ুদ খাঁ মরবে, তবু স্বাধীন বাঙলার নিশান নামাবে  
না ।

[ প্রস্থান ।

প্রতাপ । স্বাধীন বাঙলা, আগো—

[ প্রস্থান ।

# তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য ।

বজরাব অভ্যন্তর ।

ছবির প্রবেশ ।

ছবি । ঝড় উঠেছে । কি ঠাণ্ডা, আর কি ভরানক শব্দ ! এই ঝড়ে বজরাটা কি উল্টে যেতে পারে না ? নদীর ওই পাগাড় প্রমাণ দেউ কি একটাও আমার ক্ষেপে নয় ? এ কোন্ নরকে বাচ্ছি, কে জানে ?

বেদিনীবেশে মোবারকের প্রবেশ ।

মোবারক । ভয় পেরেছ ?

ছবি । কেন তুমি জলপড়া তেলপড়া দিবে আমার বিরক্ত করছো ? কোন ওবুখেই আমাকে পোষ মানাতে পারবে না । আমি মরব, তবু কলঙ্কিনী হব না ।

মোবারক । তা আমি জানি ।

ছবি । জান, তবে বুঝা চেষ্টা করছো কেন ?

মোবারক । আশা কি কেউ ছাড়ে ? তোমাকে যদি আর্জ মনশুরের বশ করে দিতে পারি, কড়কড়ে ছশো টাকা পাব !

ছবি । এর চেয়ে অনেক বেশী টাকা আমি তোমার দিতে পারি, যদি আমার একটা কাজ তুমি করতে পার ।

মোবারক । কি কাজ শুনি ।

ছবি । তাগুর আমার এক তাই আছে, তার কাছে গিয়ে বলবে—

মোবারক । দাঁড়াও, একটা একটা করে বল । তাইটি হচ্ছে কে ?

ছবি । তার নাম মোবারক আলি, সবাই তাকে চেনে ।

মোবারক । মশ্‌করা করছ কেন ঠাকুরণ ? তুমি বলে হেঁছ,  
আর তোমার ভাই মুসলমান ?

ছবি । বাঙলা দেশে ভাই হয় ।

মোবারক । কি করে হয় ? তোমার বাপ্ হেঁছ, আর তার বাপ  
মুসলমান ।

ছবি । কিন্তু আমাদের একই মা ।

মোবারক । এক মা কি গো ?

ছবি । হ্যাঁ । সে আমাদের বাঙলা মা । এই সার্কজমীন মায়ের  
চারি পাশে আমরা লক্ষ লক্ষ নমাজী আর লক্ষ লক্ষ পূজারী এক  
সোনার সংসার রচনা করেছি । ভাই আমরা হিন্দু-মুসলমান ভাই-বোন ।

মোবারক । কি আজব দেশ বাপু তোমাদের । বাবু তারপর ?  
মোবারককে কি বলব ?

ছবি । বলবে, ছবি রাজমহলের পথে মোগলের বজরার । আর  
কিছু বলতে হবে না ।

মোবারক । তারপর আমার বকশিস ?

ছবি । বকশিস চাইলে ঠাকুরে, না চাইলে বেশী পাবে ।

মোবারক । বললেই মোবারক ছুটে আসবে ?

ছবি । নিশ্চয়ই আসবে ।

মোবারক । তোমাকে সে খালাস করতে পারবে ?

ছবি । সে না পারে, এমন কিছুই নেই ।

মোবারক । তুমি তার সঙ্গে যাবে ?

ছবি । তার সঙ্গে অন্ধকার রাতে একা পথ চলতেও আমার  
ভয় নেই ।

মোবারক । তবে সে এসেছে ।

হরি। মোবারক এসেছে! কোথায়?

মোবারক। এই বজরায়।

হরি। বজরায়! তুমি জান? কই, কোনখানে তাই মোবারক? মোবারক। তোমার সম্মুখে। [পরচুল তুলিয়া দেখাইল]

হরি। তাই,—

মোবারক। ভয় কি দিদি? আজই তোমাকে মুক্ত করব। তুমি সঁতার জান?

হরি। জানি।

মোবারক। তবে সঁতার দেবার জন্ত প্রস্তুত হয়ে থাক। আমি এই বজরায় তলা ফাঁসিয়ে দেব। বজরায় যখন জল উঠবে, তুমি ভয় পেয়ে ছাউনীর বাইরে যাবে। আলি মনসুর পাশের বজরা থেকে নিশ্চরই ছুটে আসবে। তুমি তার আগেই জলে বাঁপ দেবে।

হরি। তারপর?

মোবারক। তারপর মরবে।

হরি। তুমিও ত মরবে?

মোবারক। আমি মরব কেন? মুসলমানের রাজত্বে মুসলমানই বাঁচবে, আর হিন্দুরা সব মরবে।

হরি। সে মুসলমান তুমি নও মোবারক! সে নাসির ঝাঁ।

মোবারক। তোমাকে এখানে কে এনেছে জান?

হরি। হুটো লোক আমাকে দাদার অস্ত্রখের কথা বলে নিয়ে এসেছিল। এখন আর তাদের দেখতে পাচ্ছি না।

মোবারক। তারা মরেছে। তারপর এখানে এলে কি করে?

হরি। আমাকে একা দেখে এক ককির আলি মনসুরের কাছে পৌঁছে দিয়ে গেছে। পথে আমি জানতে পারি যে দাদার অস্ত্রখের কথা মিথ্যে।



মোবারক। সে ককিরকে আর কখনও দেখেছ ?

ছবি। এইমাত্র সে এসেছিল আলি মনসুরের সঙ্গে।

মোবারক। ওই বুঝি ককিরসাহেবের পায়ের দাগ ?

ছবি। হ্যাঁ, হ্যাঁ, তুমি কি করে চিনলে ?

মোবারক। ককিরসাহেবের নাম কি জান ?

ছবি। কি নাম ?

মোবারক। শাহজাদা নাসির খাঁ।

ছবি। তুমি কি করে জানলে ?

মোবারক। শাহজাদার পায়ের একটা আঙ্গুল নেই। ওই দেখ, ককিরের পায়ের একটা আঙ্গুল নেই।

ছবি। তাহলে কি হবে ?

মোবারক। কোন ভয় নেই বোন ! আমি যতক্ষণ আছি, দশটা-শাহজাদা এলেও তোমার কেশ স্পর্শ করতে পারবে না। আলি মনসুরের আগেই শাহজাদা মরবে।

ছবি। তুমি যাও মোবারক ; তোমাকে হয়তো সে চিনতে পেরেছে, হয়তো তোমাকে হত্যা করবে।

মোবারক। ককক ; তার আগেই আমি তোমাকে মুক্ত করব।

ছবি। না না, আমি যাব না, তুমি যাও। মরতে হক আমিই মরব, তোমাকে মরতে দেই না। তোমাকে বাড়ুলার বড় প্রয়োজন।

মোবারক। যত প্রয়োজনই থাক, নিজে মরেও আমি তোমাকে বাঁচাব, তারপর ইচ্ছা হয়, তুমি ধরে গিয়ে মরো।

ছবি। ধর ! আমার ধর ! আমার ঠাকুরের লীলাতুমি ! আর কি সেখানে আমি বেতে পারব ? সেই কুণ্ডবনে পাবীর গান, সেই

দীর্ঘ কাল জল, সেই বিরাট বটের ছায়া—আঃ, বড় তাড়ি তই আমার পাগল করে।

মোবারক। বহিন,—

ছবি। মোবারক! কেমন আছেন আমার দাদা?

মোবারক। বেঁচে আছেন, এইমাত্র। আচ্ছা, তুমি প্রস্তুত হও। আমি বজ্রার দড়ী কেটে দিচ্ছি, এখনি বজ্রা বহর ছেড়ে বাক দরিয়ান ছুটেবে। সাবধান, বা বলেছি অকস্মে অকস্মে পালন করা চাই। [প্রস্থান।

ছবি। ঠাকুর! রক্ষা কর ঠাকুর?

আলি মনসুরের প্রবেশ।

আলি। ছবি,—

ছবি। কে? আলি মনসুর? কেন? কেন তুমি আমার ঘরে এসেছ?

আলি। তাতে আর হয়েছে কি?

ছবি। বেরিয়ে যাও, বেরিয়ে যাও বলছি।

আলি। এখনও তোমার এত তেজ? তাই-বোনে মিলে আমার সঙ্গে কৌতল করে মনে করেছিলে, বড় লুপে থাকবে, নয়? আলি মনসুরকে তুমি চেনো না; যদি পোষ না মান, ভাল করে চিনিরে দেব।

ছবি। চেনাতে আর হবে না, আলি মনসুর। অনেকদিন আগেই তোমার চিনেছিলাম, আজ আরও ভাল করে চিনেছি; তুমি মুর্থ, লম্পট, পণ্ড।

আলি। চোপ্পাও কসবি। আমি বাই হই, তোমাকে আমার কথা গুনতেই হবে। আর এতে তোমার ভালই হবে। আমার পরিচয় তুমি ঠিক জান না। স্বয়ংবাদশা আমার কথাও গুণেন বলেন।

ছবি। তাহলেও আমি তোমার কথা গুনব না।

আলি। গুনবে না?

প্রথম দৃশ্য । ]

বাঙালী

হবি। না—না।

আলি। ভাল কথাই না শোন, চাবুক ঘেরে শোনাব। [ চাবুক আন্দালন ]

বাঙ্গার প্রবেশ ।

বাঙ্গা। হজুর ;—

আলি। বেরিয়ে বা শ্রীর, কে তোকে এখানে আসতে বললে ?

বাঙ্গা। আজ্ঞে—

আলি। কের আজ্ঞে ? বেরিয়ে বা।

বাঙ্গা। বাজি, 'কিছু' ?

আলি। আবার 'কিছু' ? [ চাবুক আন্দালন ]

বাঙ্গা। আরে রাখুন আপনার চাবুক। বজরা, ছুটছে দেখতে পাচ্ছেন ?

আলি। ছুটুক, তুই দূর হ।

বাঙ্গা। বেশ, আমি চললুম ! [ প্রস্থান ।

আলি। শোন হবি,—

হবি। বেরিয়ে বাও অসভ্য বর্কর !

আলি। কি আমি বর্কর ? কসবি, আমি তোর গিঠের ছাল তুলে নেব।

বাঁদীর প্রবেশ ।

বাঁদী। হজুর,—

আলি। আবার হজুর ! এরা আমার পাগল করবে।

বাঁদী। বজরা ছুটছে।

আলি। তুইও ছুটে বা।

বাঁদী। কিছু—

আলি। তুইও বলবি 'কিছু' ? বাঙালী জাতটাই জানোয়ার !  
না বারণ করবে, তাই হাজারবার করবে। বেরিয়ে বা হাজারজাতি।

[ ৯৭ ]

বাঁদী। গাল দিচ্ছেন কেন ? মনিব আছেন, আছেন ; গতকাল  
খাটি মাইনে দেন, তা বলে আপনি গাল দেবার কে ?

আলি। কোতল করব, এ ছটোকেই আমি কোতল করব !

বাঁদী। আগে নিজের দাঁচ, তারপর আমাদের কোতল করো।

আলি। কি বল্গি শয়তানি ?

বাঁদী। আবার গাল দিলে ভাল হবে না বলে দিচ্ছি।

[ প্রস্থান ।

আলি। এ হল কি ? কেউ আমার পোষ মানবে না ? এই  
একটা হিন্দুর মেরে—

ছবি। চুপ্ ! বেরিয়ে যাও। অর এক পাও যদি এগোও,  
আমি তোমাকে ঘরের বাড়ীর পথ দেখিয়ে দেব। তোমার পরমবন্ধু  
নাসির খাঁ এসে তোমার রক্ষা করতে পারবে না।

আলি। একি ! সত্যি বজরা মাঝ দরিয়ার ছুটে বাচ্ছে ? নজর  
তুললে কে ? বান্ধা, বাঁদী—মাঝি, দাঁড়ি—নজর কেল—নজর কেল।

বান্দীর প্রবেশ।

বান্ধা। কোথায় নজর ? নজরের দড়ী কে কেটে দিয়েছে ?

আলি। দড়ী কেটেছে ? কে কাটলে ?

বান্ধা। তা কি জানি ?

আলি। এই হিন্দুর মেরেটাই কেটেছে, এখনি হয়তো বজরা  
উল্টে বাবে। বেদিনী কই, বেদিনী ?

বান্ধা। দেখতে ত পাচ্ছি না।

আলি। দেখ, শীগগির দেখ। ছজনে মিলে বড়বস্ত্র করেছে।  
একি ! বজরার জল উঠছে বে !

বান্ধা। সর্বশেষ,—ছজর ! বজরা কে ছুটো করে দিয়েছে। "

আলি। বেদিনীকে দেখ, ওরে বেদিনীকে দেখ আর এই  
ঝেরটাকে—[ অগ্রসর ]

মোবারকের প্রবেশ।

মোবারক। বেদিনা এসেছে হজুর!

আলি। কে?

বান্দা। সর্কানাশ, এ যে মোবারক মিঞা।

আলি। কোতল করুব, সব কোতল করুব। [ উরবারি বাহির  
করিয়া ছবির দিকে অগ্রসর হইল।

মোবারক। [ আলি মনস্থরকে এক ধাক্কা দিয়া ছবিকে লইয়া প্রস্থান ]

আলি। গেল, গেল—ধর, ধর। আরে আমাকে নয়, ও ব্যাটাকে ধর।

বান্দা। কে কাকে ধরবে মিঞা? সব একপথে বেতে হবে। আর,  
চেউ আর; ওঠ জল ওঠ; এই শরতানের বাজাকে আগে ডুবিয়ে মার।

আলি। এই বান্দা,—

বান্দা। আর কে কার বান্দা মিঞা? সব এক—আজ সব খালা এক।

আলি। ওরে, কে ঝাঁপ দিলে? গেল—গেল, ওরং গেল,  
হুমরন পালালো।

বান্দা। তাতে তোমার বাঁধার কি? তুমি এখন কবরে কাবার  
জোগাড় কর। এই বাঁদি। ছাউনীতে বা, আর কেউ যদি ওঠে,  
লাথি মেরে ফেলে দিবি। [ প্রস্থান।

আলি। গেল, বাঙলার মলনর গেল, ওরং গেল, জানটাও  
গেল। বাঙলার লোকগুলো সব পাজি, সব শরতান। আমাদের  
দিল্লীতে—বাঃ! বজরা কাৎ, আমারও বাজীমাৎ। [ প্রস্থান।

[ নেপথ্য—গুলির শব্দ ]

মোবারক। [ নেপথ্য ] হাত ধর ছবি, হাত ধর।

## দ্বিতীয় দৃশ্যঃ

হারেম।

### আশমানের প্রবেশ।

আশমান। ছোটলোকটা বলে কি,—“শাহাজাদীর রক্তচক্ষু আর বিগোল কটাক্ষকে আমি সমানই তুচ্ছ জ্ঞান করি।” শাহাজাদী তোর দিকে হাঁ করে আছে কিনা! সহিসের বাচ্ছা ত, আতুল কুলে না তর কলাগাঁছই হয়েছে, বুদ্ধিটা হবে কোথেকে। এবার যেদিন দেখা হবে, মারব চাবুক। অসত্য জানোয়ার!

### বুলবুলের প্রবেশ।

বুলবুল। দিদির রকম-সকম ত ভাল দেখছি না। নিশ্চয়ই মোবারকের ধ্যান করছে।

আশমান। তবে দেখতে ভাল—তুধু ভাল কেন, খুবই সুন্দর! বাহাজুরের মত অমন কাটখোটা নয়।

বুলবুল। এ কথা ঠিক। বাহাজুর বিক্রাকে দেখলে মনে হয় না, তল্লোকের ছেলে।

আশমান। তবে এ কথাও ঠিক—

বুলবুল। কি কথা?

আশমান। সুন্দর হলেই বাহাজুর বাহাজুর হয় না।

বুলবুল। সুন্দর না হলেই যে বাহাজুর হবে, এমনও কোন কথা নেই।

আশমান। ঐকি, বুলবুল! তুই কখন এলি?

বুলবুল। অনেকক্ষণ।

আশমান। আমার ডাকিস নি ত?

বুলবুল। ডাকলে বদি, বাধা পড়ে।

আশমান। কিসে বাধা পড়বে?

বুলবুল। ধ্যানে।

আশমান। হতভাগা বলে কি? আমি আবার কার ধ্যান করব?

বুলবুল। কেন? মোবারকের?

আশমান। মারব এক চড়। একটা সহিদের বাচ্চা, তার ধ্যান করব আমি?

বুলবুল। বা বলেছিল দিদি! লোকটা বাই হক, ওর বাগের কথা ভাবলে বড় খারাপ লাগে।

আশমান। মোলভী সাহেব বুঝি এই তোকে পড়ার? বাগের পরিচয়ে কেউ বড় হয় না।

বুলবুল। লোকটাকে কেমন দেখ্‌লি দিদি?

আশমান। মন্দ কি?

বুলবুল। তা বলে বাহাছরের মত নয়।

আশমান। বাহাছর ঠিক সুন্দর ত নয়।

বুলবুল। তাহলেও কতবড় বংশের ছেলে।

আশমান। সে ত আমারই বংশ রে।

বুলবুল। ওই কথাটাই আমার ভুল হয়ে যায় দিদি, ওকে দেখলে আমার ভাই বলে মনেই হয় না। বাকুগে, আর ছদ্ম পয়ে ত তোর সঙ্গে বিয়েই হবে, শুধন একেবারে জুলুতাই বলে ডাকলেই হবে।

আশমান। তোর অত কথার দরকার কি?

বুলবুল। হ্যাঁ দিদি, মোবারক মিঞা—

আশমান। চুপ, কেবল মোবারক, মোবারক,—মোবারক যেন ওদের মাথা কিনে নিয়েছে!

বুলবুল। তা ঠিক দিদি, ওর নাম না করাই উচিত।

আশমান। কেন?

বুলবুল। দাদাকে অপমান করেছে বে!

আশমান। দাদাও বড় ভাল কাজ করেনি। শত্রু হলেও মিথ্যা বলব না, আশমান তেমন মেয়েই নয়। কিন্তু লোকটার গারে কি অসাধারণ শক্তি! অমন পালোরানের মত শুণ্ডাটা এক টিপুনিতেই জুঁজু হয়ে গেল।

বুলবুল। শুণ্ডা তোকে ধরেছিল নাকি; কেন বাহাছর ত সঙ্গে ছিল।

আশমান। সঙ্গে আর কই ছিল? কাচাকাছি বোখাও বসে বোধহয় ছাতু খাচ্ছিল।

বুলবুল। মোবারক তোকে বাঁচালে বুঝি? বাবা বলেন,—ওর ওই এক ব্যামো, কারো বিপদের কথা কাণে গেলে আর রক্ষে নেই। গণপতির বোনকে ত সে-ই আনতে গেছে।

আশমান। সত্যি?

বুলবুল। হ্যাঁ। বাবা কত করে দাদাকে বললেন,—“ভূমি বাও,” দাদা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দাড়ি ছিঁড়তে লাগল। ও ঠিক নিরে আসবে। বাবা বলেন, “ও সব পারে”।

আশমান। কত পারে, বোঝাই বাবে। যুদ্ধের সময় কার কত শক্তি দেখে নেব।

বুলবুল। তা জানিস না বুঝি দিদি? এই যুদ্ধে মোবারক বে সেনাপতি হবে রে।

আশমান। সেনাপতি! সহিসের ভেলে সিপাহখানার!

বুলবুল। কাউকে বলিস নি যেন। বাহাছর শুনেলে রেগে কাঁই হবে।



আশমান। কেবল রাগভেই গারে। কাজ ত কিছু করতে দেখলুম না। কেন, গণপতির বোনকে আনতে সে-ও ত যেতে পারত।

বুলবুল। তা বাবে কি করে? খাঁটি মুসলমান বে।

আশমান। জাত আর ধর্ম নিয়েই এরা গেল। হিন্দুরা এতই বা কি দোষ করেছে? কেবল আমাদের হৌর না, তা আমরা তাদের না ছুঁলেই হ'ল।

বুলবুল। হ্যাঁ দিদি, আজ তোকে এত স্নন্দর দেখাচ্ছে কেন? তোর সে প্যাঁচামুখ কোথায় গেল?

আশমান। খাম হতভাগা বীদর; আমি তোর বড় বোন, তা আনিস?

বুলবুল। আমি তোর ছোট ভাই, তা আনিস? আচ্ছা দিদি, ছবিকে তুই দেখেছিস? সে নাকি তারি স্নন্দর! মোবারকের সঙ্গে যদি তার বিয়ে হয়, তাহলে?

আশমান। কি বাজে বকিস? ছবি হিন্দুর বিধবা।

বুলবুল। বিধবা সধবা হতে কতক্ষণ?

আশমান। তার মানে?

বুলবুল। মানে মুসলমান হয়ে গেলেই হ'ল।

আশমান। হোক না, তাকে তোরই বা কি, আমারই বা কি? কিরেও সে আসবে না, বিয়েও তার হবে না। বাকগে, এসব কথাই আমাদের কাজ কি? ছবি ত শুনেছি মোবারকের কথায় ওঠে বসে। এসব শুলো আবার ভাল নয়। বার বা ধর্ম, তাই নিয়েই তার খাকা উচিত।

বুলবুল। তাহলে গণপতি ঠাকুরের পুঁথিপত্র কেলে বেওয়া ঠিক হয় নি বল?

আশমান। খুব অস্তায় হয়েছে। কেন? সে তার ভগবানকে  
ভাকবে, তুমি তোমার নমাজ পড়বে; তাতে আপত্তি করলে চলবে কেন?  
বুলবুল। দিদি,—

আশমান। কি বুলবুল?

বুলবুল। তুমি কেন মোবারককে বিয়ে করনা? ভারী মানাবে কিন্তু।

আশমান। তুমি একথা বললি কি করে? একটা সহিসের  
বাচ্ছাকে আমি বিয়ে করব? তার চেয়ে গলার কলসী বেঁধে জলে  
ডুবে মরব। তবে এও ঠিক, ছবির মাথাটি আমি খেতে দেব না। কি  
আশ্চর্য্য, একটা সহিসের ছেলে কি গোটা দেশটাকে বাহু করবে! সব  
কাজেই সে, সবারই মুখে তার নাম! মেয়েগুলো পর্য্যন্ত হাঁ করে  
তার মুখের দিকে চেয়ে থাকে! নাঃ, সেদিন চাবুক না মারাই জুল  
হয়েছে। আবার যদি পাই—

বুলবুল।

গীত :

বাসনে রাখে কদমতলার, ডাকুক বত বাণী।

সবাই বলে শুনিস না কি, বাণী ও নর গলার কানী?

বাণী শুনে বে গেছে রাই,

লজ্জা সরন করেছে ছাই,

ভাতার পুত তার চুলোর গেছে, কালা ছাড়া কিছু নাই।

আরানের প্রাণ হ'ক না মর,

তবু সে তোর ঘরের গর,

কালার প্রেম বে বিব তর, বিব কলে তার রাশি রাশি।

আশমান। বাবাজীর আখড়ায় গিয়ে কি ছাই গান শিখে আসিস?

বুলবুল। ওই হলুতাই আসছে, আমি পালাই। [ প্রস্থান। ]

আশমান। কি হুঃসাহস! শাহাজাদীকে প্রাঙ্ক করে না সহিসের  
বাচ্ছা!

### বাহাহুরের প্রবেশ ।

বাহাহুর । আর কত ঘেরি করবে আশমান ?

আশমান । কিসের কথা বলছ ?

বাহাহুর । বাঃ, সেদিন যে কথা হল, আমরা পোপনে বিহারে চলে যাব !

আশমান । তাতো বাব, কিন্তু—

বাহাহুর । কিন্তু কি ?

আশমান । ছাত্তুর কথা তাবলেই আমার মাথা ঘোরে, চোখে অন্ধকার দেখি, বুকের তেতর ঢিপ ঢিপ করতে থাকে ।

বাহাহুর । বলেছি ত তোমার ছাত্তু খেতে হবে না ।

আশমান । তাহলেও আর একটা ‘কিন্তু’ আছে ।

বাহাহুর । কি বল ।

আশমান । আমাকে যদি পথ থেকে কেউ নিয়ে যায় ?

বাহাহুর । আমি ত সঙ্গে থাকব ।

আশমান । সেদিনও ত তুমি সঙ্গে ছিলে বাহাহুর, শুভা যখন এল, তখন কোথায় লুকিয়েছিলে ?

বাহাহুর । শুভা ! কই আমি দেখিনি ত ?

আশমান । চোখ দুটো কি গায়ে তলার ছিল ? মোবারক না এলে সেদিন আমার কোথায় নিয়ে যেত জান ? আহাঃনাঃ ।

বাহাহুর । আমাকে ত একথা বলনি ?

আশমান । বলে কি হবে ? যে ভেগে ঘুমোর, তাকে আগাধ কি করে ?

বাহাহুর । তুমি বলতে চাও, শুভার ভয়ে আমি ইচ্ছে করে লুকিয়ে রয়েছিলুম ? বাহাহুর থাকে এমন অপবাদ কেউ দিতে পারে ?

আশমান। সবাই দিতে পারে। আজ হু'বছর ধরে তুমি এখানে এসেছ, এতদিনের মধ্যে একটা কাজের মত কাজ তুমি করেছ? একটা বুদ্ধ জর, একটা বিপন্নের উদ্ধার, এ দেশের একটুখানি সেবা? বড় বড় কথা অনেক বলেছ তুমি, বড় কাজ একটাও করনি।

বাহাজুর। কাজের সুযোগ পেলে বাহাজুর অসাধ্য সাধন করতে পারতো।

আশমান। যাও দেখি, গণপতির বোনকে উদ্ধার করে নিয়ে এস। মোবারক তার উদ্ধারে গেছে, তুমি তার আগেই কাজ হাঁসিল করে এস। 'কতগুলো সৈন্ত চাই, কত অস্ত্র চাই, বল?

বাহাজুর। একটা হিন্দুর মেয়েকে উদ্ধার করতে যাব আমি!

আশমান। মোবারক ত গেছে।

বাহাজুর। মোবারক কাকের। তা ছাড়া মেয়েটার সঙ্গে ওর আশনাই আছে।

আশমান। কি করে জানলে?

বাহাজুর। নইলে "ভাই ভাই" করে অত পাগল কেন?

আশমান। তোমার বোনেরা ত তোমার জন্ত পাগল, তাহলে তাদের সঙ্গে তোমারও আশনাই আছে।

বাহাজুর। আশমান—

আশমান। তোমার এই ইতর মনটাকে সংবত কর বাহাজুর!

বাহাজুর। তুমি বাবে কবে?

আশমান। আমি যে কোন সময়ে যেতে পারি; কিন্তু তুমি এ জ্বলন্ত পিতাকে কেলে কি করে বাবে বাহাজুর? বাদশাহী সৈন্ত এসে পড়েছে, বুকে তুমি পিতাকে সাহায্য করবে না?

বাহাজুর। নাজির আবার কি সাহায্য করবে?

আশমান । আবার যদি তুমি মনসবদারি পাও ?

বাহাদুর । কেন, মোবারক অবসর নিচ্ছে নাকি ?

আশমান । মোবারক যদি সিপাহশালার হয় ?

বাহাদুর । সিপাহশালার !

আশমান । সবই অল্পমান ।

বাহাদুর । আমি ওই সহিসের বাচ্চার তাঁবেদারি করব !

আশমান । আমার দেশের জন্ত যদি করতে বলি ?

বাহাদুর । করে কি হবে ? শুধু মরাই সার হবে ।

আশমান । মরতে তোমার এত ভয় ?

বাহাদুর । ভয়ের কথা নয় । কিন্তু মরে গেলে ত ফুরিয়েই  
গেল, তাহলে তোমাকে পাচ্ছি কোথায় ?

আশমান । কবরে, বুঝলে বাহাদুর ! আমার দেশের জন্ত তুমি  
মর, কবরে আমি তোমার সঙ্গী হব ।

বাহাদুর । এ তোমার অস্তায় কথা ।

আশমান । বিনামূল্যেই শাহাজাদীকে লাভ করতে চাও বাহাদুর ।  
তোমাকে আমি ভালবাসি সত্য, কিন্তু তোমার এই কাপুরুষতা  
ভালবাসি না । [ প্রস্থান ।

বাহাদুর । কি আশ্চর্য্য ! এই কি সেই আশমান ?

ফুলবেগমের প্রবেশ ।

ফুলবেগম । কি বাহাদুর, মেজাজ খারাপ ?

বাহাদুর । জি হাঁ ।

ফুলবেগম । তবে বে বড় চিন্তিত দেখছি ।

বাহাদুর । দেখুন, আমি একটা কন্না ভাবছিলাম । এই বৃদ্ধ  
বিগ্রহের সময় আশমানকে বিচারে রেখে এলে হত না ?

কুলবেগম। এক আশমানকে সরিয়ে দিলে আর কি হবে বাহাছর ?  
হারেনে আরও পাঁচশো আশমান আছে। তারা যদি মরে, ও-ও মরবে।

বাহাছর। মরা না হয় সহজ, কিন্তু যদি বন্দী করে নিয়ে যায় ?

কুলবেগম। তার আগে আমিই ওর বুকে ছুরি বিঁধিয়ে দেব।

বাহাছর। সেকি ! আপনি—

কুলবেগম। কেন, রাজপুতদের কথা শোন নি ?

বাহাছর। হিন্দুদের কথা ছেড়ে দিন, ওরা ত নির্কোষ।  
নির্কোষেরা সব পারে।

কুলবেগম। বাহাছর। আমি কারমনোবাক্যে প্রার্থনা করছি,  
বাঙলা দেশ অমন নির্কোষেই ভরে উঠুক।

বাহাছর। আমার মাপ করবেন। আপনি বিমাতা বলেই একথা  
বলতে পারছেন।

কুলবেগম। তোমার আক্ষেপ থাকবে না মিঞা ! মৃত্যু যদি আসে,  
আমার পেটের ছেলেকে আগে এগিয়ে দেব, তারপর আমি নিজে মৃত্যুর  
সঙ্গে পালা লড়ব ; সব শেষে আসবে মেরে। কিন্তু পরাজয়ের কথাই বা  
তুমি ভাবছ কেন ? বাদশাহী কোজ বিশ হাজার হ'ক ; বিশ লক্ষ-  
হ'ক, তারা লড়বে অর্থের জন্তে, আর বাঙালীরা লড়বে দেশের জন্তে।

বাহাছর। বাঙালী সৈন্ত ক'টা আছে বেগমসাহেবা ? আর  
এদের অস্ত্রই বা কোথায় ?

কুলবেগম। বাহাছর ! স্বাধীনতার বুদ্ধ বে জর করে, তার অস্ত্র  
হাতে থাকে না,—থাকে মনে।

বাহাছর। আপনারা কি কেউ আমার কথা বুঝবেন না ?

কুলবেগম। শুধু 'কথার' মন মজে না বাহাছর,—কাজ চাই। তুমি-  
বুড়ি বুড়ি কথা বলেছ, কাজ কর নি কিছুই। পার তুমি হাবিষ্-  
লক্ষান করতে ?

বাহাদুর। ছবি জাহাঙ্গীরে থাক, হিন্দুর ঘরের জন্ত আমার কিছুমাত্র মাথাব্যথা নেই।

ফুলবেগম। বড় মাথাব্যথা কেবল শাহাজাদীর জন্ত ! কিন্তু শাহাজাদী ত বানের জলে ভেসে আসে নি মিঞা ! তাকে পেতে হলে উপযুক্ত দাম চাই। কি দাম জান ? হয় মাথা নেবে, না হয় মাথা দেবে। [ আহান।

বাহাদুর। মাথা দেব, না হয় নেব। নেওয়ার আশা নেই,— তাহলে মাথা দিতে হবে। ১.বাই যদি গেল, আশমানকে পাবে কে ? বাঙালীর বুড়িই এই রকম। একবার যদি উজিরীটা পাই, বাঙলা দেশটাকে ভাল করে শিক্ষা দিয়ে দেব। আর এই শরতানীটাকে ভালকুড়া দিয়ে খাওয়াব। [ আহান।

— ১০৪ —

### তৃতীয় দৃষ্ট ।

গণপতির গৃহ ।

গণপতির প্রবেশ ।

গণপতি। কে ডাকে ? কে ডাকে ? ছবি এলি ? কই না, কেউ ত কোথাও নেই। কিন্তু আমি যে তার ডাক শুনলুম। ছবি, ছবি,—

বিক্রমাদিত্যের প্রবেশ ।

বিক্রম। কি দিন-রাত ছবি ছবি কর ? পাগল হবে নাকি ? ব্যাপার বা হয়েছে, বুঝতেই ত পারছ। আবার তার নাম করা কেন ? গেছে বাক, বন্ধক গে।

গণপতি। না রান্নাশায়, ছবি আবার আসবে।

বিক্রম । আসবে ! কোন্ মুখ নিয়ে আসবে, তুমি ?

গণপতি । কেন, তার ত কোন অপরাধ নেই ।

বিক্রম । আরে অপরাধ না থাকলেও আছে । হিন্দুর বিধবা একবার বধন ঘরের বার হয়েছে, তখন তার নাম করাও মহাপাপ ।

গণপতি । সে ত স্বেক্ষার গৃহত্যাগ করে নি ।

বিক্রম । সে কথা তুমি জান আর আমি জানি, সমাজ ত' তা বুঝবে না বাবা ।

গণপতি । সমাজ আমাকে কি ক্ষমতা বলেন ?

বিক্রম । তার সম্পর্ক জন্মের মত ভুলে যাও । একটা কুশপুতলিকা দাহ করে শ্রাদ্ধ শান্তি কর । দু'দশ টাকা যা লাগে, আমিই না হয় দেব ।

গণপতি । টাকা আপনাকে দিতে হবে না । কিন্তু ছবির কুশপুতলিকা দাহ ক'ব আমি !

বিক্রম । আমরাও সঙ্গে থাকব ।

গণপতি । রায়মশায় !

বিক্রম । কর্তব্য কঠোর হলোও করতেই হবে গণপতি ! তাহলে আজই ব্যবস্থা করা যাক, কি বল ?

গণপতি । না ।

বিক্রম । না কি ?

গণপতি । রায়মশায় ! ছবির মৃতদেহ যদি পাই, হাসিমুখে আমি পুড়িয়ে আসব, কিন্তু তার কুশপুতলিকা দাহ আমি করব না । আমি জানি, সে যদি জীবিত থাকে, নিঃশব্দ দেহেই ফিরে আসবে । আর যদি মরে, ধর্ম রেখেই মরবে । সমাজের মুখ চেয়ে আমি তার ধর্মকে ব্যঙ্গ করতে পারব না ।

বিক্রম । তাহলে সমাজও তোমার ভয়ানক করতে বাধ্য হবে ।



কৃত্যর দৃষ্ট । ]

গণপতি । তার আগেই আমি তাকে ভাগ কর্ণ । যে সমাজ রক্ষা করতে পারে না, কেবল নির্ভ্যাঁতন করতেই জানে, তাকে আমার কোন প্রয়োজন নেই । আপনি ত কারত্বকুলের সমাজপতি, আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি, কাল আপনার মেরেকে যদি কেউ চুক্তি করে নিয়ে যায়, আর আপনি যদি তাকে গবিজ বলেই জানেন,— পারবেন তার প্রাজ্ঞ করতে ?

বিক্রম । নিশ্চয় পারব ।

গণপতি । আমি বিশ্বাস করি না । শুধু রায়মশায় ! যে সমাজ শুধু শাসন জানে, সোহাগ করতে জানে না, সে সমাজ ধ্বংস হক ।

বিক্রম । তার চেয়ে তুমি ধ্বংস হও ।

ছবির প্রবেশ ।

ছবি । দাদা,—[ গণপতি ও ছবি পরস্পরের দিকে অগ্রসর হইতেছিল ]

বিক্রম । খাম । [ মাঝখানে দাঁড়াইলেন ]

গণপতি । এসেছি দিদি ? তুই এসেছি ? আমি জানি তুই আসবি, কেউ তোকে আটকে রাখতে পারবে না । আহা, এত রোগা হয়েছিল কেন বোন্ ? খাস নি বুদ্ধি ? মুখখানা যে কালি হয়ে গেছে । ওরে কৈলাস,—ছবি এসেছে, তোর দিদি এসেছে ।

ছবি । আমার ঠাকুর কই, আমার ঠাকুর ? [ প্রস্থানোত্তাপ ।

বিক্রম । দাঁড়াও ; মন্দিরে ঢুকতে হবে না ।

গণপতি । রায়মশায় ! আপনি যান । ছবি আমার বড় প্রাজ্ঞ হয়ে এসেছে, তাকে একটু বিশ্রাম করতে দিন ।

বিক্রম । খাম ; কোথায় ছিলে এতদিন ?

গণপতি । সে সব কথা থাক্ ; ওর কথা ওর মনেই থাক্, আর কারও জামবার দরকার নেই । আপনি যান রায়মশায়, আপনি

আভাগিনী

[ তৃতীয় অঙ্ক ।

বান। আর বিদি আর। ঠাকুর বড় কঁাদে,—আমি কত চোখের  
জল মুছিয়েছি, তবু জল শুকোর না।

বিক্রম। আলি মনশ্বরের কাছে তোমার নিরে গিয়েছিল, না ?  
হবি। হ্যাঁ।

গগপতি। আর নয়, ওইটুকুই যথেষ্ট। আপনি বান।

বিক্রম। তুমি কিরে যাও ছবি। এ ঘরে তোমার স্থান হবে না।  
হবি। দাদার ঘরে আমার স্থান হবে না ?

বিক্রম। না।

হবি। দাদা—

গগপতি। শুনিস্ নে ছবি, কারও কথা শুনিস্ নে। আমার  
ঘর তোরই ঘর। গোড়ামুখি, কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলি কেন ?  
রাঁধবার বেলা হল যে। কতদিন পেটভরে খাই নি ; আজ পেট-  
গুরে খাব, আর আশ মিটিয়ে খুঁমাব।

বিক্রম। গগপতি,—

গগপতি। বেরিয়ে যাও। মানব না আমি সমাজ, দেখব না  
আমি মানুষের মুখ। আমার অভাগিনী বোন্ অনেক হঃখ পেয়ে  
আমার কাছে কিরে এসেছে। তাকে যে অপমান করবে,—আমি  
তার মাথার খুলি উড়িয়ে দেব।

বিক্রম। তাহলে আজ থেকে তুমি একঘরে হয়েই থাক।

গগপতি। তুমি কারই সমাজপতি। তোমার বিধান কার্যস্থের  
অন্ত, ব্রাহ্মণের জন্ত নয়।

বিক্রম। বেশ। অপেক্ষা কর, ব্রাহ্মণের বিধানই তুমি পাবে।  
[ এতদ্বান।

গগপতি। আর ছবি।

হবি। দাদা, আমার জন্ত তুমি একঘরে হয়ে থাকবে ?

গণপতি । একঘরে কেন বোন ? আমি, তুই, কৈলাস আর ঠাকুর,—এই চারজনে একটা নূতন সমাজ তৈরী করব ।

ছবি । না দাদা, অনেক ছুঃখ দিয়েছি তোমার, আর ছুঃখ দেব না ! আমি হিন্দুর বিধবা, ছুঃখ আমার চিরসান্নিধ্য । কিন্তু আমার ভক্ত তোমাকে আমি নিঃস্ব করব না ।

গণপতি । তার অর্থ ?

ছবি । আমার ঘরে ঠাঁই দিলে সমাজ তোমাকে ত্যাগ করবে । কেউ তোমার সঙ্গে কথা কইবে না, স্নেহে ছুঃখে কাকেও তুমি কাছে পাবে না, কোন মেয়ের বাপ্ তোমাকে মেয়েও দেবে না ।

গণপতি । বাচালতা রাখ্ ছবি ! আমি সংসারী হব না, সমাজেও আমার কোন প্রয়োজন নেই । বিশ্বসংসার একদিকে, আর তুই আমার একদিকে । আমি সংসারটাকে ত্যাগ করব, তবু তোকে নয় ।

ছবি । তুমি দেখ নি দাদা হিন্দু সমাজের নির্যাতন । এ তুমি সহ্যে পারবে না ।

গণপতি । না পারি, হিন্দুধর্মটাই ত্যাগ করব, তবু তোকে নয় ।

### মোবারকের প্রবেশ ।

মোবারক । ছবি, একটা দড়ি নিয়ে আসত, তোর দাদাকে বঁধব ।

ছবি । বঁধবে কেন ?

মোবারক । পাগল হয়েছে দেখছিলু না ? নইলে ধর্ম ত্যাগ করতে তার ?

গণপতি । মোবারক, কেউ না বললেও আমি জানি, তুমিই হকিকে উদ্ধার করেছ । তোমাকে কৃতজ্ঞতা জানাবার জন্য আমার মেই ।

মোবারক। কৃতজ্ঞতা শোনবার সময় আমারও নেই! তুমি কতকগুলো শব্দ বাছাই করে রাখ, আমি পরে এসে শুনব। ছবি তুমি তাড়াতাড়ি ঠাকুর পূজা সেয়ে নাও। আর যে ঘরটা আমি ভালাবদ্ধ করে গিয়েছিলাম, সে ঘরখানা খুলে রাখ।

ছবি। কেন?

মোবারক। সেই পারের দাগটা জাঁহাপনাকে দেখাব।

ছবি। নবাবকে! কোথায় তিনি?

মোবারক। আসছেন।

ছবি। নবাব আসছেন আমাদের ঘরে! সে কি? ঘরং নবাব এই দীন হুঃবীর কুটিরে!

ছদ্মবেশে দাযুদ খাঁর প্রবেশ।

দাযুদ। কেন মা? তোমাদের নবাব কি শুধু ধনীয়েই নবাব, দীন হুঃবীর কেউ নয়? আমার আপমান যদি গরীবের বউ হয়, তার ঘরে কি আমি আসব না?

ছবি। না বুকে অস্ত্রায় করেছি জনাব! মহাহুতব বজেশ্বর, আপনি এত বড় যে সাধারণের মাণকাঠিতে আপনাকে মাণা যায় না। বাতালীর অপরিণীত হুঃখ, অকুরন্ত সমস্তা; তবু সে ভাগ্যবান যে আপনি তাদের ভাগ্যবিধাতা। ভগবান আপনাকে দীর্ঘজীবী করুন।

দাযুদ। কি গণপতি, তুমি নীরব যে।

গণপতি। আমি ভাবতে পাচ্ছি না, মতাই কি বজেশ্বর আমার ঘরে—

দাযুদ। ঘরে ত এখনো বাই নি গণপতি,—এখনও ত বাইরেই দাঁড়িয়ে আছি।

হবি। আনন্দ জাঁহাপনা,—

দায়ুদ। এই দেখ মোবারক, “জাঁহাপনা” বললে কি করে বাই  
বলত? হিন্দুৰ ঘৰ, আমি মুসলমান,—

হবি। না বাবা, আপনি মুসলমান নন আমৰাও হিন্দু নই।  
আমৰা সন্তান, আপনি আমাদেৱ পিতা।

দায়ুদ। তুমি ঠিক বলেছ মোবারক, এ বেটা বাহু জানে। আচ্ছা,  
ভোমৰা অপেক্ষা কৰ, আমি আমাৰ মেয়েৰ ঘৰখনা দেখে আসি।

মোবারক। [ হবিকে চাবি দিল ] ঘৰ খুলে দাও।

[ দায়ুদ খাঁ ও হবির প্রস্থান। ]

গণপতি। নবাব কেন এসেছেন মোবারক?

মোবারক। তদন্ত করতে।

গণপতি। মোবারক,—

মোবারক। তুমি কেন কি কল্পনা কৰছো গণপতি।

গণপতি। মোবারক, হিন্দু-সমাজ আমাৰ ত্যাগ করেছে। আমাৰ  
ঘৰে কেউ আগবে না, আমি মরে গেলেও কেউ আমাৰ মৃতদেহ  
স্পৰ্শ কৰবে না।

মোবারক। মরেই যদি যাও, পোড়োঁৱাৰ জন্ত ব্ৰাহ্মণেৰ অভাব  
হবে না।

গণপতি। হুংখের এই ত আৱন্ত।<sup>১</sup> ঘাটে গথৈ হবিকে দেখে  
সবাই ব্যঙ্গ কৰবে।

মোবারক। কাণে তুলো দিৱে থাকবে।

গণপতি। হিন্দু-সমাজেৰ নিষ্ঠুৰতা অনেক দেখুইব, আৱন্ত অনেক  
দেখতে বাকী। বিনামোবে হবিকে কেউ অপমান কৰবে, এ আমি  
নইতে পাওঁ ন।

মোবারক । অতএব হিন্দুধর্ম রসান্তলে বাক্, তুমি কলহা পড়ে  
মুসলমান হবে । দেখ, আমাদের ধর্মকে ভালবেসে তুমি যদি গ্রহণ  
করতে, আমরা মহানন্দে তোমার বরণ করে নিতুম । কিন্তু চোরের  
উপর রাগ করে তোমার আমি পাতার ভাত খেতে দেব না ।  
এতে তোমারও মজল নেই, ইসলামেরও মজল নেই ।

গণপতি । মোবারক,—

মোবারক । ওরে পাগল, স্বধর্মের নিধন প্রের পরধর্ম ভরাবহ ।  
[ প্রস্থান ।

গণপতি । এরই নাম মাহুব ।

গীতকণ্ঠে ভিক্ষুকের প্রবেশ ।

ভিক্ষুক ।

গীত ;

ও বন্ধু মে,

এ জীবনে মিলল না আর তুল ।

তুল করে হার বতই ঠেকি, ততই আরও করি তুল ।

আমার গোখে ঝরাপি তুই বতখানি পানি,

আমি তোরে ভালবেসে জলছি ততখানি,

জাল ছাড়াতে কত বে চাই,

দিনে দিনে আরও জড়াই,

মন ধাঁসিতে বতই সাধি । ততই মনে ফোটে হল ।

গণপতি । তুমি বলতে পার ভিক্ষুক, হিন্দুধর্ম বড় না ইসলাম  
বড় ?

ভিক্ষুক । হুই-বড় ঠাকুর, হুই-ই বড় ; রাজার কাছে রাণী, কাণার  
কাছে কান্দি ।

গণপতি । চল ভিক্ষে নেবে ।

[ উভয়ের প্রস্থান ।

## তত্ববুদ্ধি :

দরবার ।

দায়ুদ খাঁ, নাসির খাঁ ও বাহাছরের প্রবেশ ।

দায়ুদ । তাহলে তুমি গণপতির ভয়কে উদ্ধার করতে পার নি ?  
নাসির । না পিতা । আমি তার সন্ধান পেরেছিলাম ; কিন্তু সে  
থরা দিলে না ।

দায়ুদ । কোথায় তাকে দেখলে ?

নাসির । বাঙলার বাইরে এক নির্জন বাগানবাড়ীতে ।

দায়ুদ । কার বাগানবাড়ী ?

নাসির । তা জানি না পিতা । তবে সেখানে আমাদের একজন  
রাজকর্মচারীকে দেখলাম ।

দায়ুদ । আমাদের রাজকর্মচারী ! কে ?

নাসির । মনসবদার মোবারক আলি ।

বাহাছর । আমি আগেই একথা বুঝেছিলাম ।

দায়ুদ । বুদ্ধিমান বাহাছর খাঁ সব কথাই আগে বোঝেন ।

বাহাছর । তুমি সেই শরতানটাতে বেঁধে আনলে না কেন  
নাসির ? এমনি করেই সে মেয়েটাকে উদ্ধার করতে গেছে ? ছি-  
ছি-ছি, জাঁহাঙ্গীর অথও বিশ্বাসের এই প্রতিদান ?

বুলবুলের প্রবেশ ।

বুলবুল । আমাকে ডাকছিলে বাবা ?

দায়ুদ । হ্যাঁ বাবা । তোমার মা আর দিদিকে চিকের আড়ালে  
দাঁড়াতে বল ।

বুলবুল । কেন বাবা ?

দায়ুদ। দরবারে আজ তাজমহল খেল হবে।

নাসির। তাজমহল খেল!

বুলবুল। আমি তাহলে একুনি ডেকে আনছি বাবা। কুরিয়ে  
 যায় না যেন। [ প্রস্থান।

দায়ুদ। তাহলে ছবি এলো না?

বাহাদুর। আসতে চাইলেও মোবারক আসতে দিত না। আমি-  
 জানি, মোবারকের চরিত্র অত্যন্ত নিশ্চল।

দায়ুদ। তুমিও বোধহয় জানতে নাসির খাঁ?

নাসির। হ্যাঁ পিতা।

দায়ুদ। তোমরা একথা আমাকে এতদিন জানাও নি কেন?

নাসির। আপনি আমাদের কোন কথাই বিশ্বাস করেন না।

দায়ুদ। বাদশাহী সৈন্য কোন পথে রাজমহলে পেল, জান?

নাসির। আমি কি করে জানব পিতা? আমি এই মেয়েটির  
 নজানে দিবানিশি পাগল হয়ে ছুটেছি, আর কোন কথাই আমার  
 ভাববার অবসর ছিল না।

দায়ুদ। বাহাদুর জান?

বাহাদুর। না জাঁহাপনা!

দায়ুদ। আলি মনসুর কোথায়, তাও জান না নাসির খাঁ?

নাসির। না পিতা।

দায়ুদ। হঁ,—তাহলে অপরাধী মোবারক?

নাসির। এতে কি আপনার কোন লক্ষ্য আছে পিতা?

দায়ুদ। না। শাহাজাহাদি বলেন, দূর পশ্চিম দিকে উঠেছে,  
 নিশ্চয়ই তাই হবে। যে মন্দির থেকে এক ককির ছবিকে ডেকে  
 নিয়ে গিয়েছিল, সে মন্দির তুমি দেখেছ নাসির?



নাসির। না পিতা, আমি একথা জানি না, জানলেও মুসলমান হয়ে সেখানে প্রবেশ করতুম না।

দায়ুদ। কিন্তু মুসলমান ত সে মন্দিরে প্রবেশ করেছে নাসির খাঁ।

নাসির। করতে পারে—মোবারক।

দায়ুদ। মোবারক ছাড়া আরও হ'জন।

নাসির। কে?

দায়ুদ। একজন বাঙলার নবাব দায়ুদ খাঁ।

বাহাহুর। আপনি! আপনার সেখানে বাওয়ার উদ্দেশ্য?

দায়ুদ। এই তদন্ত করা।

বাহাহুর। তদন্ত করে নিশ্চয়ই আপনি বুঝতে পেরেছেন যে মোবারক,—

দায়ুদ। মোবারক নর; দেখলুম একটি পদচিহ্ন।

নাসির।  
বাহাহুর। } কার?

দায়ুদ। [ উঠিলেন ] মহামাত্ত শাহাজাদা নাসির খাঁর।

নাসির। আমার।

মোবারকের প্রবেশ।

মোবারক। হ্যাঁ শাহাজাদা, আপনার। আপনি নিশ্চয়ই জুতো খুলে নিঃশব্দে কক্ষে প্রবেশ করেছিলেন। পারের আজুলের কথা তখন মনে ছিল না। এখনো সে পদচিহ্ন অবিকৃত আছে। ইচ্ছা করলে আপনি তার সঙ্গে আপনার আজুল কাটা পা মিলিয়ে নিতে পারেন।

নাসির। এ তোমার বড়বড় মোবারক। আমি সর্বসমক্ষে বলছি, তুমিই তাকে নিয়ে উধাও হয়েছিলে।

মোবারক। ছবিকে দরবারে আনব।

নাসির। কলকিনী নারীর কোন কথাই বিশ্বাসযোগ্য নয়।

দাখুদ। কলকিনী নারী! আর তুমি নিকলক সাধুপুরুষ! আমার শত্রু, বাঙলার শত্রু, আলি মনশুরের বজরার কোন্ ফকির ছবিকে স্বপ্নের বাণী শোনাতে গিয়েছিল?

নাসির। আপনি এ কি বলছেন?

দাখুদ। পার তুমি অস্বীকার করতে যে বাঙলার মসনদের লোতে তুমি পিতৃশত্রু দেশের শত্রু বাদশাহী কোঁজের সঙ্গে যোগ দিয়েছ? পার অস্বীকার করতে যে মুন্সীম খাঁকে খুশী করবার জন্য তুমি তোমার দেশের মেয়ে, তোমার এক ভগ্নীকে তার কাছে আহতি দিতে পাঠিয়েছ?

মোবারক। আমি বখন তাকে নিয়ে নদীর মধ্যে ঢেউয়ের সঙ্গে যুদ্ধ করছিলাম, আপনিই তখন বজরা থেকে আমাদের বহবার গুলি করেছেন।

নাসির। সব মিথ্যা কথা।

মোবারক। মিথ্যা বলছেন আপনি। ভেবেছিলেন, আমি বেঁচে থাকলেও ছবি বেঁচে নেই; আর তার ঘরে আপনার পাপের যে এমন অকাটা প্রমাণ পড়ে আছে, তাও আপনার জানা ছিল না। তাই জাঁহাপনার কাছে একটা আবাচে গরু ফেঁদে বসেছিলেন। কিন্তু খোদা ত অন্ধ নন, পাপের আগুন ত ছাইচাপা থাকে না।

বাহাহুর। থাকে না বলেই তোমার এই অভিনয় জাঁহাপনার কাছে চলবে না।

দাখুদ। আমি সব কথা উড়িয়ে দিতে পারি। কিন্তু আমি স্বচক্ষে যে পারের দাগ দেখে এলাম, বল হে সত্যসঙ্গ পুরুষ, তাকেও কি আমি স্বপ্ন বলে উড়িয়ে দিতে পারি?

নাসির। আপনি যেমন তদন্ত করতে সেখানে গিয়েছিলেন,  
আমিও হরত—

সহসা অবগুষ্ঠিতা আশমানের প্রবেশ।

আশমান। তুমি হরত' কি দাদা ?

বাহাছর। হরত' তদন্ত করতেই গিয়েছিলেন।

আশমান। চোরের সাক্ষী মাতাল। [ চাবুক মারিলেন, মোবারক  
তাহা নিজের হাতে গ্রহণ করিলেন ]

মোবারক। একি শাহাজাদী ? হি ! দরবারে নারীর স্থান নেই।

[ চাবুক ফেলিয়া আশমানের প্রস্থান ; বাওয়ার সময় একবার  
মুখ খুলিয়া মোবারকের আহত হাতের দিকে চাহিয়া গেল ]

মোবারক। [ অগত ] একি, বাদী !

দায়ুদ। বলছো বটে মোবারক, কিন্তু আজ আশমানের চেয়ে  
বেশী ছুঃখ কারও নর।

বাহাছর। জাঁহাপনা ! আমি বলতে চাই—

দায়ুদ। আরও বলতে চাও ? স্বাধীন বাঙলায় মান যে পরের  
হাতে এমনি করে তুলে দিতে চাও, তুচ্ছ একটা মশনদের জন্ত পরের  
মেরেকে যে পরের হাতে তুলে দ্বিত বিধা করে না, সেই দেশজোহী  
লম্পট বেইমানের উপযুক্ত শাস্তি কি, তোমরা কেউ বলতে পার ?

মোবারক। শাহাজাদা ! সাক্ষী গেয়ে অরে লাভ নেই। অহুতপ্ত  
হয়ে জাঁহাপনার কাছে কমা ভিক্ষা করুন,—মনে প্রাণে দেশের দেবার  
আত্মনিয়োগ করুন, জাঁহাপনা বিস্তরই আপনাকে কমা করবেন।

দায়ুদ। কমা মোবারক ?

মোবারক। দায়ুদ মাজই জ্ঞাত। তুল করে যে অহুতপ্ত হয়,  
তাকে সংশোধনের সুযোগ অবশ্যই দিতে হবে জাঁহাপনা। এবল শজ

পল্লপালের মত বাঙালার বুকের উপর এসে ছড়িয়ে পড়েছে। এই শিশু-রাষ্ট্রের কল্যাণের জন্য বাঙালার প্রত্যেক নর-নারী, প্রতিটি যুবক, যুবক যদি বুকের রক্ত ঢেলে না দেয়, কে রোধ করবে তার অকাল-মৃত্যু? কে অন্ধুর রাখবে স্বাধীন বাঙালার জাতীয় নিশান? হে বাঙালার জাতী ভাগ্যবিধাতা! বাঙালার এই নগণ্য প্রজা নতজানু হয়ে প্রার্থনা করছে, আপনি বখাৰ্খ মাহুব হয়ে আমাদের মাঝখানে কিরে আনুন।

নানির। বাও, বাও, আমি কোন অভ্যাস করি নি। সব তোমার বড়বড়।

দায়ুদ। হবে না, মোবারক, হবে না; পণ্ড হয়ে যে জগ্নেছে, সে আর মাহুব হবে না। আমি ওকে বুঝিয়ে দেব যে নবাবের পুত্র হলেই সব কিছু করা যায় না, বুঝিয়ে দেব যে দায়ুদ খাঁর কাছে জগ্নের দাবীর কোন মূল্য নেই। ব'ল, এই দেশজোহী লম্পটের কি শাস্তি প্রাপ্য?

আশমান। [ নেপথ্যে ] প্রাণদণ্ড।

দায়ুদ। শুনছ? তোমার সহোদরা তুমি আশমানও তোমার প্রাণদণ্ড চায়। মোবারক,—নগরে ঘোষণা করে দাও, কাল প্রত্যুষে একান্তে প্রাসাদ ভোরণের সম্মুখে দায়ুদ খাঁ নিজের হাতে তার কলঙ্কী পুত্রের শিরশ্ছেদ করবে।

বাহাহর। আমার একটা কথা ছিল জাঁহাপনা,—

দায়ুদ। শুনব না।

মোবারক। আমার একটা অনুরোধ।

দায়ুদ। রাখব না।

গণপতির প্রবেশ।

গণপতি। জাঁহাপনা,—

দায়ুদ। কি, কমা ? হবে না।

গণপতি। না হয়, লঘুপণ্ড দিন। আমাদের জন্ত জাঁহাঙ্গনা  
নিজেকে পুত্রহীন করবেন না।

দায়ুদ। পুত্র কে ব্রাহ্মণ ? তোমাদের শাজ্জে বলেছে, পুত্রান  
নরক থেকে যে টেনে তোলে, তারই নাম পুত্র। তোমার দুটি  
দিয়ে দেখ দেখি, এই পুত্র আমাকে বেহেস্তে টেনে তুলবে, না  
দোজাকে টেনে আনবে ?

গণপতি। শাহজাদা, আপনার কি কোন কর্তব্য নেই ?

নাসির। বাও, বাও, আমাকে কর্তব্য শেখাতে হবে না।

দায়ুদ। এত বড় অপরাধের একমাত্র শাস্তি প্রাণদণ্ড।

ছবির প্রবেশ।

ছবি। আমি যদি বলি, শাহজাদাকে আমি কমা করেছি ?

দায়ুদ। আমি ত কমা করি নি মা ! নাসির শুধু তোমার  
নয়, আমার সমগ্র বাঙলার।

ছবি। কিন্তু শাহজাদা ত আমাকে ঘর থেকে নিয়ে বান নি।

দায়ুদ। তা জানি। চুরি করা আর চুরির স্তবোধ গ্রহণ করা  
—একই কথা। তারা মজ্জাছে, এও মরবে। রক্ষি,—[ রক্ষীর  
প্রবেশ। ] শৃঙ্খলিত কর।

নাসির। পিতা,—

দায়ুদ। হুশ ! [ রক্ষী নাসিরকে শৃঙ্খলিত করিল ] নিয়ে নাও ;  
অন্ধকার কারাগারে গিঠমোড়া করে বেঁধে রাখবে। কাল প্রত্যুষেই  
শিরশ্ছেদ।

নাসির। আমি যদি মুসলমান হই, মরার আগেই এর প্রতিশোধ  
নেব। [ রক্ষীসহ প্রস্থান। ]

হবি । এ আপনি কি করলেন জাঁহাপনা ?

দায়ুদ । ঠিকই করেছি মা । যে অঙ্গ পড়ে গেছে, তাকে ছেদন করাই ভাল, নইলে গোটা দেহটাই বাবে ।

মোবারক । কিন্তু,—

দায়ুদ । আর কিন্তু নয় ; সৈন্ত চালনা কর । এ যুদ্ধে তুমিই আমার সিপাহশালার ।

মোবারক ।  
বাহাজুর । } জাঁহাপনা,—

দায়ুদ । বাহাজুর 'খাঁ' যদি ইচ্ছা করেন, এবার মনসবদারী গ্রহণ করতে পারেন ।

বাহাজুর । মোবারক সিপাহশালার আর আমি একটা মনসবদারী ? ভেবে দেখি ।

[ প্রস্থান ।

দায়ুদ । দেরী করো না মোবারক ।

মোবারক । বান্দাকে অবাচিত পুরস্কার দিয়ে আপনি শত্রুর সংখ্যা বাড়িয়ে তুললেন জাঁহাপনা । আশা করি, আর একবার ভেবে দেখবেন ।

[ প্রস্থান ।

গণপতি । আমাকেও একখানা অস্ত্র দিন জাঁহাপনা । আমি যুদ্ধ করব ।

দায়ুদ । উত্তম ; সিপাহশালারের কাছে অস্ত্র চেয়ে নিও ।

গণপতি । আর হবি ।

হবি । কি যে বলব আপনাকে, বুঝতে পারছি না ।

দায়ুদ । যত্ন হুট হলে আমি, না ? না ত হুট হলেকেই বেঈ ভালবাসে মা ।

ছবি। তা বলে এত ছুটুনি ভাল নয়।

গণপতি। বিদায় জাঁহাণনা!

[ ছবিসহ প্রস্থান।

দায়ুদ। চল দায়ুদ খাঁ, এগিয়ে চল। রাজমহল! রাজমহল!  
কে জানে, কি আছে রাজমহলে,—জীবনের সূর্যালোক, না সূর্য্য  
নিকর কালো অন্ধকার। ওড় তুমি স্বাধীন বাঙলার জাতীর নিশান;  
ছদ্দিন পরে শত্রু এসে হস্ত তোমাকে টেনে কেলে দেবে। তবু  
এ কদিন মহানন্দে উড়তে থাক। ধূলোর বর্ষা মিশে বাও, সেইখান  
থেকে পথিকদের ডেকে বলো,—বাঙলার শেষ পাঠান নবাব দায়ুদ  
খাঁ প্রাণ দিয়েছে, তবু মান দেয় নি। [ পতাকা অভিবাদন ]

গীতকণ্ঠে কবিরের প্রবেশ।

কবির।

গীত।

বাঙলা মায়ের দানাল ফেলে এগিয়ে চল, এগিয়ে চল।

বাধার বত কীকর কাঁটা আগে চলার নেপায় চল।

পরিণাম? সে খোকার হাতে, নিশান তুলে বে,

বাঙালী বে নরক মরা, মরেই বলে বে,

পারে নবর জীবন মরক বে আরক তার করিস বরণ,

মবাই বেন রাখে মরণ বাঙালী নয় হীনবল,

এগিয়ে চল।

দায়ুদ। রাজমহল, রাজমহল—

[ কবিরসহ প্রস্থান।

নারী—কেউ বলছে না যে মোবারক তুম্বের পর। শাহানশাহ আকবরের  
বীন ইলাহি ধর্মের প্রধান ধর্মবাক্য দেখছি এই বাঙলার মাটিতে।

আলি। তাহলে কাল যুদ্ধ ?

মুনীর। হ্যাঁ। অবশ্য আমি আবার মাহমুদ খাঁর শিবিরে হুত  
পাঠিয়েছি।

আলি। আপনাকে যে কিরিয়ে দিয়েছে, তার কাছে আবার হুত।  
এতে কি আপনার অসম্মান হচ্ছে না ?

মুনীর। তা হচ্ছে। কিন্তু আমার একটুখানি অসম্মানের বিনিময়ে  
এমন দুজন বন্ধু যদি পাওয়া যায়, আর এমন দুজনের একটা দেশ যদি  
রক্তক্ষানের হাত থেকে রক্ষা পায়, তার চেয়ে বাঙলার কি আছে আলি  
মনসুর ? চল্লিশ হাজার সৈন্য দিয়ে বাঙলাকে আমি চব্বি কেলতে পারি;  
কিন্তু যুদ্ধ না করেই যদি জয় করতে পারি, সে কি আরও ভাল নয় ?

নাসির খাঁর প্রবেশ।

নাসির। সে আশা পূর্ণ হবে না খাঁ সাহেব; আপনার হুত  
কিরে আসছে।

মুনীর। বাঙলার হুতগ্য, দিল্লীখরেরও হুতগ্য।

আলি। তাহলে শাহাজাদা আমাদের সাহায্য করতে প্রস্তুত ?

নাসির। সর্বাঙ্গতঃ করণে।

আলি। কথাটা আজই পরিষ্কার হয়ে যাক। আপনি কি সর্বত্র  
আমাদের সাহায্য করতে চান ?

মুনীর। সে কথা পরেই শোনা যাবে। তুমি সেই বান্দা আর  
বাঁধীকে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও; আমি তাদের বিচার করব।

আলি। বিচার আর কি ? প্রাণবৎ হাড়া তাদের কোন শাস্তি  
হতে পারে না। বেইমান, নেতকহারাঘের হল। [ প্রস্থান। ]



মুনীম। এইবার বলুন শাহজাদা, কি চাই আপনার।

নাসির। মোবারকের শির, আর বাঙলার মসনদ।

মুনীম। মোবারকের কাঁধের উপর বস্তুকণ মাথা থাকবে, ততক্ষণ বাঙলার মসনদ দায়ুদ খাঁরই থাকবে। তার মাথাটা যদি পাই, বাঙলার মসনদও পাব। আপনার উপর রাজ্যের তার দিতে আমার আপত্তি নেই, কিন্তু আপনাকে কোরাণ স্পর্শ করে শপথ করতে হবে।

নাসির। কি শপথ?

মুনীম। ভুলেও কখনও সন্ত্রাসের বিরুদ্ধাচরণ করবেন না; আর মনে রাখবেন, আপনি আগে মাহুদ, তারপর মুসলমান।

নাসির। হিন্দু আর মুসলমানের কোন প্রভেদ থাকবে না?

মুনীম। কিছুমাত্র না।

নাসির। বেশ, আমি প্রস্তুত।

মুনীম। সন্ত্রাসের নামে আমি শাহজাদাকে বন্ধু বলে গ্রহণ করলাম। বান শাহজাদা, কিছুক্ষণ পরেই আপনি আমার নির্দেশ পাবেন।

নাসির। সিপাহশালার মুনীম খাঁর জয় হোক। 'প্রস্থান।

মুনীম। অপদার্থ! তুচ্ছ একটা মসনদের জন্ত বে এমন সদাশয় পিতাকে ত্যাগ করে, দেশের স্বাধীনতা বে হেলার বিদেশীর হাতে বিলিয়ে দিতে চার, ঘরের মেয়েকে পরের কামনানলে আহুতি দিতে প্রাণ ব্যর টলে না, তাকে মাহুদ বলে মুনীম খাঁ স্বীকার করে না। আমি গোথরো সাপকে বিশ্বাস করব, তবু এই নাসির খাঁকে নয়।

রক্ষিসহ বন্দী বান্দা ও বাদীর প্রবেশ।

[ রক্ষীর প্রস্থান।

বান্দা। }  
বাদী। } বন্দে গি হজুরালি !

মুনীম। তোমরা বাঙালী ?

বান্ধা। জী।

মুনীম। মোবারককে এখানে এনেছিল কে ?

বাদী। জানি না।

মুনীম। নিশ্চয়ই জান। এ তোমাদেরই বড়বড়।

বান্ধা।  
বাদী। } না হজুর।

মুনীম। না? বজরার দড়ী কেটে দিয়েছিল কে ?

বান্ধা। মোবারক নিজেই কেটেছিল।

মুনীম। তুমি দেখেছ ?

বান্ধা। হ্যাঁ।

মুনীম। তখন জানাওনি কেন ?

বান্ধা। জানালে আমাকেও কাটত।

মুনীম। বাধা দেবার চেষ্টাও করনি ?

বান্ধা। না।

মুনীম। কেন ? দ্বার রক্ষার ভার তু তোমাদের উপরেই ছিল।

বাদী। দ্বার রক্ষা করতে গেলে আর মাথা রক্ষা করতে হত না। তাই দ্বার ছেড়ে মাথাই রেখেছি হজুর।

মুনীম। এত বাদে মাথার দরদ, তারা গোলামি করবে কেন ?

বান্ধা। পেট রক্ষার জন্তে।

মুনীম। মোবারক যখন বন্দিনীকে নিয়ে পালিয়ে গেল, তখন তোমরা কোথায় ছিলে ?

বাদী। ছাউনির উপরে বসে খোদাকে ডাকছিলুম, যেন ওরা ধরা না পড়ে।

মুনীষ । তারপর আলি মনহুরকে গুলি করে নদীতে ফেলে  
দিরেছিলে ?

বাঁদী । গুলি নয় হুজুর, লাথি ।

মুনীষ । কে মেরেছিল ?

বাঁদী । আমি ।

বান্ধা । না হুজুর, আমি ।

মুনীষ । সত্য বল ।

বান্ধা । } সত্যই রলছি ।

বাঁদী ।

মুনীষ । এত বড় হুঃসাহস তোমাদের ?

বান্ধা । } আজে হ্যাঁ ।

বাঁদী ।

মুনীষ । তোমরা তাহলে বন্ধিনীর মুক্তি চেয়েছিলে ?

বান্ধা । হুজুর ত সবই বোঝেন, আর লজ্জা দেন কেন ?

মুনীষ । লজ্জা তোমাদের আছে ?

বান্ধা । আমার নেই, ওর আছে । মেরেছেলে কিনা ।

বাঁদী । হুজুর ; গর্দান যখন প্লাবেই, তখন বলেই কেলি, মোবারক  
যদি না আসত, ওই হিন্দুর মেয়েটাকে আমিই সরিয়ে দিতুম ।

বান্ধা । আমার কথা তুমি রলছিল কেন ?

বাঁদী । দূর বড়া ।

মুনীষ । জান, তোমরা কত বড় অপরাধ করেছ ?

বান্ধা । আজে না ।

মুনীষ । একটা হিন্দুর মেয়ের জন্ত এত তোমাদের কিসের দরদ ?

বান্ধা । মেরেছেলে কিনা ?

বাঁদী । তার উপর বাঙালী ।

মুনীম । তোমরা তোমাদের ব্যবহারের জন্য অহুতপ্ত নও ?

বাঁদী । না । অহুতপ্ত বরং এইজন্মে যে এতদিন কাছে কাছে থেকেও আলি মনসুরকে বিষ খাইয়ে মারতে পারি নি ।

বাঁদী । মড়া লাগি খেয়ে জলে পড়ে গেল ; ভাবলুম, আর উঠবে না । পোড়ামুখো জেলের নোকো এসে টেনে তুললে ।

মুনীম । তার উপর তোমাদের এত রাগ কেন ?

বাঁদী । অনেক পাপ সে করেছে হুজুর ! আমি যদি নবাব হতুম, ওকে জ্যান্ত পুতে ফেলতুম ।

বাঁদী । ওরই দোষে সোনার বাঙলা আজ মরণের মুখে ।

বাঁদী । এ দেশে হিন্দু মুসলমান ভাইয়ের মত পাশাপাশি বাস করে ; এই লোকটা ধুমকেতুর মত তাদের মাঝখানে এসে সব তলচ করে দিয়েছে । হুজুর ! গর্দান বাবে, তাতে ত হুংখু নেই ; হুংখু এই, আমি বাব বেহেস্তে আর এ ব্যাটা বাবে জাহান্নামে ; ওর সাজাটা আর চোখে দেখতে পাব না ।

মুনীম । আচ্ছা, তাহলে তোমরা বেহেস্তেই বাও । মুহুর পূর্বে তোমাদের কোন প্রার্থনা আছে ?

বাঁদী । প্রার্থনা আর কি ? হুজুর যদি দিল্লী থেকে লাড্ডু এনে থাকেন,—গোটা পঞ্চাশেক দিন, খেতে খেতে চলে বাই ।

মুনীম । তোমার প্রার্থনা কি ?

বাঁদী । আমার প্রার্থনা ?

পীত ;

বত ঘোর ভাই-বোন বাঙলার আঙিনায়,

হুখে থাক, হুখে থাক সৌর্য পরিবার ।

বাঙলার আকাশে শশী আর রবিট,  
হুটে থাক পাশাপাশি গটে বেন ছবিট,  
খোদা আর ভগবান, হিন্দু-মুসলমান,—

কেউ বেন মারে না খো ছুরি কারও কলিয়ার।

বান্দা। তুই কীদছিস্? কীদিস নি, খোদা তোর প্রার্থনা  
শুনবেন।

মুনীর। আবছল,—

রুক্মীর প্রবেশ।

রুক্মী। হুজুর,—

মুনীর। এই কুকুর হুটোকে খোদার বাড়ীতে নিয়ে বা। খোদাকে  
বলবি বেন আজই এদের বিয়ে দিয়ে দেব। তারপর এদের নগরের  
বাইরে নিয়ে গিয়ে—

রুক্মী। কেটে কেলব?

মুনীর। হ্যা, কেটে কেলবি। এদের নয়; এদের একটা বাড়ী  
আর লাঙ্গল কিনে দিবি, আর কেটে কেলবি তাকে, যে এদের  
গারে কাটার আঁচড় দেবে।

[ হাতের অক্লান্ত খুলিয়া রুক্মীকে দিয়া প্রস্থান।

রুক্মী। চল।

বান্দা। তাইত।

বান্দী। বড় ভাবিয়ে তুললে।

বান্দা। শেষকালে তুই আমার জর হবি?

বান্দী। তুই হবি আমার গর?

বান্দা। এর চেয়ে যে পলার দড়ী দেওয়া ভাল ছিল। কি  
সর্বনাশ হল রে বাবা?

বাঁদী। আগে জানলে আমি বিব খেয়ে মরতুম। কি ছানাই বেড়ালে খেলে ?

রক্ষী। বাবি কি না বল ?

বান্দা। না গিয়ে কি উপায় আছে ?

বাঁদী। ভদ্রলোক . যখন প্রাণটাই দিলে, তার কথাটা রাখতেই হবে।

রক্ষী। আর।

[ সকলের প্রস্থান।

—:~:—

দ্বিতীয় দৃশ্য।

রণস্থল।

মোবারক ও বাহাদুরের প্রবেশ।

মোবারক। তোমার পাঁচ হাজার সৈন্ত নিয়ে আমি না তোমার শালবন ঘিরে রাখতে বলেছিলাম ? সে আদেশ পালিত হয় নি কেন বাহাদুর ?

বাহাদুর। আমি দেখলুম—

মোবারক। তুমি দেখলে যে শাহাজাদা দশ হাজার বিদ্রোহী সৈন্ত নিয়ে শালবন অধিকার করতে আসছেন। শালবনের মধ্য থেকে তাঁকে কামান দাগবার সুযোগ দিয়ে তুমি সরে এসেছ।

বাহাদুর। এ আমার উপর অস্ত্রের অভিযোগ।

মোবারক। অস্ত্রের অভিযোগ ! এ সাতদিন তুমি কি করেছ, তাঁর হিসাব দিতে পার ?

বাহাদুর। হিসাব জাঁহাপনার কাছেই দেব।

মোবারক । না, আমার কাছেই দিতে হবে । শুধু তুণের মত তোমার পাঁচ হাজার সৈন্ত শাহাজাদার গোলায় ছাই হয়ে গেল, অথচ একটা শত্রুসৈন্তের মাথা মাটিতে লুটিয়ে পড়লো না । সৈন্তগুলোকে সম্মুখে এগিয়ে দিয়ে তুমি কি পেছনে দাঁড়িয়ে মজা দেখছিলে ? দশ হাজার সৈন্ত শাহাজাদার সঙ্গে যোগ দিলে, পাঁচ হাজার সৈন্তকে তুমি ভোপের মুখে ছেড়ে দিয়ে এলে । আবার আমার কাছে গৈস্ত চাইতে এসেছ ?

বাহাজুর । সৈন্ত না পেলে আমি শালবন অধিকার করব কি করে ?

মোবারক । অধিকার যখন হাতে ছিল তখন মূঠো আলগা করে দিয়েচ, আজ আবার নতুন করে অধিকার করতে চাও ? এত বোকা আমি নই যে আবার তোমার হাতে পাঁচ হাজার সৈন্ত ছেড়ে দেব ।

বাহাজুর । সৈন্ত না দিলে আমি যুদ্ধ করব কি নিয়ে ?

মোবারক । তোমার যুদ্ধ করতে হবে না । তুমি যগস্থল থেকে বেরিয়ে যাও ।

বাহাজুর । কি ?

মোবারক । তরবারি রাখ বেইমান ।

বাহাজুর । কি বললে ? আচ্ছ, বেইমান ? আমি স্বয়ং নবাবের ব্রাহ্মপুত্র, আমাকে এত বড় কথা বলতে তোমার সাহস হয় ?

মোবারক । হয় । তুমি নবাবের গুরু হলেও আমি হাজারবার বলচুম,—তুমি বেইমান ।

বাহাজুর । মোবারক,—

মোবারক । যাও, তরবারি রেখে শিবিরে গিয়ে নারীর মূখ ধ্যান কর গে ; সাহস থাকে, আজ সুঘোর পরে আমার সঙ্গে সংগ্রাম করো ।

বাহাজুর। তোমার এ ঔদ্ধত্য আমি সহ্য করব না।

মোবারক। খেচ্ছার যদি তরবারি না রাখ, আমি সৈন্তদের দিয়ে তোমার তরবারি কেড়ে নেব। আর এই মুহূর্ত্তে যদি রণস্থল ত্যাগ না কর, আমি তোমাকে তোপের মুখে উড়িয়ে দেব।

বাহাজুর। ছিলে সহিস, হরেছ সেনাপতি, তাই ধরাকে সরা কান করছ। নইলে আমি নবাবের ভ্রাতৃপুত্র,—নবাবের পা-চাটা কুকুর তুমি, আমাকে অপমান করতে সাহস কর? যুদ্ধে যদি জয় হয়, এমনও হতে পারে, নবাব দায়ুদ খাঁর পরে আমিই হব বাঙলার নবাব।

মোবারক। তুমি যেদিন নবাব হবে, সেদিন যেন বাঙলার সূর্য না ওঠে; এই মোবারক আলি তার আগেই তরবারি কেলে দিয়ে দোকানদারি করবে। কিন্তু আর আমার সময় নেই। আমি এই শেষবার জিজ্ঞাসা করছি, তুমি অস্ত্র রাখবে কি না?

বাহাজুর। না।

দায়ুদ খাঁর প্রবেশ।

দায়ুদ। তাহলে মাথাটাই রেখে দাও, সিপাহশালার।

বাহাজুর। জাঁহাপনা আপনিও সমর্থন করেন একটা গোলামের হাতে আপনার ভ্রাতৃপুত্রের অপমান?

দায়ুদ। বেইমান ভ্রাতৃপুত্রের চেয়ে বিশ্বস্ত গোলামের দাম অনেক বেশী।

বাহাজুর। আপনিও বলছেন বেইমান?

দায়ুদ। নাসির খাঁ দশ হাজার কোজ সরিয়ে নিয়ে প্রকাণ্ডে বেইমানি করেছে, আর তুমি বন্ধুর সুখোল পরে পোপনে বেইমানি করেছ। যাও, শিখিরে বলে প্রেমের স্বপ্ন ভুলে গিয়ে নিজের শান্তির কথা চিন্তা কর গে।



বাহাদুর । এই অপদার্থ সহস্রকে নিরেই এখন আপনার কাজ চলবে, তখন আমিও আর আপনাকে সাহায্য করিতে চাই না ।

[ তরবারি কেলিরা প্রস্থান ।

মোবারক । জাঁহাপনা,—

দায়ুদ । গলা কাঁপছে কেন মোবারক ? আমি জানি, জর আমাদেবক হবে না । মাত্র ত্রিশ হাজার সৈন্তের মধ্যে দশ হাজার নিলে নাসির খাঁ ; পাঁচ হাজার বাহাদুর ডালি দিলে । অবশিষ্ট বারা আছে, তাদের নিয়ে বাদশাহী কোজ হটিয়ে দেওয়া যায় না । কিন্তু এ দোষ ভোমার নর, আমার । বাহাদুরকে আমিই আবার মনসবদারি দিইছিলাম ।

মোবারক । জাঁহাপনা—আমার একটা অজরোখ ছিল ।

দায়ুদ । বল মোবারক ।

মোবারক । আমি সব ব্যবস্থা করেছি জাঁহাপনা ; আপনি—  
আপনি—বাঙলা ছেড়ে চলে যান । যদি জয় হয়, আবার ফিরে আসবেন । আর যদি বাঙলা মোগলেরা অধিকার করে, একদিন শক্তি-সংগ্রহ করে আপনি বাঙলার মসজিদ অধিকার করবেন !

দায়ুদ । না মোবারক, যদি যদি, একসঙ্গেই মরব । দায়ুদ খাঁ রণস্থল থেকে পালিয়ে যেতে দেখে নি ।

মোবারক । কিন্তু—

দায়ুদ । কিন্তু এখন থাক । আগে শালবন অধিকার কর । আজ দুর্ব্যস্তের পূর্বেই আমি একবার নাসির খাঁকে দেখতে চাই ।

মোবারক । গগপতি,—

গগপতির প্রবেশ ।

গগপতি । ডাকছ মোবারক ?

মোবারক । মংতে পারবে ?

গণপতি । নিশ্চয়ই পারব ।

মোবারক । দেখুছ ওই শালবনের মধ্যে সৈন্ত নিয়ে নাসির খাঁ কামান দাগছেন ? পারবে ওই শালবন অধিকার করতে ?

গণপতি । পারব কি না জানি না । তবে বিকল হয়ে ফিরে আসব না ।

মোবারক । কত সৈন্ত চাও ?

গণপতি । মাত্র এক হাজার !

মোবারক । এস । [ প্রস্থানোত্তোগ ] না গণপতি, তোমার যেতে হবে না, আমিই যাচ্ছি ।

গণপতি । কেন মোবারক, অবিশ্বাস হচ্ছে ?

দায়ুদ । অবিশ্বাস নব, কিন্তু তোমার বেঁচে থাকার বড় প্রয়োজন । তুমি ফিরে যাও গণপতি ।

গণপতি । জাঁহাপনা, আমি জানি, আমারই জন্ত এ যুদ্ধ । সত্ৰাটের সঙ্গে আপনার এতদিন কোন শত্রুতা ছিল না । আমাদের উপলক্ষ্য করেই আপনারা একজন আর একজনের কাঁধের উপর তরবারি তুলেছেন । আপনারা প্রবল শত্রুর তোপের মুখে বুক পেতে দেবেন, আর আমি নিজের প্রাণটা নিয়ে পালিয়ে যাব, এত বড় অকৃতজ্ঞ আমি নই ।

দায়ুদ । পুত্র যার বেইমান, ভ্রাতৃপুত্র যার নেমকহারাম, সে কারও কৃতজ্ঞতার দাবী করে না গণপতি । আমি শুধু ভাবছি, তুমি মরে গেলে ছবির কি হবে ?

গণপতি । আপনি তার পিতা, মোবারক তার ভাই, তার জন্ত আর আমার ভাবনা নেই জাঁহাপনা । চল মোবারক ।

মোবারক । চল ।

[ উভয়ের প্রস্থান ।

দায়ুদ । নাসির খাঁ, নাসির খাঁ,—

প্রতাপের প্রবেশ ।

প্রতাপ । আমার ডেকেছিলেন জাঁহাঙ্গনা ?

দায়ুদ । হ্যাঁ বাবা, তোমার গিতা তোমাকে নিতে এসেছেন ।  
তুমি কিরে যাও প্রতাপ ।

প্রতাপ । বলেন কি ? এখনও একটা মাথা নিতে পারি নি,  
এর মধ্যেই কিরে বাব ?

দায়ুদ । মাথা পরে নিও । আমি জানি, তোমার হাতে মোগলের  
অসংখ্য মাথা বাবে ।

প্রতাপ । আমি বাব না ।

দায়ুদ । যাও বাবা, অমত করো না । তোমার মধ্যে একটা  
মহাবীর ঘুমিয়ে আছে, তাকে আমি অকালে বিনষ্ট করব না । মৃত  
নাতলের শক্তি নিয়ে সে একদিন বেগে উঠবে—তার পায়ের দাপে  
এবল রাজশক্তি কেঁপে উঠবে । সেদিনের জন্য তুমি বৈচে থাক প্রতাপ ।

প্রতাপ । এ আপনি অন্তার কথা বলছেন । আমি কি আপনার  
কোন উপকার করতে পারি না ।

দায়ুদ । পার, কিন্তু তার চেয়ে বেশী উপকার করবে তুমি  
ভবিষ্যৎ বাঙলার । কিরে যাও বৎস, ঐদে থাক তুমি শতবর্ষ  
পরমায়ু নিয়ে । কোন প্রলোভনে, তোমার বাঙলা মাকে তুমি ছুলো  
না । স্বাধীন বাঙলার জাতীর নিশান বাবা আজ ছিনিয়ে নিতে  
এসেছে, বাঙালীর রক্তে বাঙলার শ্রামল মাটি বারী রঞ্জিত করলে,  
তাদের তুমি ক্ষমা করো না, ক্ষমা করো না ।

বিক্রমাদিত্যের প্রবেশ ।

বিক্রম । জাঁহাঙ্গনা,—

দায়ুদ। নিরে দান রার বিক্রমাদিত্য, প্রেতাপকে নিরে আপনি বশোর চলে দান। আপনার ভাই বসন্ত রারকে বলবেন, দায়ুদ খাঁ তারই উপরে এই বালকের শিকার তার অর্পণ করে গেছে।

বিক্রম। এস প্রেতাপ; আমি জানি, জাঁহাপনা মহান! আপনার এ মহত্ব—

দায়ুদ। থাক্ বন্ধু, এ সময় আর তোবামোদ ভাল লাগে না। এই নিম্ন বশোর পরগণার দানগজ। [ দানগজ বাহির করিয়া দিলেন ]

বিক্রম। জাঁহাপনার অসীম অভুগ্রহ। আপনার দয়ারই—

দায়ুদ। বুধা কষ্ট করবেন না রায়। এ দানের বিনিময়ে আমার একটা সন্ত আছে।

বিক্রম। আদেশ করুন জাঁহাপনা, আমি শপথ করছি। আপনার আদেশ আমি অমান্য করব না।

দায়ুদ। আমার কন্যা ছবিকে আমি আপনার কাছেই পাঠিয়ে দেব, আপনি তাকে সন্মানে আশ্রয় দেবেন রায়।

বিক্রম। আমাদের ছবি অর্থাৎ গণপতির বোনকে? সে কথা আপনার বলতে হবে কেন? সে ত আমারও মেয়ে। আমি যে তাকে কত স্নেহ—

দায়ুদ। প্রেতাপ,—

প্রেতাপ। আমি মৃত্যুর পূর্বে তাকে ত্যাগ করব না জনাব। কিন্তু আমি বাব কেন?

দায়ুদ। থেকে আর কোন লাভ নেই প্রেতাপ। মৃত্যু এগিয়ে আসছে। তুমি বেঁচে থাকলে আমি নিশ্চিত হয়ে মরতে পারি।

প্রেতাপ। আপনি মরবেন কেন?

দায়ুদ। অজ্ঞানভাবে মাহুদ তত মরে না বত মরে বেইমানির সর্পাঘাতে।

বিক্রম । তাহলে অসুস্থতা কখন, আমরা আসি । চল প্রতাপ ।  
প্রতাপ । জাঁহাপনা ।

দাযুদ । হুঃখ করো না বীর । আলীর্বাদ করি তুমি মাহুদ হও,  
তুমি বাঙলা মারের সুসন্তান হও ।

[ কুর্নিশ করিয়া বিক্রমাদিত্য ও প্রতাপের প্রস্থান । নেপথ্যে জয়ধ্বনি—  
“জয় দিল্লীখরের জয়” । “জয় স্বাধীন বাঙলার জয়” । ]

দাযুদ । নাসির খাঁ, নাসির খাঁ— [ প্রস্থান ।

সুনীম খাঁ ও মোবারকের প্রবেশ ।

সুনীম । সন্ধি কর মোবারক ।

মোবারক । বাঙলার স্বাধীনতার বিনিময়ে ? তা হয় না সুনীম খাঁ ।

সুনীম । আমি কথা দিচ্ছি, তোমাদের অধীনতা হবে স্বাধীনতারই  
নামান্তর । একটা নাম মাত্র কর তোমরা পাঠিয়ে দেবে ; কোন  
ওহাশীলদার আর তোমাদের বিকৃত করতে আসবে না ।

মোবারক । খাঁচাটা সোনার হলেও কারাগার ত বটে । আমরা  
মরব, তবু অধীনতা স্বীকার করব না ।

সুনীম । কেন মরবে যুবক ? এত বুদ্ধি বল কেন তুমি অকালে  
বিনষ্ট করবে ? তুমি দাযুদ খাঁকে ত্যাগ করে এস, আমি তোমাকেই  
বাঙলার মসনদে বসিয়ে বাব ।

মোবারক । মসনদের লোভিত বেইমানি ! সুনীম খাঁ, আমি  
সহিসের ছেলে, দাযুদ খাঁর অঙ্গপ্রাণেই আমি আজ সিপাহশালার ।  
আমার যদি দশটা মাথা থাকত, নবাবের জন্ত আমি তাও দিতে  
পারতুম । কোন প্রলোভনেই আমি তাঁকে ত্যাগ করতে পারব না  
সুনীম খাঁ ।

সুনীম । যদি তোমাকে আরও উচ্চপদ দেওয়া হয়, তবুও না ?

মোবারক । দিল্লীর বাদশাহ নেমে এসে যদি আমাকে দিল্লীক  
মসনদে বসিয়ে দিতে চান, তবুও আমি বেইমানি করব না ।

হুনীম । তুমি বাঙালী ?

মোবারক । হ্যাঁ ।

হুনীম । দিল্লী থেকে শুনে এসেছিলাম, ভেতো বাঙালী শুধু কঁাদতেই  
জানে । এখানে এসে দেখলাম, বাঙালী মাথা নিতেও জানে, দিতেও  
জানে । কিন্তু তোমার মত ডানপিটে বাঙালী কি আরও আছে ?

মোবারক । হাজার হাজার ।

হুনীম । হুর্ভাগ্য দায়ুদ খাঁর, হুর্ভাগ্য দিল্লীখানের ।

মোবারক । এস হুনীম বাঁ । [ উভয়ের যুদ্ধ করিতে করিতে গ্রহণ ।

আলি মনসুর ও সত্যপীরের প্রবেশ ।

আলি । তোমাকে না সেদিন ধর্মপ্রচার করিতে দেখেছিলাম ।

সত্যপীর । আমাকে নয়, সত্যপীরকে !

আলি । তুমি সত্যপীর নও ?

সত্যপীর । না, আমি সত্যও নই, পীরও নই, আমি বাঙালী ।

আলি । আরে তুমি অস্ত্র ধরতে শিখলে কবে ?

সত্যপীর । তুমি যেদিন তহশীলদারি ছেড়ে তরবারি ধরেছ ।

আলি । যুদ্ধ করতে পারবে তুমি ?

সত্যপীর । তুমি যদি পার, আমি পারব না কেন ?

আলি । বাও বাও, ধর্মপ্রচার কর গে ।

সত্যপীর । ধর্মপ্রচারই করছি আলি মনসুর । বাড়ীতে বখন  
ডাকাত পড়ে, তখন কঁাসর বণ্টা বাজালে দেবতা এসে পেছনে দাঁড়ায়  
না, প্রাণপণে নমাজ পড়লেও কাটা মাথা জোড়া লাগে না, তখনকার  
ধর্ম লাঠৌধরি ।

আলি। আবার একটা নূতন ধর্ম আবিষ্কার করেছ দেখছি ।  
এ ধর্মের নামটা কি ?

সত্যপীর। দেশপ্রেম । আজ আমার আরাধ্য খোদাও নর,  
ভগবানও নর, জননী জগদ্ধামি, একদিন এই ধর্মেরই সমগ্র বাঙলা  
অনুপ্রাণিত হবে, খোদা আর ভগবান্ সেদিন বাইরে এসে কলহ  
করবে না, সেদিন হিন্দু-মুসলমান থাকবে না, থাকবে শুধু বাঙালী ।  
এই সম্মিলিত বাঙালীর দুর্বীর শক্তিতে হাজার হাজার সাম্রাজ্যবাদী  
দম্ভ্য ভূপের মত উড়ে যাবে ।

আলি। তার আগে তুমি ত মরবে ।

সত্যপীর। আমি মরব, দায়ুদ খাঁ মরবে, মোবারক মরবে ।  
কিন্তু আমাদের রক্তদান বৃথা যাবে না । একদিন বেহেস্ত থেকে  
আমরা দেখব, বাঙ্গালী জেগেছে, হিন্দু-মুসলমান ভেদাত্মক দ্রুতভূত  
হয়েছে, সাতকোটি বাঙলার হিন্দু-মুসলমান একই মানব ধর্মের অনু-  
প্রেরণায় গলাগলি করে এসে ছাড়িয়েছে । [ উভয়ের হৃৎ ]

আলি। আরও সাধ আছে সত্যপীর ?

সত্যপীর। রক্ত নে মা, রক্ত নে মা, তোর কুসন্তান এই  
নাস্তিকের রক্তে কালিমা তোর শ্রীত হোক, মাটি তোর সরস হোক ।  
জরের নিশান তুলে দাও সাম্রাজ্যবাদী মোগল । কিন্তু এ জর, জর  
নয়, একদিন এই মাটিতেই—

আলি। [ অজ্ঞাবাহত ]

সত্যপীর। আরও আঘাত, আরও আঘাত দাও । মরার আগে  
বতখানি পারি, আমি বাঙলার মাটিতে রক্ত ছড়িয়ে দাব । এ রক্ত  
হিন্দুর নয়, মুসলমানের নয়, বাঙালীর ।

[ প্রস্থান ; পশ্চাৎ আলি মনহুরের প্রস্থান ।

## তৃতীয় দৃশ্য :

সমাধি।

পুষ্পস্তবক হস্তে আশমান ও ছবির প্রবেশ।

আশমান। ভাই, মাহুদ মাজেই দ্রাস্ত ; ভ্রমের বশে তুমিও অনেক ভ্রান্তার করেছ। স্নেহময় পিতার হাতে প্রাণ দিয়ে তুমি তার প্রাশস্তিত্ব করেছ নাসির! হে করুণাময়, হে সর্বদর্শি দীন ছনিয়ার মালিক, আমার অভাগা ভাইকে ক্ষমা কর। [ পুষ্পস্তবক লম্বাধির উপরে স্থাপন ]

ছবি। নাসির, আমি তোমার ক্ষমা করেছি, জৈবরও তোমার ক্ষমা করুন। [ পুষ্পস্তবক সমাধির উপরে স্থাপন ]

ফুলবেগমের প্রবেশ।

ফুলবেগম। তোর কাদিস নে মা, কাদিস নে। আশান আর সমাধির পুণ্যক্ষেত্র চোখের জলে কলঙ্কিত করিস নে। বাঙলার আকাশে আজ দুর্ভোগের কালো মেঘ ঘনিয়ে এসেছে; স্বাধীন বাঙলার জাতীয় নিশান আর বুঝি উড়বে না। বার বার দুঃখই থাক, আজ আর তা বুধে আনিস নে। আর মা,—সবাই মিলে আমরা প্রার্থনা করি বাঙলার মঙ্গল হোক্।

আশমান।

ছবি।

} বাঙলার মঙ্গল হোক্।

শীতকণ্ঠে বুলবুল ও প্রতাপের প্রবেশ।

শীত :

বুলবুল। “বাঙলার বাউ, বাঙলার জল,

বাঙলার হাওয়া, বাঙলার কল,

প্রতাপ। পুণ্য হটক, পুণ্য হটক, পুণ্য হটক, হে ভগবান !



বুলবুল । বাঙলার বন, বাঙলার হাট,

বাঙলার বন, বাঙলার মাঠ,

প্রতাপ । পূর্ণ হউক, পূর্ণ হউক, পূর্ণ হউক, হে ভগবান ।

বুলবুল । বাঙালীর পণ, বাঙালীর আশা,

বাঙালীর কাজ, বাঙালীর ভাব,

প্রতাপ । সত্য হউক, সত্য হউক, সত্য হউক, হে ভগবান ।

বুলবুল । বাঙালীর প্রাণ, বাঙালীর মন,

বাঙালীর ধরে বড় ভাইবোন,

প্রতাপ । এক হউক, এক হউক, এক হউক, হে ভগবান ।

ফুলবেগম । ছবি,—

ছবি । মা,—

ফুলবেগম । প্রতাপ তোমার নিতে এসেছে; আর ত সময় নেই না ।

প্রতাপ । আর দিদি ।

ছবি । দাদাকে একা কেলে চলে বাব ?

আশমান । তোমার দাদা আমারও দাদা । আমি তাঁকে দেখব ।  
তুমি বাও দিদি ।

ফুলবেগম । বাও মা । অনেক হুঃখ গেয়েছি তুমি; তোমার  
ঠাকুর তোমার শান্তিদান করুন । কে কোথায় থাকব আমি না ।  
বদি বেঁচে থাকি, তোকে আমি মনে রাখব মা । আশ্রয় বদি টুটে  
বার, তোর এই মায়ের কাছে আসিস; সারা হুনিরা তোকে ত্যাগ  
করলেও আমি তোর মা-ই থাকব ।

ছবি । আসি আশমান, আসি ভাই বুলবুল ।

বুলবুল । দিদি, আমরা হয়ত সবাই মরে বাব; বাঙলার কেউ  
হয়ত, এই পাঠানের বংশটাকে মনে রাখবে না । কিন্তু তুমি ফুলো  
না; তুমিও ফুলো না প্রতাপ ।

হবি ।

প্রতাপ ।

} ভুলব না ।

হবি । বাবার সঙ্গে দেখা হল না । তাঁকে বল আশ্রয়, যুদ্ধে যদি জয় হয়,—আমাকে যেন আবার তাগার নিয়ে আসেন । চল প্রতাপ ।

আশ্রয় । দিদি, বাবার সময় একটা অকুরোধ—

হবি । কি রে আশ্রয় ?

আশ্রয় । ভাই নাসির তোমার কাছে যতই অপরাধ করে থাক, সে আজ পরলোকে । তুমি তাকে সত্যি ক্ষমা করেছ ত ?

হবি । করেছি বোন । হে বিচারক ! আমার ভাগ্যহীন ভাইটিকে ক্ষমা কর, ক্ষমা কর । [ প্রতাপসহ প্রস্থান ।

কুলবেগম । তোমার বাবাকে দেখেছো আশ্রয় ?

আশ্রয় । কোথায় বাবা ?

কুলবেগম । ওই দেখ পাহাড়ের উপর বসে আছেন । চিনতে পারিস ? চুপে এত বড় হিমালয় আর কখনও দেখেছিল আশ্রয় ? এই মুর্তি দেখেও তাদের কানতে ইচ্ছে করে ?

আশ্রয় । আমি বাবার কাছে যাচ্ছি মা । [ প্রস্থানোত্তোগ ।  
বাহাদুরের প্রবেশ ।

বাহাদুর । দাঁড়াও ।

কুলবেগম । তুমি এখানে কি চাও বাহাদুর ?

বাহাদুর । আপনার কাছে কিছু চাই না, আপনি বেতে পারেন ।

কুলবেগম । তার চেয়ে তুমি গেলেই ভাল হয় । আমার ছেলে এখানে খুশিতে আছে । আমি চাই না যে বেইমানের স্পর্শে এই সমাধি কলঙ্কিত হয় ।

বাহাহুর । আপনার চাঙরা না চাঙরার কিছু বার আসে না ।  
আমার কথা আশমানের সঙ্গে ।

কুলবেগম । আমার মেয়ের সঙ্গে তোমার মত জানোয়ারের কোন  
কথা থাকতে পারে না ।

বাহাহুর । আপনি আশমানের বিমাতা, আমাদের কথার মধ্যে  
আপনি আসেন কোন অধিকারে ?

আশমান । তুমি গোলামের গোলাম, মহামাফা বেগম সাহেবাকে  
চোখ রাঙাও কোন অধিকারে ?

বাহাহুর । বেগম সাহেবা যতদিন বেগম ছিলেন, ততদিন চোখ  
রাঙাই নি । আজ উনি একটা পথের ভিখিরী ।

আশমান । আমি সেই ভিখিরীই মেয়ে । আমার কথার আমার  
মা কথা কইবে না, কথা কইবে তুমি আমাদের পা-চাটা গোলাম ?

বাহাহুর । আশমান,—

আশমান । বেরিয়ে বাও নেমকহারাম । আমার পিতার সঙ্গে  
শত্রুতা করে আমার সঙ্গে আশনাই করতে এসেছ ? তোমার চরিত্রের  
বে পরিচয় তুমি দিয়েছ, তাতে আমি তোমার একটা মাত্র অঙ্গগ্রহ  
করতে পারি ।

বাহাহুর । কি অঙ্গগ্রহ ?

আশমান । তোমার গায়ের চামড়া দিলে আমার জুতো বানাতে  
পারি ।

বাহাহুর । আশমান,—

কুলবেগম । বেরিয়ে বাও শরতান ।

বাহাহুর । বাবার লজ্জা প্রস্তুত হয়েই এসেছি । কিন্তু আমি একা  
যাব না, আশমানকেও সঙ্গে নিয়ে যাব ।

ফুলবেগম । বাবে ত মোগলের শিবিরে ?

আশমান । জাহান্নামে বাও ; তোমার মত শরতানের সঙ্গে  
আশমান বাবে না ।

বাহাহুর । তোমার ভালবাসি বলেই এত ঔদ্ধত্য সহ করেছি ।  
তুমি জান না, আমিই বাঙলার ভাবী নবাব ।

ফুলবেগম । তুমি স্বয়ং বাদশা হলেও আমার মেয়ে তোমার মত  
জানোয়ারকে সাদি করবে না ।

বাহাহুর । চোপরাও কসবি ।

ফুলবেগম । কি বললে ?

আশমান । তেউ কি নেই আমাদের, যে এই কুকুরটাকে সমুচিত  
দণ্ড দিতে পারে ?

মোবারকের প্রবেশ ।

মোবারক । আমি আছি শাহাজাদী ।

বাহাহুর । মোবারক,—

মোবারক । তোমার অনেক কুকীৰ্ত্তি আমার নখদর্পণে বাহাহুর ।  
তোমারই কুমন্ত্রণার শাহাজাদা পিতার বিরুদ্ধে বড়বস্ত্র করেছিলেন,  
তারই জন্ত পিতার হাতে তিনি প্রাণ দিয়েছেন । তুমি যদি ধুমকেতুর  
মত বাঙলার উদয় না হতে, তাহলে আজ আমাদের জয় বাজার  
পথ কণ্টকিত হত না । বেইমানি করে তুমি আমাদের পাঁচ হাজার  
সৈন্ত ভালি দিয়েছ । সবার উপরে বেগম সাহেবার অসন্মান করেছ ।  
এতগুলো অপরাধের জবাব এই মুহূর্ত্তে তোমার দিতে হবে ।

বাহাহুর । কার কাছে জবাব দেব ?

মোবারক । আপে সিপাহশালারের কাছে, ডারগার নবাবের কাছে ।  
[ বজ্রমুষ্টিতে হস্ত ধারণ ] বেরিয়ে এস ।

আশমান । বলে বাও, কি শান্তি দেবে এই কুকুরটাকে ।

দায়ুদ খাঁর প্রবেশ ।

দায়ুদ । প্রাণদণ্ড ।

বাহাদুর । মোবারক,—

মোবারক । বেরিয়ে এস দেশজোহী ।

বাহাদুর । জাঁহাপনা,—

দায়ুদ । দেশজোহীর একমাত্র শান্তি এই ।

ফুলবেগম । কিছ জাঁহাপনা,—

আশমান । চুপ কর মা । তোমরা যদি ওর কমা কর, আমি নিজেই ওর মাথাটা ছিঁড়ে ফেলব ।

বাহাদুর । আমি যদি বাঁচি এই শরতানীকে কুকুর দিয়ে খাওয়াব ।

[ মোবারক বাহাদুরকে টানিয়া লইয়া প্রস্থান করিল ]

দায়ুদ । চল ফুলবেগম, চল আশমান, আজ সবাই মিলে এক সঙ্গে নমাজ পড়ে নিই ।

ফুলবেগম । জাঁহাপনা,—

দায়ুদ । মুখের দিকে চাইছ কেন ? আমি ত কাঁদি নি বেগম ।

ফুলবেগম । সত্যি কি তুমি হেরে যাচ্ছে ? বাঙলার মলনদে আর তুমি বসবে না ? মোগলেরা এসে বাঙলার কুকুরের উপর চেপে বসবে, বাঙলার পার্শ্বীন রাজ্য কি শেষ হয়ে যাবে ?

আশমান । বাবা কথা বলছো না যে ? কি ভাবছ বাবা ?

দায়ুদ । তোমার কথাই ভাবছি মা ।

ফুলবেগম । কেন ভাবছ ? ভাবনার কিছুই নাই । সমস্তার সমাধান তোমার হাতেই ত আছে নবাব ।

দায়ুদ । আছে বেগম ? হ্যাঁ আছে ।

মোবারকের প্রবেশ ।

মোবারক । জাঁহাপনা, বাহাদুর শির দিয়ে 'পাপের প্রাশ্চিত্ত  
করেছে । আহ্নন, তাঁর কল্যাণের জন্য আমরা প্রার্থনা করি ।

সকলে । ধোদা, পাণীকে ক্ষমা কর ।

মোবারক । চলুন জাঁহাপনা, নমাজের সময় হল ।

দায়ুদ । মোবারক,—

মোবারক । আদেশ করুন ।

দায়ুদ । অনেক পেরেছি তোমার কাছে ; কিছুই দিই নি । আজ  
আমার একটা দান নেবে ?

মোবারক । আপনি যা দেবেন, আমি মাথা করে নেব জনাব ।

দায়ুদ । তা জানি । ও আমার বলাই ভুল । ফুলবেগম—

ফুলবেগম । আশমান, আর হরত আমাদের অবসর হবে না ।

মা ! তোমার ভবিষ্যৎ ভাবনা আমাদের অস্থির করে তুলেছে । যোগ্য  
পাত্রের আত্মসমর্পণ করে তুমি আমাদের নিশ্চিত্ত কর মা ।

[ আশমান ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া মোবারকের কাছে নতজায়ে হইল ]

মোবারক । এ কি শাধাজাদি ?

আশমান । আমার ভাগ্যহীন পিতামাতাকে নিশ্চিত্ত কর বীর ।

মোবারক । জাঁহাপনা,—

দায়ুদ । বিশ্বস্ত সৈনিক, এই তোমার নবাবের প্রথম ও শেষ দান ।

মোবারক । আগনার দান আমি মাথা পেতে নিলাম ; আপনি  
নিশ্চিত্ত হন । চল, সবাই একসঙ্গে আজ নমাজ পড়ব ।

[ সকলের প্রস্থান ।

চতুর্থ দৃশ্য ।

শিবিরের বহির্দেশ ।

আলি মনসুরের প্রবেশ ।

আলি । একসঙ্গে আক্রমণ কর সৈন্তগণ; পাপিষ্ঠ নবাবকে  
নৃশংস ভাবে হত্যা কর; তার স্ত্রী কন্যাকে বন্দী কর; শিবিরের যে  
যেখানে আছে, সবাইকে কোতল কর ।

বুলবুলের প্রবেশ ।

বুলবুল । কে তোমরা তাঁবুতে হানা দিচ্ছ ?

আলি । কোতল কর, কোতল কর ।

বুলবুল । চুপ কর, বাঁড়ের মত চীৎকার করো না । নবাব  
নমাজ পড়ছেন ।

আলি । তুই কে ?

বুলবুল । আমি শাহাজাদা ।

আলি । তুই দারুদ খাঁর ছোট ছেলে ?

বুলবুল । তুমি বুঝি লেই দামড়া আজি মনসুর ?

আলি । বল হারামজাদা বল; তোরা বলবি মুখে, আমি শোধ  
তুলব হাতে ।

বুলবুল । তাঁবুর চারিদিকে এসব কারা ? কেন এসেছে ওরা ?

আলি । তোদের সবাইকে বেহেস্তের পথ দেখাতে এসেছে ।

বুলবুল । তুমি বুঝি জান না, দাদার কবরের অন্তে আজ যুদ্ধ  
বন্ধ !

আলি । জানি, জানি ।

বুলবুল। তবে তাঁবুতে হানা দিয়েছ কেন ? এই কি তোমাদের ধর্ম ?

আলি। চুপ কর শরতানের বাচ্ছা ; আমি ধর্ম কথা শুনেতে আগিনি ; এসেছি তোমাদের মরণ-আর্তিনাম শুনেতে । তোমার বাপটা কোথায় ?

বুলবুল। বাপের খোঁজ পরেই করবি, আগে ছেলের সঙ্গে বোঝাপড়া করে যা ব্যাটা দামড়া ।

আলি। তবে রে হতভাগা কুকুর । [ আক্রমণ—উভয়ের যুদ্ধ ; বুলবুলের পতন ] থাক ব্যাটা এইখানে পড়ে ; শেরাল কুকুরে টেনে ছিঁড়ে থাক । [ প্রস্থান ।

বুলবুল। হুশমন,—হুশমন, বাবা, সাবধান ; মা বেরিয়ে এস ; দিদি পালিয়ে যা । হুশমন—হুশমন । খোদা, বাঙলার মজল কর । [ হুত্যা ]

ফুলবেগমের প্রবেশ ।

ফুলবেগম। কে ডাকলে ? মা বলে কে ডাকলে ? বুলবুল, বুলবুল, কোথায় গেল ছেলেটা ? শিবিরে শত্রু ঢুকেছে, হতভাগা ছেলের খোঁজই নেই । [ সহসা মৃতদেহ পাবে ঠেঁকল ] এ কে ? অ্যা—বুলবুল ? এখানে পড়ে কেন ? ভয়ে মূর্ছা গেছে বুঝি ? ওঠ, বাবা ওঠ, পালাই চল । একি ! এত রক্ত কেন ? কার রক্ত ? বুলবুল, ওরে বুলবুল,—অ্যা, এ যে নিঃশ্বাস পড়ছে না । মরে গেল ? কে মারলে ? ওরে, এ ছুথের ছেলে কার কি অনিষ্ট করেছিল ?

মুনীর খাঁর প্রবেশ ।

মুনীর। আলি মনসুর, আলি মনসুর,—সৈন্তগণ,—কি আশ্চর্য্য, আমার বিনামূল্যে নবাবের শিবির অতিক্রম করে, এত বড় সাহস কার ? সৈন্তগণ আত হও ; নবাব দায়ুদ খাঁ, বেরিয়ে আসুন !



ফুলবেগম । তুমি কি মুনীর খাঁ ?

মুনীর । হ্যাঁ, কে আপনি ?

ফুলবেগম । আমি নবাব দাযুদ খাঁর বেগম ।

মুনীর । সেলাম বেগম সাহেবাবাণী

ফুলবেগম । সেলাম রাখ মুনীর খাঁ । আমার এই ছুখের শিশুকে হত্যা করেছে কে ?

মুনীর । আমি ঐচ্ছছি মা, আমি বুঝছি । কিন্তু এর আর কোন উপায় নেই । তুমি অপেক্ষা কর, আমি হত্যাকাণ্ডীকে এইখানে টেনে এনে তার বিচার করব ।

ফুলবেগম । কি বিচার করবে তুমি সাম্রাজ্যবাদী মোগল ? এমনি করে বাঙালার কত নিষ্পাপ সন্তানকে তুমি অকাল-মৃত্যু দিয়েছ । পার সে সব হত্যার বিচার করতে ? তোমার মাথার এত চুল নেই, বত গুলো অকারণ হত্যা তুমি করেছে । এত বড় বিশাল সাম্রাজ্য তোমাদের, তবু বাঙালার এই মাটিটুকু মা পেলে তোমাদের কবরের স্থান হবে না ?

মুনীর । বুধাই আমার দোষারোপ করছ মা । আমি শাহানশার হুকুমের গোলাম ।

ফুলবেগম । তোমার শাহানশাকে বড়লা, ফুলবেগম তার এই শিশু হত্যার বিচার চাইতে খোদার দরবারে এগিয়ে গেছে । [ মৃতদেহ তুলিরা লইল ]

মুনীর । বেগ না মা, আত্মহত্যা মহাপাপ । দাযুদ খাঁ বাক, বাঙালার স্বাধীনতা বাক,—তবু তুমি আমার কাছে এস মা । বাদশাহের গোলামি আর করব না । তোমাকে নিয়ে মাতৃভীনা

আমি, পৰ্ণ-কুটিরে বাস করব। সারাজীবন অশ্রুজলে তোমার পা ধুয়ে দিয়ে এই হত্যার প্রায়শ্চিত্ত করব।

ফুলবেগম। মুনীম খাঁ, আরও হুঁতগ্য আসছে আমার; আমি আর তা চোখে দেখব না। আমার মহামাফ নবাবকে বলো, ফুলবেগম তার সোনার বুলবুলকে নিয়ে এগিয়ে গেছে, তিনি যেন পেছনে আসেন।

মুনীম। আলি মনসুর, আলি মনসুর,—[ মুক্ত তরবারি হস্তে প্রস্থান ।

দাযুদ খাঁর প্রবেশ।

দাযুদ। নমাজ শেষ হল না। খোদা, দুশমন তোমার ডাকতে দিলে না। ফুলবেগম, বুলবুল, আশমান, মোবারক,—কোথার গেল সব? সবাই কি প্রাণ দিয়েছে? বিখাগঘাতক মুনীম খাঁ, আমার নমাজও শেষ করতে দিলে না? আমি এর চরম প্রতিশোধ নেব। যদি দিন পাই—

আলি মনসুরের প্রবেশ।

আলি। দিন আর পাবে না দাযুদ খাঁ। আলি মনসুরের অপমানের প্রতিশোধ আজই তোমার করে যেতে হবে। [ অজ্ঞাঘাত ]

দাযুদ। দাঁড়াও আলি মনসুর। আমি নিরস্ত্র! একখানা অস্ত্র আমার দাও, তারপর এগিয়ে এস, দেখি কত দার তোমার তরবারিতে।

আলি। এই যে দিচ্ছি অস্ত্র। [ অজ্ঞাঘাত ]

দাযুদ। অস্ত্র—অস্ত্র—কে আহঁ বন্ধু, নবাব দাযুদ খাঁকে একখানা অস্ত্র দিয়ে সাহায্য কর। মোবারক, আশমান,—

আলি। তাদেরও আর দেয়ী নেই।

দাযুদ। ফুলবেগম, বুলবুল,—

আলি। তারা পরলোকে। [ আঘাত ]

দায়ুদ। পরলোকে ফুলবেগম, বুলবুল! সব গেল; বাঙলার পাঠান রাজত্বের অবসান। [ পতন ]

### মুনীম খাঁর প্রবেশ।

মুনীম। আলি মনসুর, শাহাজাদার সমাধি অহুষ্ঠানের জন্ত আমি আজ যুদ্ধবিরতির আদেশ দিয়েছিলাম। কার হুকুমে, কোন সাহসে তুমি আজ নবাবের শিবির আক্রমণ করেছ?

আলি। শত্রুর সঙ্গে সন্ধির কোন প্রয়োজন নেই।

মুনীম। সে কথা আমি বুঝব। তুমি আমার হুকুমের গোলাম, আমার বিনাস্তমতিতে শত্রুশিবির আক্রমণ করেছ কেন? কোন জবাব আছে তোমার?

আলি। জনাব,—

মুনীম। শাহাজাদাকে হত্যা করেছে কে?

আলি। আমি।

মুনীম। মহামাশ্রু বাঙলার নবাবকে এমনি নিরস্ত্র অবস্থায় অজ্ঞাবাগে জর্জরিত করেছে কে? কে দেবে এর জবাব? শাহানশাহ্ আকবর, সিপাহশালার মুনীম খাঁ, না তত্বশীলদার আলি মনসুর? চূপ করে রইলে যে? জবাব দাও। তোমার জন্ত সন্ত্রাটের মুখে কলঙ্কের কালিমা লিপ্ত হয়েছে। তোমার মাথাটা নিয়ে আমি এর প্রতিশোধ নেব।

দায়ুদ। মুনীম খাঁ, তোমার হাতে বাঙলার পাঠান রাজত্বের সমাধি।

মুনীম। মহামান্য নবাব দায়ুদ খাঁ, আমার দুর্ভাগ্য যে আমিই আপনায় সাজানো সংসার চূর্ণ করতে আদিষ্ট হয়েছি। শত্রু বলে আপনাকে আমি বড় আঘাত করেছি জনাব, একনিষ্ট দেশপ্রেমিক

স্বাভাৱী

[ চতুৰ্থ অঙ্ক ।

বলে তার চেয়ে বেশী শ্রদ্ধা করেছি। জাঁহাঙ্গনা, খোদার লোৱাৰ  
আপনার অনন্ত শাস্তি লাভ হোক।

আলি। এখনও গণপতি আছে, মোবারক আছে। এইবার—  
এইবার। [ পলায়ন ।

মুনীর। এস আলি মনস্কর। একি, পালিয়ে গেল! আজ্ঞা বাও,  
দেখি ক'দিন পালিয়ে থাকতে পার।

[ প্রস্থান ।

দায়ুদ। খোদা, নমাজ শেষ হল না; হুশমন আমার নমাজ  
শেষ হতে দিলে না।

গীতকণ্ঠে ফকিরের প্রবেশ।

ফকির।

গীত ;

নমাজ হয়েছে শেষ।

শিরে তোমার ঠাঁড়ারেছে ভাই, খোদা বীণ পরমেশ।

বান্ধুঘের হেন দরদী বন্ধু তোমা সব কেবা আছে ?

বান্ধুঘের পিতা খোদা দায়ুদ আছে তব কাছে কাছে,

বান্ধুঘের তরে নিঃশেষে প্রাণ,

কর নাই তার, বে করেছে দান,

স্বরণে তোমার কলে আঁখি জল সারাটি বাঁড়লা দেশ।

দায়ুদ। হজরৎ আমাকে একটু তুলে ধরুন, আমি নমাজ শেষ  
করব। [ ফকির তাঁহাকে তুলিয়া ধরিলেন ] খোদা, কণ্ঠে তাকা  
নেই, বুকে বল নেই; অপরাধ ক্ষমা কর দীন দুনিয়ার মালিক।  
মদ্র থাক, অজুঠান থাক,—বাঙলার মজল কর, বাঙালীকে শাস্তি  
দাও।

[ ফকিরের সাহায্যে প্রস্থান ।

—১০১—

[ ১৫৮ ]

## পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য :

শিবিরাত্যন্তর ।

পতাকাহস্তে গণপতির প্রবেশ ।

গণপতি । নবাব দাখুদ খাঁ নেই ! স্বাধীন বাঙলার জাতীয়  
নিশান, কে আর তোমার রক্ষা করবে ? সাম্রাজ্যবাদী যোগল  
তোমার ছিন্ন ভিন্ন করে ছপারে মাড়িয়ে বাবে, তাঁ আমি হতে দেক  
না । তোমার নিয়ে আমি নদীর জলে নুকিয়ে থাকব । আমার  
সঙ্গে তুমিও পচে গলে নিঃশেষ হয়ে বাবে, তবু শত্রুর পদচিহ্ন তুমি  
বুক পেতে নিও না । [ পতাকা চূষন ]

আলি মনসুরের প্রবেশ ।

আলি । এই যে গণপতি ঠাকুর । তোমার কাছে আমার অনেক  
পাওনা আছে, আজ তা মিটিয়ে দিতে হবে ।

গণপতি । আমি মাছুষ, তোমার মত জানোয়ারের কাছে আমার  
কোন ঋণ থাকতে পারে না । সরে যাও নারকি, স্বাধীন বাঙলার  
পবিত্র পতাকার উপর তোমার কলঙ্কিত ছায়াটা এসে পড়ছে ।

আলি । পবিত্র পতাকা ! লাখি মারি আমি তোমার পবিত্র পতাকার ।

গণপতি । ওরে শরতান, ওরে যোগলের পা-চাটা কুকুর—

আলি । ওরে পাঠানের জীতদাস, তোর অসার ব্রাহ্মণ দর্প নিয়ে  
তুই এই বৃহত্তেই নিঃশেষ হয়ে যা । [ আক্রমণ ]

গণপতি । আলি মনসুর, সিপাহশালারের আদেশে আজ আমর  
সম্পূর্ণ নিরস্ত্র । তুমি একটা দিন অপেক্ষা কর । কাল প্রত্যহ

তোমাৰ বেথানে ইচ্ছা, আমি সেইথানেই গম্ভীৰ তোমাৰ সঙ্গে সাক্ষাৎ  
কৰিব।

আলি। না—না, আজই আমাৰ পাওনা মিটিয়ে দিতে হবে।

[ অভ্যাহাত ]

গগনপতি। মোবাৱক, মোবাৱক, অস্ত্ৰ ধাৰণেৰ আদেশ দাও।

ওঃ—বাঙলাৰ পতাকা শত্ৰুৰ পায়ে বিদলিত হবে! মোবাৱক,  
মোবাৱক,—ওঃ [ পতন ] বাঙলা, সোনাৰ বাঙলা,—

মোবাৱকেৰ প্ৰবেশ।

মোবাৱক। কেঁ ডাকছে? গগনপতি নয়? গগনপতি, গগনপতি,—

আলি। ওই যে তোমাৰ বন্ধু জবাহুলেৰ বিছানাৰ ওপৰে আছে।

বাতাস কৰ—মুখে জল দাও। হাঃ-হাঃ হাঃ।

মোবাৱক। গগনপতি, ভাই, আমাকে ফেলে তুমিও চলে বাছ?

আলি। বন্ধুকে ফেলে যেও না ঠাকুৰ, সঙ্গে কৰে নিয়ে বাও।

গগনপতি। মোবাৱক, পতাকা ধৰ, আমি বাই।

[ পতাকা প্ৰত্যৰ্পণ; টলিতে টলিতে প্ৰস্থান।

মোবাৱক। আলি মনস্থৰ!

আলি। আদেশ কৰুন সিপাহশাগাৰ।

মোবাৱক। তোমাৰ বোধহয় জানা নেই যে চুক্তিভঙ্গ কৰে নবাব  
দাৱুদ খাঁকে হত্যা কৰাৰ অপৰাধে মৃত্যুদণ্ড তোমাৰ হৰে আছে?

আলি। দণ্ডটা দেবে কে?

মোবাৱক। মূলীম খাঁ।

আলি। আৰ এক মুহূৰ্ত্ত পৰে তাৰ কলিজাটাও আমি ছিঁড়ে কেলব।

মোবাৱক। কি বলব আলি মনস্থৰ? নবাবেৰ সঙ্গে তোমাদেৱ  
মুহুৰ্ভিত্তিৰ চুক্তি হৱেছিল, তোমরা চুক্তিভঙ্গ কৰলেও আমি পাৰব না।

আমার মহামান্য নবাবের কথা অমান্য করতে। রাজি শেষ হয়ে এসেছে, আর কিছুক্ষণ অপেক্ষা কর। বত সৈনিক আছে তোমার, নিয়ে এস ; বত অস্ত্র আছে তোমাদের, একসঙ্গে তুলে ধর।, ঐতাতের প্রথম সূর্যালোকে তোমাকে যদি আমি বধ না করি তাহলে যেচ্ছার তুবানলে প্রবেশ করব।

আলি। হবে না, হবে না, মানি না আমি চুক্তি। শত্রু—  
শত্রু। [ আঘাত

মোবারক। আলি মনসুর,—

আলি। আলি মনসুর শত্রুকে কখনও ভোলে না। চুক্তি জাহান্নামে থাক, ধর্ম রসাতলে থাক, যে তার গারে কাঁটার আঁচড় দেবে, তার খুনে এমনি করেই মাটি রঞ্জিত হোক। [ পুনঃ পুনঃ আঘাত ]

মোবারক। আশমান, আশমান, পালিয়ে যাও।

আশমানের প্রবেশ।

আশমান। কারও সাড়াশব্দ নেই, কোথায় গেল এরা সব?

মোবারক। আশমান, পতাকা নাও, পালিয়ে যাও। [ পতন ]

আশমান। এক,—অ'্যা। কি হয়েছে আমি? [ মোবারকের মৃত্যু ক্রোড়ে ধারণ করিয়া উপবেশন ] কে তুমি পিশাচের মত হাসছে? আলি মনসুর? এখানেও তুমি!

আলি। হ্যাঁ বিবি।

আশমান। আমার পিতাকে তুমি হত্যা করেছ, আমার ভাইকে মৃত্যু দিয়েছ, আমার স্বামীকেও রেহাই দিলে না?

আলি। আলি মনসুর শত্রুর শেষ রাখে না। তবে তোমাকে নিয়ে—

আশমান । একটা দিন অপেক্ষা করলে না কেন মোগল ?  
কাল প্রভাতেই পরীক্ষা হয় বেত, কত বড় শক্তিমান তুমি ।

মোবারক । গণপতি, ভাই, চল, আমিও তোমার সঙ্গে যাব ।  
তুমি শ্রমশানের মাটিতে মিশে যাবে, আমি থাকব কবরের তলার ।  
হৃদয়ে নীরবে অনন্তকাল প্রার্থনা করব,—সোনার বাঙলার মঙ্গল  
হোক । আশমান—

আশমান । আমি,—

মোবারক । মুনীম খাঁকে ডাক ।

মুনীম খাঁর প্রবেশ ।

মুনীম । গণপতি, মোবারক, আশমান—একি, কে ? মোবারক ?  
এই যে আলি মনসুর । আমার এক মুহূর্তের আত্মবিশ্বাসের সুযোগে  
পালিয়ে এসে তুমি মোবারককেও হত্যা করেছ ? ওরে শয়তান,  
ওরে বর্বর ; সম্রাটের নামে তুমি কলঙ্ক লেপন করেছ, তোমাকে  
হত্যা করে আমি দিল্লীতে তোমার রক্ত নিয়ে যাব, সেই রক্ত  
দিয়ে শাহানশার পা ধুয়ে দিতে যতদিন না পারব, ততদিন আমি  
আর শস্যের শরন করব না ।

মোবারক । মুনীম খাঁ ।

মুনীম । বীর সুবক, তোমাদের হত্যার কতিপূরণ আমি করতে  
পারব না । তবু মরার আগে তুমি জেনে যাও যে তোমাদের  
আন্ততন্ত্রী এই শয়তানের বাচ্ছা—

আলি । মুনীম খাঁ ।

মুনীম । কে আছে বাঙলার রাজতন্ত্র প্রণী, নিজের হাতে  
বাঙলার শ্রেষ্ঠ শত্রুকে নিপাত করবে এস ।



বান্দা ও বাঁদীর প্রবেশ ।

উত্তরে । আমরা আছি সিপাহশালার ।

মুনীম । হত্যা কর, হত্যা কর, যত নৃশংসভাবে পার ।

বান্দা ।

বাঁদী ।

} জয় নবাব দাখুন খাঁ ।

[ ছই দিক হইতে ছুজনে আলি মনসুরকে ছুরিকাঘাত করিল ]

আলি । আঃ—মুনীম খাঁ, বান্দা, বাঁদী,—

বান্দা । আহুন জনাব, মোবারক আলির রক্তের সঙ্গে আপনার রক্ত মিশতে দেব না ।

বাঁদী । বাইরে আহুন জনাব ।

[ আঘাত করিতে করিতে আলি মনসুরকে লইয়া বান্দা ও বাঁদীর প্রস্থান । ]

আশমান । সিপাহশালার মুনীম খাঁ, বাঙলার পাঠান রাজঘের অবসান । গ্রহণ কর বাঙলার সিংহাসন, কিন্তু মনে রেখো, ও সিংহাসন সোনা দিবে তৈরী নয়, দাখুন খাঁর নিঃশ্বাস দিবে গড়া ।

মুনীম । আমি অসংখ্য অপরাধে অপরাধী হই । আমি পরাজয় স্বীকার করে চলে যাব, বাদশাহের দণ্ড স্বীকা পোতে নেব । তোমার পিতার সিংহাসন তুমিই গ্রহণ কর মা ।

আশমান । চুপ্ চুপ্, আমার স্বামী এখনও জীবিত ; দেখ দেখ, তোমার এ প্রস্তাবে তাঁর সর্কাজে বিবের আলা ছড়িয়ে দিয়েছে । ওগো, তুমি আমার ভুল বুঝো না, আমি সিংহাসনে বসব না । তুমি স্থির হও ।

মোবারক । সিপাহশালার ! যদি সম্ভব হয়, স্বাধীন বাঙলার জাতীর নিশানের সঙ্গে আমার জীকে প্রতাপের কাছে পাঠিয়ে দিন ।

মুনীম। আমি শপথ করছি মোবারক, তোমার অমরোপ অ  
রক্ষা করব।

মোবারক। দেখ আশমান, দেখ, গণপতি, মুক্তের সঙ্গে আমি  
রক্ত মিশেছে। সমাজ বাধা দিতে পারে কিন্তু, আমি করেই কি  
একদিন বাঙলার হিন্দু-মুসলমান একসঙ্গে মিলিত হবে না? সে মিলিত  
শক্তির হুকারে দিল্লীর সিংহাসন কি টলবে না?

মুনীম। আশা তোমার পূর্ণ হউক মুবক।

মোবারক। আশমান, পতাকা তুলে ধর, জীবনের শেষ তাকে  
সেলাম করে বাই। • [ আশমান পতাকা তুলিয়া ধরিল ]

মুনীম। আর এক মুহূর্ত পরে বাঙলার মাটিতে মোগল  
সাম্রাজ্যের পতাকা প্রোথিত হবে। এই এক মুহূর্তের জন্ত বহু  
বাবের রক্তে রঞ্জিত, নবাব দায়ুদ খাঁর করনার স্বর্ণ, হে বাঙলার  
জাতীর নিশান, আমি তোমার সেলাম করি, সেলাম করি।

[ প্রস্থান। ]

মোবারক। [ অতিকণ্ঠে উঠিয়া পতাকা সেলাম করিল ] সোনার  
বাঙলা মুখী হও। [ পতনোন্মুখ দেহ আশমান ধারণ করিল ]

[ উভয়ের প্রস্থান। ]



